(পৌরাণিক নাটক

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ
নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক:—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে, সি, ধর
৩২৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

উৎসর্গ

সর্ব্বজন পরিচিত

খ্যাতনামা নাট্যকার

মাননীয়

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার দে এম-এ, বি-টি

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আনন্দময়।

সংগঠনকারীগণ ও প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

প্রোপ্রাইটার—শ্রীগোষ্ঠ বিহারী ঘোষ
ম্যানেজার—শ্রীসুখেন্দু বিকাশ রায়
ব্যবস্থাপক—শ্রীহরিপদ মাইতি
কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিধু প্রসাদ রায়
নাট্য পরিচালক—শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুরশিল্পী—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
নারায়ণ—শ্রীগুরুদাস ধাড়া
রুদ্রদেব—শ্রীননী গাঙ্গুলী
মেধস—শ্রীবিনোদ ধাড়া
ইন্দ্র—শ্রীমন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্র—শ্রীললিত চন্দ্র চক্রবর্ত্তি, শ্রীযতিন্দ্রনাথ গোস্বামী
নীলাম্বর—শ্রীঅভয় কুমার হালদার ও ললিত দাস
শুম্ভ—শ্রীভোলানাথ পাল
নিশুম্ভ—শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহাজন—শ্রীসত্য পাঠক
সায়ন—শ্রীমান মণ্টু দাস
রক্তবীজ—শ্রীমোহিত বিশ্বাস ও শ্রীমুকুন্দ ঘোষ
চণ্ড—শ্রীবরদা সর্দ্দার
মুণ্ড—শ্রীবিজয় মজুমদার
সুগ্রিব—শ্রীশশী অধিকারি
মহামায়া—শ্রীছবি রায়
কালী—শ্রীবিমল কুমার মুখার্জ্জি
তারা—শ্রীঅমূল্য মাজি
চেতনা—শ্রীসন্তোষ বসু
শুভ্রা—শ্রীপ্রজাপতি জানা

ভূমিকা

শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় অবলম্বনে রচিত শুম্ভ-নিশুম্ভ নাটক। এই নাটক রচনায় আমার পরম বন্ধু শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রী মহাশয় তাহার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন সেজন্য তাঁর কাছে আমি চির ঋণী। মাত্র দশ দিনের মধ্যে এই নাটকখানি নিউ গণেশ অপেরার প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠ বিহারী ঘোষ মহাশয়ের তাগিধে আমায় শেষ করতে হয়। যোগ্য শিল্পী সমন্বয়ে, প্রভূত অর্থ ব্যায়ে এই নাটক অভিনয় করাইয়া তিনি যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন যে কোন যাত্রাদলের পক্ষে তা ঈর্ষার বস্তু। পরিশেষে যাত্রা জগতের সর্ব্বজন প্রিয় নট শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তার যোগ্য পরিচালনাতেই নাটকখানি এত জনপ্রিয় হইয়াছে। অলমিতি বিস্তারেণ। ইতি—

গ্রন্থকার।

পরিচিতি

—পুরুষ—

নারায়ণ, ইন্দ্র, চন্দ্র।

শুম্ভ	...	...	দানব সম্রাট
নিশুম্ভ	...	...	ঐ ভ্রাতা
রক্তবীজ, চণ্ড, মুণ্ড	...	...	ঐ সেনাপতি
সুগ্রীব	...	...	ঐ অর্দ্ধ সেনাপতি
মহাজন	...	...	শুম্ভের পুত্র
সায়ন	...	...	নিশুম্ভের পুত্র
রুদ্রদেব	...	...	ঋষি
মেধস্	...	...	মাতৃভক্ত
নীলাম্বর	...	...	ইন্দ্রপুত্র

—স্ত্রী—

মহামায়া, কামবালা, কালী।

চেতনা	...	...	দানব মহিষী
শুভ্রা	...	...	রুদ্রদেবের কন্যা

মুনিকন্যাগণ, দৈত্যকুমারীগণ ইত্যাদি।

শুম্ভ-নিশুম্ভ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নৈমিষারণ্য—আশ্রম

মুঁনিকন্যাগণ গাহিতেছিল

মুনিকন্যাগণ। গীত

জয় দুর্গতি হরা তারা।
জয় মা অম্বিকা পরাৎপরা॥
সৃষ্টিস্থিতি নাশিনী,
তুমিই বিশ্ব-পালিনী,
মহিমা তোমার ব্যাপ্ত বিশ্বভরা॥
মায়া মোহে বদ্ধ করে,
মুক্ত কর প্রভাধরে,
নিদান কালে হও মা তুমি সর্ব্ব দুঃখ হরা॥

[প্রস্থান।

রুদ্রদেবের প্রবেশ

রুদ্রদেব। ওঁ-হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।
ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

চন্দ্রদেবের প্রবেশ

চন্দ্র রক্ষা কর—রক্ষা কর ঋষি।
দুরন্ত দানব করে
পরাজিত দেবকুল,
আকুল উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে
তব পাশে আসিয়াছে আশ্রয় সন্ধানে।

রুদ্রদেব। নাহি তব ভয়।
আশ্রিত রক্ষণ ধর্ম্ম আমাদের।
বল, কোন্ দৈত্য
সুরপুর হতে বিতাড়িত করি
সর্ব্বহারা করিয়াছে তোমা সবাকারে?
কিবা নাম তার?
কোন বলে হয়ে বলীয়ান্
গরীয়ান অমৃত সন্তানগণে
পরাজিত করিয়াছে পুনরায় বলে

চন্দ্র। পিতা কশ্যপ ঔরষে
বিমাতা মোদের—
মনু-কন্যা দনু গর্ভে
জন্মিয়াছে দেব,
মহাবীর শুম্ভ আর নিশুম্ভ দানব
ব্রহ্মা বরে হয়ে বলীয়ান
দুই ভাই অমিত বিক্রম
সেনাপতি চণ্ড মুণ্ড
রক্তবীজে সাথে লয়ে—

অমরের স্বর্গধাম করি অধিকার
মহোল্লাসে আসিতেছে ধেয়ে
বন্দী করিবারে অমর প্রধানগণে।

রুদ্রদেব　নূতন এ নহে সোমদেব !
এই ভাবে বার বার
দেবতা দলিতে
দানবের আবিভাব ঘটিয়াছে
দেবতারি বরে ! কতবার
কত মহাসুর স্বরগের
সৌন্দর্য্য নাশিয়া
অত্যাচার নির্য্যাতনে
সৃষ্টিবুকে বহায়েছে অশ্রুর প্লাবন !

চন্দ্র।　বল ঋষি, মাঝে মাঝে
দেবতার ভাগ্যাকাশে
ধূমকেতু সম কেন হয় দানব উদয় ?

রুদ্রদেব।　উত্থান পতন জাগতিক নীতি।
চক্র আবর্ত্তনে আজ দানব নিকর
উঠিয়াছে সৌভাগ্যের চরম শিখরে।
পুনঃ চক্রের চালনে
নেমে যাবে অতলের তলে !

চন্দ্র।　কিন্তু একি অবিচার ঋষি ?
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সন্তান দেবতায়
ফেলিয়া জঘন্য হীন দানবের পায়
কেন হেন খেলা বিধাতার ?

রুদ্রদেব। হীন নহে সুর হতে অসুর প্রধান !
সুরগণে সৃজিয়া বিধাতা
অমরত্ব সনে স্বর্গ রাজ্য দিয়াছে তাদের।
আর অসুর,
নরজীব রূপে তারা লভিয়া জনম,
নিজ সাধনায় ব্রহ্মশাপে লভি বর
বীর্য্যবলে ত্রিভুবন করে অধিকার !

চন্দ্র। তুমি ঋষি মায়ের কৃপায়
দৈত্য হতে শত গুণে হও বলীয়ান।
এ ঘোর দুর্য্যোগ হতে
রক্ষা করি নির্য্যাতিত দেবগণে
বিশ্বমাঝে আপন শক্তির
পরিচয় দেহ মতিমান।

রুদ্রদেব। সর্ব্বশক্তি করি বিনিয়োগ
দৈত্য কর হতে
সতত রক্ষিব আমি দেবতা সমাজে।
কিন্তু শশধর !
কর্ম্ম গুণে আমা হতে
শতগুণে ভাগ্যবান অসুর প্রধান।
ইষ্ট দেবে তুষিবার তরে
সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দেয় ইষ্টের চরণে।

চন্দ্র। তাই বলে
দেবতার সর্ব্বস্ব হরণ করি,
দেবগণে ইচ্ছামত করিবে সে নির্য্যাতন ?

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। কেন সহে নির্য্যাতন দেবতা মণ্ডলী ?
শক্তি যদি থাকে,
থাকে যদি বীরত্বের অহঙ্কার
নরজীব দানবে দলিয়া
স্বর্গ রাজ্য কেন নাহি করে অধিকার !

রুদ্রদেব। কেবা তুমি ?

চণ্ড। প্রণাম চরণে ঋষি।
দীন আমি দাস আমি সম্রাট শুম্ভের।

রুদ্রদেব। কোন প্রয়োজনে হেথা আগমন তব ?

চণ্ড। সম্রাট আদেশে পরাজিত দেবগণে
বন্দী করিবারে,
আসিয়াছি আমি আজ
ঋষির আশ্রমে।

রুদ্রদেব। কোন অপরাধে অপরাধী নয় দেবগণ
অকারণ কেন বন্দী করিবে তাদের ?

চণ্ড। দাসত্বে বিকায়ে গেছে মনুষ্যত্ব মোর।
কারণ কি অকারণ সে বিচারে
নাহি মোর কোন অধিকার।

রুদ্রদেব। কি আদেশ করেছেন প্রভু তব শুনি।

চণ্ড। সম্রাটের এই আজ্ঞা,
পরাজিত দেবগণে
বন্দী করে নিয়ে এসো সম্মুখে আমার।

বায়ু বেগে স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল
করিয়া ভ্রমণ
এতক্ষণে পাইলাম চন্দ্রের সন্ধান।

রুদ্রদেব চন্দ্রদেব আশ্রিত আমার !
আমি তারে দিয়াছি অভয়,
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ
ততক্ষণ আশ্রিতেরে
কভু আমি করিব না ত্যাগ।

চণ্ড। দাস আমি সম্রাটের।
স্বজ্ঞানে দাসত্ব যাঁর করেছি স্বীকার
আমরণ আজ্ঞা তাঁর করিব পালন।

রুদ্রদেব পার যদি শান্তি পূর্ণ তপোবনে
অশান্তি সৃজিয়া,
ব্রহ্মরক্তে যজ্ঞানল করি নির্ব্বাপিত
বিশ্ব হতে মুছে দিয়ে
রুদ্র ঋষি নাম
চন্দ্রদেবে বন্দী করে নিয়ে যাও ত্বরা !

চণ্ড। হয় যদি প্রয়োজন
প্রভু আজ্ঞা করিতে পালন
ভুলে যাব ব্রহ্মর্ষির মান।
দানব কৃপাণে পুণ্য তপোবনে
ব্রহ্মরক্তে বহারে তটিনী
পরাজিত দেবতায়
বন্দী করে নিয়ে যাব সম্রাট সকাশে।

রুদ্রদেব। শক্তি থাকে হও আগুয়ান—

চন্দ্র। না—না ঋষি,
দৈত্য সনে বিবাদের নাহি প্রয়োজন।
অকলঙ্ক থাক তপোবন,
সানন্দে বন্দীত্ব আমি করিনু স্বীকার।

রুদ্রদেব। হে দেবতা,
একবার আশ্রয় দিয়াছি যারে
প্রাণান্তেও আমি তারে করিব না ত্যাগ।

চন্দ্র। মরজীব তুমি ঋষি,
কেন তুমি মোর তরে
দুরন্ত দানব করে দিতে যাবে প্রাণ?

চণ্ড। হে ব্রহ্মর্ষি!
কর জোড়ে করি অনুরোধ,
ছেড়ে দিয়ে পরাজিত দেবতায়
ব্রহ্মবধ মহাপাপ হতে
রক্ষা কর অধম কিঙ্করে।

রুদ্রদেব। সত্যাশ্রয়ী আমি।
সত্য রক্ষা তরে
আজীবন করিয়াছি কঠোর সাধনা!
ব্রহ্ম সত্য বাক্য সত্য
সত্য নিত্য নিরঞ্জন অন্তর্যামী নারায়ণ,
অন্তর হইতে করিয়াছে যবে বাক্য উচ্চারণ,
বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বস্ব আমার
সেই সত্যে সতত রক্ষিব আমি।

চণ্ড। তবে ক্ষমা কর ঋষি!
দাসত্বের মর্য্যাদা রাখিতে
দানব কৃপাণে ব্রহ্মরক্তে
রঞ্জিত হউক তবে পুণ্য তপোবন।

চেতনার প্রবেশ

চেতনা। সাবধান সেনাপতি।
অস্ত্র যদি তব
ব্রহ্মর্ষির পূত অঙ্গ করে পরশন
তবে এই শাণিত অসির ঘায়ে
সুনিশ্চয় মিশে যাবে
ধরণী ধূলায়!

চণ্ড। একি! দৈত্যরাণি!

রুদ্রদেব। আসিয়াছ মাতা তুমি সন্তানে রক্ষিতে?
আদিমাতা বুঝি পাঠায়েছে তোমা
এ ঘোর সঙ্কটে,
রক্ষিবারে অধম সন্তানে?

চেতনা। প্রণিপাত লহ ঋষি কন্যার তোমার।
তপোবন দর্শন কারণে আসি
দেখিনু হেথায়, ব্রহ্মর্ষির শিরে
উঠিয়াছে দানব কৃপাণ!

চণ্ড। মহারাণি, দানব ঘরণি!
সম্রাট শুম্ভের আজ্ঞা করিতে পালন
বাধা দিতে চাহ তুমি মোরে?

চেতনা। নহি শুধু রাণী
সহধর্ম্মিণী আমি দানব রাজের।
সত্য ধর্ম্ম রক্ষিতে তাঁহার
সতত জাগ্রত আমি প্রহরিণী তার।

চণ্ড। কিন্তু মাতা প্রভু আজ্ঞা মোর
বন্দী করিবারে পরাজিত দেবগণে!
ভৃত্য হয়ে আমি
কেমন লঙ্ঘিব বল আদেশ তাঁহার?

চেতনা। বল গিয়া প্রভুরে তোমার
অসমর্থ আমি আজ আদেশ পালিতে।

চণ্ড। সত্যাশ্রয়ী ঋষির আশ্রম হতে
ফিরে গিয়ে, মিথ্যা কথা
বলিব কেমনে?

রুদ্রদেব। না—না, মিথ্যা কভু করিও না উচ্চারণ।
সত্য রক্ষা তরে
আজীবন করিয়াছি ব্রহ্মের সাধনা।
সাধ্য মত অন্য কারো সত্য ধর্ম্মে
নাহি হব বাদী। শুধু অনুরোধ মোর
পরিহরি আশ্রিত জনায়
আমারেই বন্দী করি নিয়ে চল সম্রাট সকাশে।

চন্দ্র। তুমি ঋষি বন্দী হবে আমার লাগিয়া?

রুদ্রদেব। শুধু বন্দী কেন দেব,
আশ্রিত রক্ষায় হলে প্রয়োজন
নশ্বর জীবন মোর দিব বিসর্জ্জন।

চণ্ড। যাও দেব, মুক্ত তুমি !
তোমার মুক্তির তরে
ঋষি রুদ্রে পরাইনু দানব শৃঙ্খল।

(বন্দী করিতে অগ্রসর)

চেতনা। ক্ষান্ত হও সেনাপতি !
ব্রহ্মর্ষিরে কর যদি অপমান
নিমিষে দানব রাজ্য
ধ্বংস গর্ভে হয়ে যাবে লীন !
যদি ভাল চাও, মুক্তি দিয়া মহাজনে
পদে ধরি ক্ষমা চাও তুমি !

রুদ্রদেব। স্থির হও মাতা !
শুধু আশ্রিত রক্ষার তরে
স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব আমি করিনু স্বীকার !
চল সেনাপতি,
যথা ইচ্ছা লয়ে চল মোরে !

চন্দ্র। ঋষি ! পরার্থে জীবন দিতে
ভীত নহ তুমি ?

রুদ্রদেব। চন্দ্রদেব, ব্রহ্মের সাধনা করি
শিখিয়াছি আমি
পরার্থে জীবন দিলে সার্থক জনম।
সহস্র জীবন যদি থাকিত আমার,
সহস্র বারই আমি পরের লাগিয়া
সে জীবন করিতাম ত্যাগ।

[চণ্ডের সহিত প্রস্থান।

চন্দ্র। ঋষি! ঋষি! না—না!
ঋষি রুদ্রে বলি দিয়া
স্বর্গ মুক্তি নাহি চাই মোরা!
দাঁড়াও—দাঁড়াও সেনাপতি
মুক্ত করি মহাজ্ঞানী মহাজনে
আমারেই বন্দী করি
লয়ে চল দানব সকাশে।

চেতনা। নাহি তার প্রয়োজন।
শৌর্য্যে যার পরাজিত হয়ে
তপোবনে করিয়াছ আত্ম সঙ্গোপন
কেমনে সম্মুখে তুমি
দাঁড়াইবে তাঁর?
চমৎকার দেবের চরিত্র!
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে
ছলনায় সাধক ব্রাহ্মণে
দানব কবলে ফেলি,
দৈত্যকুলে ডুবাইয়া অতলের তলে
স্বর্গের মুক্তির রথ করিলে চালন।
কিন্তু জেনে রাখ দেব,
যতদিন দৈত্যকুলে
সতী সাধ্বী দৈত্য রাণী রহিবে জীবিত
ততদিন দেবতার সহস্র ছলনা হতে
সতত রক্ষিবে সেই স্বামীরে তাহার।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। সতী তুমি জানি মহারাণি।
তথাপিও দেবের চক্রান্ত হতে
পারিবে না স্বামীরে রক্ষিতে তব।
ঋষি কশ্যপের যমজ সন্তান এই
দানব সম্রাট ; সহোদর তার
পূর্ণ ক্রোধ অবতার !
কাম ক্রোধ দোঁহে মিশি
বিচার বিবেক সব দিয়া বিসর্জ্জন
আপনি আনিবে ডাকি ধ্বংস আপনার।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৈত্য পুরী

ধনুর্ব্বাণ হস্তে সায়ন ও আচার্য্য বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ

সায়ন। বল গুরু শিখিয়াছি সর্ব্ব বিদ্যা আমি।

ইন্দ্র। সর্ব্ব বিদ্যা শিখিয়াছ তুমি।
গদা আদি শূল ধনুর্ব্বাণ
সর্ব্ব বিদ্যা করায়ত্ব তব!

সায়ন। কৃপায় তোমার ধন্য হল
জীবন আমার!
দৈত্য রাজ্যমাঝে পিতা জ্যেষ্ঠতাত
আর সেনাপতিগণ ছাড়া
যথারীতি শস্ত্র শাস্ত্র
শিখে নাই কেহ!
আর শিখিবে কেমনে?
তোমাসম সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ গুরু
মেলে কি অদৃষ্টে?
হে আচার্য্য! তোমারি কৃপায় শুধু
শিখিনু সকলি।

ইন্দ্র। শিখায়েছি সর্ব্ববিদ্যা সাধ্যমত মোর।
কিন্তু আরও কিছু আছে শিখিবার।

সায়ন। বল গুরু কোন শাস্ত্র শিখাবে এবার ?
যাহা তুমি মোরে করিবে আদেশ
নত শিরে করিব পালন।

ইন্দ্র। গুরু আমি, শিষ্য তুমি।
তোমার মঙ্গল তরে করিয়াছি স্থির,
আজি তোমা মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেব আমি !

সায়ন। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেবে মোরে ?
শিখাও আমারে মাতৃপূজা তুমি।
জনমের পর হতে দেখিনি মায়েরে
পাই নাই কোনদিন স্নেহের আস্বাদ,
বড় ভালবাসি আমি
"মা" বলে ডাকিতে ।

ইন্দ্র। সত্য যদি মাতৃনাম ভালবাস তুমি,
তবে, আজি হতে গুরু দত্ত
"মা"-নামই যে ইষ্ট মন্ত্র তব।
বল-"মা-মা-মা—"।

সায়ন। গীত

মা ! মা ! মা !
এসো মঙ্গলময়ী মা।
দীন সন্তানে কর করুণা।
বিশ্ব তোমার মায়ায় মোহিত,
তুমি কর মোরে ত্রিগুণাতীত,
তোমাতে জননি লভিনু শরণ, ধন্য কর এ তুচ্ছ জীবন,
দেখাও তোমার গরিমা।

সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। আরে থামাও—থামাও, ওই মা বেটীর গান আগে থামাও। নইলে একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

সায়ন। মায়ের নাম কর্‌লে সর্ব্বনাশ হয় না ভাই!

সুগ্রীব। ও বাবা, এযে একেবারে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ! বলি বাপধন, তোমার বাপ-খুড়োর আদেশ শোননি বুঝি? দৈত্যরাজ্যে ওই মা বেটীর পূজো হবে না। এমন কি ও নামও কেউ মুখে আনতে পারবে না।

সায়ন। মায়ের ছেলে হয়ে মায়ের পূজো না করলে জীবনটাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সুগ্রীব। ও তুমি বুঝি ঠাকুরের কাছে ওই সব শিখছো; আপনি ত' ভাল নয় ঠাকুর। দৈত্যরাজ্যে দেবীপূজা নিষিদ্ধ জেনেও আপনি ছেলেটাকে ওই সব শেখাচ্ছেন?

ইন্দ্র। আমি কিছু শেখাইনি সুগ্রীব! সম্রাটের আদেশ মত সায়নকে আমি অস্ত্র বিদ্যাই শিখিয়েছি! দাও কুমার, তোমার অস্ত্র বিদ্যার পরীক্ষা দাও!

সায়ন। (তীর ধনুক ধরিলেন)

সুগ্রীব। থাক—থাক, আর পরীক্ষা দিতে হবে না। এখনও হাত পাকেনি। কোন্ দিকে ছুঁড়তে কোথায় ছুঁড়ে বসবে, শেষ পর্য্যন্ত নাকে মুখে লেগে হয়তো একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

সায়ন। না সুগ্রীব আমায় তুমি অত কাঁচা মনে করনা!

সুগ্রীব। না তা মনে করব কেন! তুমি যে একটি আস্ত পরশুরাম।

সায়ন। ও আমার কথা বিশ্বাস হলনা বুঝি? তবে এই আমার তীর ছুটলো।

সুগ্রীব। আরে থাম—থাম! দাঁড়িয়ে দেখছ কি ঠাকুর ছেলেটাকে থামাও! ফস্ করে লেগে গেলে যে মস্ত কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

ইন্দ্র। এই সাহস নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাও।

মুণ্ডের প্রবেশ

মুণ্ড। কি হয়েছে সুগ্রীব?

সুগ্রীব। আসুন—আসুন! এখুনি সর্ব্বনাশ হয়ে যেত!

মুণ্ড। কেন কি হয়েছে ?

সুগ্রীব। আপনি দয়া করে না এলে আমার পৈত্রিক প্রাণটা উড়ে যেত!

মুণ্ড। তোমার মত বুদ্ধিমানকে যে মারবে, সে এখনও মাতৃগর্ভে।

সুগ্রীব। সে অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়ে গেছে! যা দেখছি সে বড় ভয়ানক ব্যাপার!

মুণ্ড। কি দেখছ?

সুগ্রীব। সম্রাট এই ব্রাহ্মণকে কুমারের অস্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন! উনি অস্ত্র শিক্ষার বদলে কুমারকে "মা"য়ের নাম গান শেখাচ্ছেন!

মুণ্ড। সেকি! দৈত্যরাজ্যে মাতৃপূজা নিষিদ্ধ জেনেও, কেন আপনি কুমারকে মাতৃনাম শেখাচ্ছেন?

ইন্দ্র। মাতৃনাম শেখাইনি সেনাপতি! কুমারকে আমি অস্ত্র বিদ্যাই শেখাচ্ছিলুম! কিন্তু মাতৃহারা কুমার, একবার মাকে ডাকতে চাইল তাই—

মুণ্ড। তাই সম্রাটের আদেশ অমান্য করে অস্ত্র শিক্ষার বদলে আপনি ওকে মাতৃনাম শেখাচ্ছিলেন, কেমন; আপনার এই ঔদ্ধত্যের জন্য সম্রাটের কাছে আপনাকে শাস্তি নিতে হবে!

ইন্দ্র। আমি কোন অন্যায় করিনি। কাজেই সম্রাট আমায় শাস্তি দিতে পারেন না।

সুগ্রীব। চমৎকার! আপনার বুদ্ধি দেখছি আমার চেয়েও পাকা। গুরুতর অপরাধ করে কথার প্যাঁচে তাকে বেমালুম উড়িয়ে দিতে চান? দেখুন এ বড় বেয়াড়া দেশ, এখানে বেশী প্যাঁচ কষতে গেলে শূলে যেতে হয়।

সায়ন। না—না, গুরুদেবকে শূলে দেবেন না।

মুণ্ড। তুমি অজ্ঞান বালক, উনি শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ! সম্রাটের নিষেধ সত্ত্বেও আপনি মাতৃনাম শিখিয়েছেন। মহামান্য সম্রাটের কাছে এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে!

ইন্দ্র। চলুন। তবে আমায় মিছামিছি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি কোন অন্যায় কবিনি।

সুগ্রীব। অন্যায় না করলেও কবেছেন।

ইন্দ্র। কি রকম?

সুগ্রীব। বুঝতে পাচ্ছেন না? সেনাপতি যখন নিজে ছুটে এসেছেন, তখন অন্যায় না করলেও আপনার অন্যায় হয়েছে বলতেই হবে। নইলে সেনাপতির নাম থাকবে কেন?

ইন্দ্র। এইবাব বুঝতে পাচ্ছি। দৈত্যগণের নিয়ম কানুন গুলো ঠিক জানা ছিলনা কি না। আচ্ছা তবে চলুন সেনাপতি মশায়। তবে—

মুণ্ড। আবার তবে কি?

ইন্দ্র। না, তেমন কিছু নয়। এই আমায় শিক্ষা দেবার সময়। এখন আমি শিক্ষা বন্ধ করে আপনার সঙ্গে গেলে সম্রাট যদি আপত্তি করেন—?

সুগ্রীব। ভাল চাল চেলেছেন মশাই! মানে কথার প্যাঁচে আমাদের কথাগুলো আপনি একেবারে কাণেই তুলছেন না? সেনাপতি মশাই, উনি যদি সহজে না যান তবে বেঁধে নিয়ে আসুন। আমি তত-ক্ষণ শূল প্রস্তুত করে রাখি! সম্রাট আদেশ দিলেই শূলে চাপিয়ে একেবারে সবষে ফুল দেখিয়ে দেব।

ইন্দ্র। আচ্ছা, ইনি ত সেনাপতি। আপনি—?

সুগ্রীব। আমি অর্দ্ধ সেনাপতি।

ইন্দ্র। অর্দ্ধ সেনাপতি! গৌরবের পদ বটে। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না।

সুগ্রীব। নিশ্চয়ই মনে করব। এবারের মত ক্ষমা করলুম। ভবিষ্যতে সাবধান।

[প্রস্থান।

সায়ন। গুরুদেব! আমার জন্য এরা আপনাকে শাস্তি দেবে?

ইন্দ্র। শাস্তি যদি ভাগ্যে থাকে নিতেই হবে।

মুণ্ড। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

ইন্দ্র। সম্রাটের বিনা আদেশে, কি করে যাই বলুন।

মুণ্ড। স্বেচ্ছায় যদি না যান, জোর করে নিয়ে যাব।

ইন্দ্র। আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন! নাও কুমার ধনুক ধর। আজ আমি তোমায় ঐশিক শর সন্ধান শিক্ষা দেব!

মুণ্ড। আমার সঙ্গে যাবেন কিনা বলুন?

ইন্দ্র। আঃ! শিক্ষা দেবার সময় কেন আপনি বাধা দিচ্ছেন? শোন কুমার! ঐশিক শর সন্ধানে প্রথম প্রয়োজন হয়—

মুণ্ড। আমার আদেশ শুনবেন কি না?

ইন্দ্র। ঐশিক শর সন্ধান হচ্ছে—

মুণ্ড। আমায় এই ভাবে অপমান করলে আমি আপনাকে হত্যা করব। (তরবারি বাহির করিলেন)

ইন্দ্র। বেশ, আপনি আমাকে হত্যা করতে থাকুন, আমি ততক্ষণ এই বালককে শিক্ষা দিই। হ্যাঁ, আগে এইভাবে ধনুক ধর।

মুণ্ড। তবে এই অস্ত্রাঘাতে আপনার ইহলীলা শেষ হয়ে যাক—(ইন্দ্রকে অস্ত্রাঘাত করিলেন)

ইন্দ্র। আহা, আপনার তরবারি ভেঙ্গে গেল? আর একখানা নিয়ে আসুন।

মুণ্ড। কে? কে আপনি ব্রাহ্মণ! দৈত্য সেনাপতি মুণ্ডের অস্ত্র যাঁর অঙ্গ থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে! কে—কে আপনি?

ইন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণ—আমি ঋষি।

মুণ্ড। না—না, আপনি ব্রাহ্মণ নন—ঋষি নন—মানব নন—আপনি দেবতা!

ইন্দ্র। এ আপনার ভ্রান্ত ধারণা।

মুণ্ড। ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত আমি তার প্রমাণ দেব! আচার্য্যের ছদ্মবেশে কুমারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করে আপনি সম্রাটকে প্রতারিত করেছেন! সেজন্য আপনাকে শাস্তি নিতে হবে। আর সম্রাটের আদেশে আমিই দেব সে শাস্তি!

[প্রস্থান।

সায়ন। গুরুদেব! আমার জন্যই আপনার এই বিপদ। আপনি আমায় ত্যাগ করে চলে যান!

ইন্দ্র। তা হয়না কুমার! আমি যদি তোমায় ত্যাগ করে যাই, তোমায় বিপদে পড়তে হবে! মাতৃহারা সন্তান তুমি! তোমার জন্যই আমার চিন্তা! আমি তোমার গুরু! তুমি আমার শিষ্য, পুত্র তুল্য!

তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। তাই আমার যত বিপদই হোক, আমি তোমায় ত্যাগ করতে পারব না কুমার!

সায়ন। তাহলে উপায়?

ইন্দ্র। এক কাজ করলে সব দিক রক্ষা হবে!

সায়ন। কি?

ইন্দ্র। তুমি যদি আমায় সঙ্গে ঋষির আশ্রমে যাও!

সায়ন। কোথায় সে আশ্রম?

ইন্দ্র। হিমালয়ের গুপ্তগিরি গুহায়! স্বার্থের কোলাহল শুনতে হবেনা! দৈত্যের রণ হুঙ্কার সেখানে পৌঁছবে না। নীরবে নিশ্চিন্তে সর্ব্বদাই জ্যোর্তিময়ী জগৎজননীর রূপ ধ্যান করতে পারবে! যাবে বৎস, যাবে সেখানে?

সায়ন। যাব গুরু—

ইন্দ্র। তবে এসো, এখুনি আমরা দৈত্যরাজ্যের সীমা পার হয়ে যাই! (স্বগত) শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

[সায়নকে লইয়া প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম

শুভ্রার প্রবেশ

শুভ্রা। কে? কে আমায় ডাকলে? কই—কেউ ত নেই! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখলুম? আর স্বপ্নই বা বলি কি করে? প্রতি রাত্রেই যে আমি তাঁকে দেখতে পাই! পিতা যে রূপটি বর্ণনা করেছিলেন অবিকল সেই রূপ! সেই মুখ—সেই নাক—সেই চোখ—

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। রূপ বর্ণনা স্থগিত রেখে, আমার সঙ্গে এস।

শুভ্রা। কোথায়?

চন্দ্র। স্বর্গে—

শুভ্রা। কেন?

চন্দ্র। আত্মরক্ষা করতে।

শুভ্রা। অর্থাৎ ভয়ে পালিয়ে যেতে হবে? কিন্তু কার ভয়ে পালাব?

চন্দ্র। দানব সম্রাট শুম্ভের সেনাপতি তোমায় বন্দী করতে আসছে!

শুভ্রা। আমি স্বর্গের দেবী নই, তবু কেন দানব সম্রাট আমায় বন্দী করতে চায়?

চন্দ্র। তোমার রূপের খ্যাতি শুনে সম্রাট শুম্ভ তোমায় দেখতে চান।

শুভ্রা। বেশ ত দেখুন না। দেখলে ত ক্ষয়ে যাব না।

চন্দ্র। আ-হা এ দেখা সে দেখা নয়। একটু বিশেষ রকম দেখা। দানব সম্রাট একবার যদি তোমায় দেখে তাহলে আর ছেড়ে দেবে না।

শুভ্রা। গিলবে না কি?

চন্দ্র। সে এক রকম তাই, তোমার মত শত সহস্র রূপসীকে সে দাসী করে রেখেছে!

শুভ্রা। আমায় তাহলে দাসী করবে না—

চন্দ্র। তুমি অপূর্ব্ব সুন্দরী! তোমার রূপ জ্যোতি দেখে কিছুতেই সে তোমায় ছেড়ে দেবে না।

শুভ্রা। কিন্তু আমায় ধরে রাখতেও ত পারবে না।

চন্দ্র। তার অসাধ্য কিছু নেই। তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো।

শুভ্রা। আশ্রমের চারিদিকে দৈত্য সৈন্যগণ প্রহরা দিচ্ছে, তাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কি করে আপনি আমায় নিয়ে যাবেন!

চন্দ্র। তোমায় নিয়ে আমি শূন্য পথে যাব।

মহাজনের প্রবেশ

মহাজন। পথ নেই।

চন্দ্র। কে তুমি?

মহাজন। তোমার শত্রু! তুমি দেবতা, আমি দানব। তুমি বিজিত আমি বিজেতা! তুমি অমর, আমি মর। প্রতি ক্ষেত্রেই আমি তোমার বিপরীত।

শুভ্রা। তুমি কি আমাদের আশ্রম অধিকার করতে চাও?

মহাজন। না! পিতার আদেশে পরাজিত দেবতাদের বন্দী করতে এসেছি! চন্দ্রদেব! তুমিও আমার বন্দী।

চন্দ্র। কিন্তু বিনা যুদ্ধে আমি তোমার বন্দীত্ব স্বীকার করব না দানব।

মহাজন। বেশ, যুদ্ধে পরাজিত করেই আমি তোমায় বন্দী করব। কিন্তু যুদ্ধের প্রযোজন কোথায় দেখতে পাচ্ছি না। স্বর্গ অধিকারের সময় একবার তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে সবাহিনী তোমরা পরাজিত হয়ে সসম্মানে পশ্চাদ অপসরণ করেছিলে। তাই আমার মনে হয়, এবার যুদ্ধের কৌশল না দেখিয়ে বিনা প্রতিবাদে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করলেই ভাল হত।

চন্দ্র। সাবধান বর্ব্বর দানব! একবার তোমাদের কাছে পরাজিত হয়েছি সত্য, তাই বলে চিরদিন আমরা তোমাদের পায়ের তলায় থাকব না।

মহাজন। আমরা শক্তিশালী দৈত্য, আর তোমরা দুর্ব্বল দেবতা, তাই আমাদের কবল থেকে তোমাদের মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই!

চন্দ্র। জগতে চিরদিন কারও সমান যায় না দৈত্যকুমার! উত্থান পতন এযে জগতেরই রীতি। আজ আমরা পড়েছি, কাল আবার উঠব।

মহাজন। যখন উঠবে, তখন আমাকেই তুমি বন্দী করো। এখন এস আমার সঙ্গে!

চন্দ্র। আমার হাতে অস্ত্র থাকতে আমি তোমার সঙ্গে যাব না;

মহাজন। একবার আমাদের পরাক্রম দেখে বুঝি তৃপ্তি পাওনি? আবার দেখতে চাও, দেখ আমি প্রস্তুত।

চন্দ্র। এই অস্ত্রাঘাতেই তোমার জঘন্য দানব জীবনের অবসান হোক। (উভয়ের যুদ্ধ)

নীলাম্বরের প্রবেশ

নীলাম্বর। থাক, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই চন্দ্রদেব। এই সেদিন মাত্র মীমাংসা হয়ে গেছে, ওরা বিজেতা, আমরা বিজিত। অস্ত্র কোষ বদ্ধ করুন চন্দ্রদেব। পিতা আপনাকে হিমালয়ে যেতে বলেছেন।

মহাজন। তাই না কি? এদিকে যে পিতা ওদের বন্দী করে কারগারে নিয়ে যেতে বলেছেন।

নীলাম্বর। বলেছেন ভালই করেছেন। বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজনে চন্দ্রদেবকে আমার পিতার আদেশই পালন করতে হবে।

মহাজন। তা হয় না দেবকুমার, আমার সঙ্গে ওঁকে বন্দী হয়ে দানব কারাগারে যেতে হবে।

নীলাম্বর। তুমি জান না দেবকুমার, কিছুক্ষণ আগে দৈত্য সেনাপতি চণ্ডাসুর চন্দ্রদেবকে মুক্তি দিয়ে গেছে, আর বিনিময়ে ঋষি রুদ্রদেবকে বন্দী করে নিয়ে গেছে!

মহাজন। রুদ্রদেব বন্দী?

শুভ্রা। পিতা বন্দী!

নীলাম্বর। হ্যাঁ, তোমার পিতাকে দৈত্য সেনাপতি বন্দী করে নিয়ে গেছে!

শুভ্রা। আমি যাব, পিতাকে মুক্ত করে আনব।

মহাজন। তুমি না বললেও তোমাকে আমি নিয়ে যেতুম। এস।

চন্দ্র। না—না, সম্রাট শুম্ভের সামনে তুমি যেও না। যে মুহূর্ত্তে সে তোমার ওই অপরূপ রূপ লাবণ্য দেখবে সেই মুহূর্ত্তেই তোমার সতীত্বের গৌরব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

মহাজন। মিথ্যাকথা! পিতা বিশ্বজয়ী সম্রাট! তিনি কখনও নারী নির্য্যাতন করতে পারেন না!

চন্দ্র। আমি এই নারীকে নিয়ে যেতে দেব না।

মহাজন। এই জ্যোতির্ম্ময়ী নারীর সাহায্যে আমিও তোমাদের জয়ী হতে দেব না! এই সতীর মাঝেই তোমরা পরমাপ্রকৃতিকে জাগিয়ে দানবের মৃত্যুবাণ সৃষ্টি করতে চাও।

শুভ্রা। তুমি কি আমায় দৈত্য কারাগারে বন্দী করে রাখতে চাও!

মহাজন। না, তোমায় মন্দিরে বসিয়ে আমি তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে চাই!

চন্দ্র। সাবধান বালিকা, ছলনায় ভুলে সাধ করে নিজের অমঙ্গল ডেকে এনো না!

শুভ্রা। কোন্ অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে বিধাতা মঙ্গল সৃষ্টি করেন, কেউ তা বলতে পারেনা দেবতা। চল দৈত্যকুমার, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

মহাজন। এসো।

চন্দ্র। আমি কিছুতেই এই বালিকাকে নিয়ে যেতে দেবনা।

মহাজন। সাবধান! শক্তিবলে তোমরা আমায় বাধা দিতে পারবে না! এসো বালিকা।

[শুভ্রার সহিত প্রস্থান।

চন্দ্র। না—না, ওই পবিত্র মাতৃমূর্ত্তিকে আমি দৈত্যের বন্দিনী হতে দেবনা!

নীলাম্বর। বালিকাকে যেতে দিন চন্দ্রদেব!

চন্দ্র। ওকে ছেড়ে দিলে আর কোনদিনই আমরা মুক্তি পাবনা নীলাম্বর!

নীলাম্বর। পাবেন, সেইজন্যই পিতা আপনাকে হিমালয়ে যেতে বলেছেন!

চন্দ্র। হিমালয়ে গিয়ে কি হবে?

নীলাম্বর। সে কথা বলেন নি। তবে বলেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভকে ধ্বংস করবার জন্য তিনি এক অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করেছেন! সেই সম্পদ তিনি আপনার কাছে গচ্ছিত রাখতে চান। যদি শুম্ভ-নিশুম্ভকে ধ্বংস করে মাতৃভূমি উদ্ধার করতে চান, তবে এখুনি হিমালয়ে গিয়ে পিতাকে সাহায্য করুন!

চন্দ্র। কিন্তু ওই করুণাময়ী ঋষি-কন্যা।

নীলাম্বর। সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবেনা। পিতা তাঁর রাজ্য উদ্ধারের জন্য যা ভাল মনে করেন তাই করবেন। আপনারা শুধু তাঁকে সাহায্য করুন।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। দেবরাজ এমন কি সম্পদ লাভ করেছেন যাতে দুরন্ত দানব শুম্ভ-নিশুম্ভ ধ্বংস হতে পারে; হ্যাঁ—হ্যাঁ পারে। এক অস্ত্র আছে সেই অস্ত্র যদি হাতে পান, তবে শুম্ভ-নিশুম্ভ সহ সমস্ত দৈত্যরাজ্য রসাতলে চলে যাবে।

[প্রস্থান.

চতুর্থ দৃশ্য

দৈত্যপুরী রাজসভা

শুম্ভ আসীন নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

নর্ত্তকীগণ। গীত

এলো প্লাবন।
বসন্ত হিল্লোলে উন্মনা যৌবন॥
নয়নে নয়ন মিলাও,
হৃদয়ে হৃদয় দাও,
অধরে দাও প্রিয় মধু চুম্বন!
নিভৃত এ নিরালায়,
এস থাকি দুজনায়,
শাশ্বত হক বাহু বন্ধন॥

শুম্ভ। অতি অপরূপ নৃত্যগীত।
চমৎকার সুললিত কণ্ঠের ঝঙ্কার

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। হে সম্রাট!
তব পদে আছে নিবেদন।

শুম্ভ। ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
সুন্দরীগণ! যাও এবে
উদ্যান আবাসে!

রাজকার্য্য শেষে
পুনঃ সবে করিব স্মরণ।

[নর্ত্তকীগণের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

বল সেনাপতি
পরাজিত ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবনে
বন্দী করি আনিয়াছ দানব কাবায় ?

চণ্ড। না সম্রাট। দৈত্যভয়ে ভীত
পবাজিত ইন্দ্র যম বরুণ পবন
নাহি জানি লুকায়েছে
কোথা কোন নিভৃত গুহায়,
শুধুমাত্র শশাঙ্কের পেয়েছি সন্ধান।

শুম্ভ। কোথায় শশাঙ্ক।
লয়ে এসো তারে সম্মুখে আমার !

রুদ্রদেবের প্রবেশ

রুদ্রদেব। চন্দ্রদেব আসে নাই রাজা !
দৈত্যভয়ে ভীত দেবতায়
আমার আশ্রমে আমি দিয়াছি আশ্রয়।
সেই অপবাধে বন্দী হয়ে আসিয়াছি
তব রাজপুরে। হে সম্রাট !
বন্দী প্রতি দণ্ড তব করহ ঘোষণা।

শুম্ভ। গুরু অপরাধ তুমি করিয়াছ ঋষি।
তবু তুমি দেশপূজ্য ব্রাহ্মণ তনয়,
প্রথম এ অপরাধ করিলাম ক্ষমা,

সেনাপতি চণ্ড,
মুক্ত করি ঋষি রুদ্রে
বন্দী করে আন ত্বরা
পলায়িত চন্দ্রদেবে।

রুদ্রদেব। হে সম্রাট!
দৈত্যভয়ে ভীত দেবতায়
অভয় দানিয়া আশ্রয় দিয়াছি যবে
শান্তিপূর্ণ পুণ্য তপোবনে,
দৈত্যকরে আর নাহি তুলে দিব তারে।

শুম্ভ। শুন ঋষি! দেব দৈত্য
বিবাদের মাঝে স্বেচ্ছায় গলায়ে মাথা
অমঙ্গলে করিও না আবাহন।

রুদ্রদেব। অমঙ্গল সাধিবার
ইচ্ছা যদি হয় শুভঙ্করী মায়ের আমার
তুমি আমি বাধা দিতে পারিব না তায়!

শুম্ভ। কেন তুমি দেব-দৈত্য বিবাদের মাঝে
কর হস্তক্ষেপ?

রুদ্রদেব। দেব-দৈত্য নাহি জানি রাজা।
আশ্রিত রক্ষায় শুধু
আপন কর্ত্তব্য আমি করেছি পালন!

শুম্ভ। কর্ত্তব্য তোমার হয়ে গেছে শেষ?

রুদ্রদেব। হ্যাঁ রাজন, হইয়াছে শেষ।

শুম্ভ। সেনাপতি চণ্ড!
পরাক্রান্ত দানব সেনানী লয়ে

আক্রমণ করি পুণ্য তপোবন
চন্দ্রদেবে বন্দী করি লয়ে এসো ত্বরা।

চণ্ড। শুন ঋষি! কহি শেষবার,
ত্বরা করি ফিরে দাও চন্দ্রদেবে তুমি!
নহে শান্তিপূর্ণ তপোবনে তব
প্রজ্বলিত হবে হুতাশন।

রুদ্র। ক্ষণেক দাঁড়াও, সেনাপতি!
হে সম্রাট!
ত্রিদিব ঈশ্বর তুমি!
স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল করিয়াছ জয়।
পরাক্রমে তব পরাজিত দেবগণ
ভয়ে সবে করিয়াছে আত্মসঙ্গোপন।
পুনঃ কেন ধরে আনি সবে
চাহ তুমি বন্দী করিবারে?

শুম্ভ। সত্যদ্রষ্টা ঋষি,
জান তুমি, দেব দৈত্য
একই পিতার দুইটি সন্তান!
একজন স্বর্গসুখ করে উপভোগ,
সুখের দ্বাদশ রবি দেয় তারে আলো
পারিজাত সমীরণ চামর দোলায়।
আর একজন পড়ে থাকে দুঃখময় মর্ত্ত্যের ধূলায়।
এই শক্তিশালী দৈত্যের সাহায্যে
অতল বিশাল সিন্ধু করিয়া মন্থন
অমৃত তুলিয়া

ছলনায় বঞ্চিত করিয়া দৈত্যে
সেই অমৃত করিয়া পান
দেবগণ সৃষ্টি মাঝে হইল অমর !
আর যাদের সাহায্যে
উত্তাল সাগর হতে উঠিল অমৃত,
চির উপেক্ষিত হয়ে
পড়ে রবে তারা
দেবতার পায়ের তলায় !

রুদ্রদেব　কেন রবে পায়ের তলায় ?
নিজ সাধনায়
ব্রহ্মাবরে হয়ে বলীয়ান
স্বর্গরাজ্য করিয়াছ জয়।
এইবার চিরতরে
স্বর্গ সুখ কর উপভোগ !

চণ্ড।　দেবতার ছলনায় মর জীব মোরা।
চিরতরে স্বর্গ সুখ
কেমনে সম্ভব ঋষি ?

রুদ্রদেব।　ধর্ম্ম পদে মতি রাখি
কর্ম্ম কর যদি,
চিরদিন সৃষ্টি মাঝে হইবে অমর।
শুধু অনুরোধ মোর
পরাজিত দেবগণে ধরে আনি
করিও না আর নির্য্যাতন।

শুম্ভ　চাহিনা করিতে নির্য্যাতন।

রুদ্রদেব। কেন তবে
কারারুদ্ধ করিবারে চাও ?

শুম্ভ। কারার বাহিরে যদি থাকে দেবগণ
অচিরাৎ দানব জীবনে সন্ধ্যা
আসিবে নামিয়া।
তাই চাই, দেবগণে বন্দী করি
দানবেরে দাসত্ব করায়ে
চিরকাল রেখে দিব দানব আলয়ে,

রুদ্রদেব। জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চিরদিন !
সেই শ্রেষ্ঠে দাসত্ব করায়ে
কেন হবে পাপে নিমগন ?

শুম্ভ। এর নাম পাপ ? হা-হা-হা-হা !
আর ছলনায় কনিষ্ঠে বঞ্চিত করি
জ্যেষ্ঠের সর্ব্বস্ব হরণ বুঝি
মহাপুণ্য ধর্ম্ম ? থাক ঋষি,
তর্কে আর নাহি প্রয়োজন।
পরাজিত চন্দ্রদেবে মম করে
করিবে কি না করিবে সমর্পণ ?

রুদ্রদেব। না রাজন !
শত অনুরোধে তব
আশ্রিত জনেরে কভু
করিবনা ত্যাগ।

শুম্ভ। কহি শেষবার
চন্দ্রদেবে ফিরে দাও ঋষি !

রুদ্রদেব। নাহি দিব ফিরে।

শুম্ভ। সেনাপতি চণ্ড!
বন্দী করি বিদ্রোহী ঋষিরে
অবিরাম কর কশাঘাত!
ওকি—ওকি! কে যেন কহিছে মোরে,
...না—না, ব্রহ্মর্ষি রুদ্রদেব ;
তাহারে করিলে নির্য্যাতন
নিমেষেই দানব গৌরবরবি যাবে অস্তাচলে!
বল, বল হে অন্তরতম,
কিবা এবে কর্ত্তব্য আমার?

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। গীত

মুক্তি দাও মুক্ত জনে।
শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদনে॥
ঋষির আশীষ মাথায় তুলে,
হিংসা দ্বেষ যারে ভুলে,
সব তেয়াগি অনুরাগী হও সে রাতুল শ্রীচরণে।

শুম্ভ। কেবা তুমি?
আচম্বিতে উপনীত হয়ে
খুলে দিলে মোর রুদ্ধ অন্তর দুয়ার?
বল—বল কেবা তুমি?
(নারায়ণের দিকে অগ্রসর)
হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়ে!

সুমেরু শিখরে বসি
করেছিনু ব্রহ্মের সাধনা
সেইকালে,—
ওই অপরূপ রূপ হেরিয়া নয়নে
রাতুল চরণে সর্ব্বস্ব করিয়া দান
পেয়েছিনু পূর্ণ ব্রহ্ম দরশন !
ব্রহ্ম পাশে লভি বর
মহোল্লাসে পশি মায়ার কারায়
ভুলিয়া ব্রহ্মের নাম
ভুলি ইষ্ট দেবতায়
আত্মসুখে মত্ত হয়ে
মোহ ঘোরে ছুটিয়াছি
জ্যেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠত্ব লভিতে !

নারায়ণ। গীত

জ্যেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ হও আপন সাধন বলে,
ভোগ লালসায় মগ্ন কেন, মুগ্ধ মায়ার ছলে ?
ভোল কেন আপনজনে,
আঁকড়ে থাক মরণপণে,
তোমার হৃদয় দ্বারে দ্বারা হরি রহবে প্রতিপলে।

শুম্ভ। দাঁড়াও—দাঁড়াও দেব।
কৃপা করি আসিয়াছ যদি
দীনের ভবনে,
যথা শক্তি পাদ্য অর্ঘ্য
লয়ে যাও মোর।

নারায়ণ। পাদ্য অর্ঘ্যে নাহি প্রয়োজন।
ভক্তি ডোরে বাঁধা থাকি
ভক্তের অন্তরে!
মায়া মোহ ষড় রিপু হতে
মুক্তি যদি চাও
ইষ্টদেব ভুলনাক কভু!

[প্রস্থান।

শুম্ভ। না—না ভুলিব না ইষ্ট দেবে।
ভুলিব না সেই অপরূপ-রূপ
ভুলিব না অনন্ত-মাহাত্ম্য তাঁর!
দারা পুত্র পরিবার কেবা কার?
অসার সংসার! যাও ঋষি, মুক্ত তুমি!
ক্ষমি মোর সর্ব্ব অপরাধ
দয়া করি দিয়ে যাও শিরে মোর
পুণ্য পদধূলি!

রুদ্র। সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমি তব
সানন্দে করিনু আশীর্ব্বাদ।
হে বীর সাধক—
ব্রহ্মপদে মতি রাখি
ধর্ম্ম কর্ম্মে হও আগুয়ান।
মিথ্যা মায়া মোহে
আত্মাসনে করি প্রবঞ্চনা
সুকঠোর সাধনা অর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান তব
দিওনাক বিসর্জ্জন! [প্রস্থান।

শুম্ভ। না—না, সাধনা অর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানে
নাহি দিব বিসর্জ্জন!
আজি খুলে গেছে জ্ঞান আঁখি মোর!
আমারে চিনেছি আমি!
সেনাপতি চণ্ড!
ডেকে আন ত্বরা ভাই নিশুম্ভেরে!
ফিরে দিয়ে দেবতার স্বর্গরাজ্য
খুলে ফেলি রাজবেশ,
রাজ-ভোগ করি পরিত্যাগ,
ছিঁড়ে ফেলি মায়ার বাঁধন,
মুক্তির সন্ধান তরে,
দুই ভায়ে যাব মোরা
সুমেরু শিখরে।

দ্রুত সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। হে সম্রাট!
ঘটিয়াছে মহাসর্ব্বনাশ।
সায়ন কুমার
প্রাসাদ হইতে
হইয়াছে অন্তর্হিত।

শুম্ভ। সেকি!

সুগ্রীব। সত্য মহারাজ।

শুম্ভ। শুম্ভ-নিশুম্ভ এক আত্মায়
দুই দেহে বিরাজে ধরায়!

সেই নিশুম্ভ তনয়
সহসা প্রাসাদ হতে হল অন্তর্হিত ?
যাও সেনাপতি,
রক্তবীজ মহাজনে সাথে লয়ে
ত্রিভুবনে খুঁজে দেখ
কোথা আছে সায়ন কুমার !
যদি লুকাইয়া রাখে কেহ
নিমেষে দলিত করি তারে
শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া
ফেলে দিবে প্রলয়ের কোলে ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

ছদ্মবেশী ইন্দ্র ও সায়নের প্রবেশ

সায়ন। আর কত দূর আচার্য্য ?

ইন্দ্র। আর বেশীদূর নয় বৎস ! ওই তোমাব সাধনার যোগ্য স্থান। ওই পার্ব্বত্যগুহায় বসে একমনে মাকে ডাক।

সায়ন। মাকে ডাকলেই তাঁর দেখা পাব ?

ইন্দ্র। একমনে ডাকতে পারলেই পাবে। যাও ঐখানে বসে মাকে ডাক !

সায়ন। আপনি কোথায় যাবেন ?

ইন্দ্র। তোমার জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব।

সায়ন। না, সে হবে না ! আপনি চলে গেলে আমি একা থাকতে পারব না। আমার বড্ড ভয় করবে !

ইন্দ্র। একা তোমায় থাকতে হবে না বৎস ! আমি উপযুক্ত রক্ষী রেখে যাব ! যদি মাকে দেখতে চাও, মায়েব করুণা লাভ করতে চাও, অবিরাম মায়ের আগমনী গাও !

সায়ন। গীত

করুণাময়ি হররমা,
মোর অধিকার অপরাধ করা, তুমি শুধু কর ক্ষমা ॥

তোমার করুণা পরশে
পূর্ণ কর মা হরষে ;
মা।হারা আমার তাপিত জীবন, দূর কর চির অমা ॥

ইন্দ্র। যাও বৎস! ওই নির্জ্জন গুহায় বসে একমনে মাকে ডাক!

সায়ন। কই মা? কোথা মা? এ অভাগা সন্তানে দেখা দে মা।

[প্রস্থান।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। ও কে দেবরাজ?

ইন্দ্র। নিশুম্ভ পুত্র সায়ন।

চন্দ্র। এখানে এলো কি করে?

ইন্দ্র। আমি এনেছি।

চন্দ্র। কেন?

ইন্দ্র। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিতে।

চন্দ্র। মহিষাসুর বধের পর দৈত্যরাজ্যে মাতৃ পূজা নিষিদ্ধ—

ইন্দ্র। তাইতো ওই বালককে আমি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করতে চাই। কিন্তু দেবতাদের সংবাদ কি চন্দ্র?

চন্দ্র। আমায় আশ্রয় দিয়ে রুদ্রদেব দানবের বন্দিত্ব স্বীকার করেছে!

ইন্দ্র। তাহলে তোমার কপট আশ্রয় সার্থক হয়েছে?

চন্দ্র। হয়েছে! কিন্তু নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে নির্য্যাতন করালে কি আমাদের মঙ্গল হবে?

ইন্দ্র। মঙ্গল অমঙ্গল জানি না; জানি শুধু দেবতার জয়।

চন্দ্র। দেবতাকে জয়ী করতে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হবে?

ইন্দ্র। মাতৃভূমিকে দৈত্যের কবল মুক্ত করতে আমি সহস্র অন্যায় করতে প্রস্তুত!

চন্দ্র। কিন্তু ওই বালককে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

ইন্দ্র। ওই বালককে দিয়েই আমি দানব স্মরনাস্ত্র তৈরী করব!

চন্দ্র। দৈত্যপুরী থেকে বালকের অন্তর্দ্ধান যখন শুম্ভ-নিশুম্ভ জানতে পারবে তখন যে ত্রিদিব প্রকম্পিত করবে।

ইন্দ্র। দৈত্যপুরীতে এ সংবাদ প্রচার হয়ে গেছে! শত শত দৈত্য-সৈনা ওই বালকের অন্বেষনে করছে, ঝঞ্ঝার মত দিকে দিকে ছুটে যাচ্ছে! যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, ততক্ষণ তুমি ওই বালককে প্রহরা দাও। ও যেন জান্‌তে না পারে যে, আমাদের প্রয়োজনেই ওকে আনা হয়েছে!

[নেপথ্যে "জয় দানব সম্রাট শুম্ভের জয়"]

দ্রুত নীলাম্বরের প্রবেশ

নীলাম্বর। পিতা! শত শত সৈন্য নিয়ে রক্তবীজ আসছে!

চন্দ্র। আমরা কি ওদের বাধা দেব?

ইন্দ্র। তাইতো!

নীলাম্বর। ভাববার সময় নেই পিতা! আত্মরক্ষা করতে হলে এখুনি আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।

ইন্দ্র। কিন্তু ধ্যানমগ্ন বালক—

নীলাম্বর। ওকে পরিত্যাগ করেই আমরা চলে যাব।

ইন্দ্র। না পুত্র! ও মারণ অস্ত্র আমি হাতছাড়া করব না! শুম্ভ-নিশুম্ভ মাতৃনামের শত্রু। আর তাদের বংশধর মাতৃসাধক! হ্যাঁ—

হ্যাঁ, এই অস্ত্রেই আমি শুম্ভ-নিশুম্ভকে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করব!

[নেপথ্যে পুনরায় "জয় দানব সম্রাট শুম্ভের জয়"]

চন্দ্র। ওই দৈত্যের কোলাহল। আসুন দেবরাজ, আমরা এস্থান ত্যাগ করি।

নীলাম্বর। আর কতদিন এইভাবে পালিয়ে বেড়াব পিতা?

ইন্দ্র। যতদিন মহামায়া আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন না হন।

নীলাম্বর। কবে তিনি সুপ্রসন্না হবেন?

ইন্দ্র। যেদিন দৈত্যের অত্যাচারে ত্রিদিব কেঁপে উঠবে, যেদিন মদমত্ত শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবী অঙ্গে পদাঘাত করে দেবতা ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করবে, সেইদিন শুধু সেইদিনই জগৎ জননী আর্বিভূতা হবেন।

চন্দ্র। কি করবেন দেবরাজ। ওই বালককে এখানে রেখে যাবেন, না নিয়ে যাবেন?

ইন্দ্র। নীলাম্বর! তুমি ওই গুহার মধ্যে গিয়ে বালককে প্রহরা দাও! চন্দ্রদেব! তুমি গুহার দ্বারে পাথর চাপা দিয়ে, দাও।

চন্দ্র। আপনি কোথায় যাবেন?

ইন্দ্র। দৈত্য সম্রাটের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে আমি যাব দৈত্যের রাজধানীতে।...মা বিশ্বজননী, জন্মভূমিকে দৈত্যের কবল মুক্ত করতে তোমার চরণে যে অপরাধ করেছি মা, সে জন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। যাও নীলাম্বর, ওই বালককে রক্ষা করতে তুমি গুহার মধ্যে যাও, আর আমি গুহার দ্বার বন্ধ করে দি।

[প্রস্থান।

নীলাম্বর। আগে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হই, তারপর দেখব দেবতাকে বঞ্চিত করে কতদিন ওরা স্বর্গ অধিকার করে রাখে!

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে "জয় দানব সম্রাট শুম্ভের জয়"]

দ্রুত রক্তবীজের প্রবেশ

রক্তবীজ। এইদিকে—এইদিকে এসো ভাইসব! দূর থেকে আমি দেখতে পেয়েছি ছায়ার মত কারা যেন সরে গেল। এই উপত্যকার চারিদিক ভাল করে খুঁজে দেখ।

মুণ্ডের প্রবেশ

মুণ্ড। পার্ব্বত্য উপত্যকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, তবু সন্ধান পাই নি!

রক্তবীজ। নিশ্চয়ই গুপ্তগিরি গুহায় লুকিয়ে পড়েছে।

মুণ্ড। এই বিশাল হিমালয়ের গুপ্তগিরি গুহায় যদি লুকিয়েই থাকে, কি করে আপনি তাঁর সন্ধান পাবেন?

রক্তবীজ। এই বিশাল হিমালয়কে ভেঙ্গে চূরমার করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে!

মুণ্ড। হিমালয়ের গিরি গুহায় শত সহস্র বর্ষ ধরে কত মুনি ঋষি ধ্যানস্থ আছে, এই উপত্যকা ভাঙ্গতে হলে তাঁদেরও যে ধ্যান ভাঙ্গতে হবে রক্তবীজ!

রক্তবীজ। ঋষিগণের সমাধি ভঙ্গ করলে আমাদেরই মহাপাপে লিপ্ত হতে হবে। কিন্তু আমাদের শক্তিশালী সেনাপতি থাকতে যদি শত্রুর চক্রান্তে কুমার সায়নের ইহলীলা শেষ হয়ে যায়, তাহলে সম্রাটের কাছে যে মুখ দেখাতে পারব না।

মুণ্ড। কুমারের অন্তর্দ্ধানের কারণ কি ?

রক্তবীজ। নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে! কুমারকে উদ্ধার করতে যদি না পারি, তবে শত্রুর উদ্দেশ্যই সফল হবে!

মুণ্ড। না—না, শত্রুর উদ্দেশ্য সফল হতে দেব না।

রক্তবীজ। তবে কর্ম্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাও।

মুণ্ড। কোন স্থির সিদ্ধান্ত না করে শুধু অনুমানের পিছনেই ছুটবো ?

রক্তবীজ। তাইত হয় ভাই! যে চুরি করে সে ঠিক থাকে, আর যার চুরি যায়, তাকেই ছুটতে হয়!

মুণ্ড। ক্ষুদ্র বালককে লুকিয়ে রেখে দেবতাদের লাভ ?

রক্তবীজ। ক্ষুদ্র বিন্দুর সাহায্যেই বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি! ক্ষুদ্র বালকের সাহায্যেই ওরা আমাদের ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করছে! আর অপেক্ষা নয়! এরপর হয়ত আমরা কুমারকে পাবনা। সেনাপতি মুণ্ড! সমস্ত সৈন্য নিয়ে প্রতিটি গিরি কন্দর খুঁজে দেখ, কোথায় আছে কুমার সায়ন ?

সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। সেনাপতি—

রক্তবীজ। সংবাদ কি সুগ্রীব ?

সুগ্রীব। কুমারের সন্ধান পেয়েছি!

রক্তবীজ। কোথায়!

সুগ্রীব। নৈমিষারণ্যে—রুদ্র ঋষির আশ্রমে।

রক্তবীজ। অসম্ভব! এ হতে পারে না! আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা অবিশ্বাস করতে পারি না।

মুণ্ড। আগে নৈমিষারণ্য দেখে তারপর অন্যত্র দেখলে ভাল হত না।

রক্তবীজ। কুমার নৈমিষারণ্যে, এ সংবাদ কে তোমায় দিয়েছে?

সুগ্রীব। ঋষি মালব্য।

রক্তবীজ। মালব্য ঋষি! সেই দাড়িওয়ালা ঋষিটা?

সুগ্রীব। হ্যাঁ সেনাপতি। মালব্য ঋষি আমার সব কথা শুনে বল্লেন "তোমরা বৃথাই ঘুরে বেড়াচ্ছ। কুমার আছে নৈমিষারণ্যে ঋষি রুদ্রের আশ্রমে"।

রক্তবীজ। কুমারকে হরণ করেছে কে?

সুগ্রীব। ঋষি রুদ্রদেব।

রক্তবীজ। তাঁর স্বার্থ?

সুগ্রীব। তাঁর মহাযজ্ঞে কুমারকে বলি দিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ।

রক্তবীজ। তোমরা রাজধানীতে গিয়ে সম্রাটকে সংবাদ দাও! যদি কুমারের সন্ধান পাই ভাল, আর তা যদি না পাই ঋষির আশ্রম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেব!

[প্রস্থান।

মুণ্ড। উঃ, কি ভীষণ বিপদেই না পড়েছিলুম! তুমি এ সময় এসে না পড়লে, রক্তবীজের রক্তচক্ষুর ঠ্যালায় আমায় এতক্ষণ পাহাড় ভাঙ্গতে হত!

সুগ্রীব। আপনাকে পাহাড় ভাঙ্গতেই হবে। আসল কাজ আপনার দ্বারা হবে না।

মুণ্ড। কথাটা হচ্ছে।

সুগ্রীব। কি?

মুণ্ড। তুমি যা কাজের লোক, সে আমার জানা আছে!

সুগ্রীব। আজ একেবারে হাতে হাতে জেনেছি! আপনারা রথী মহারথী মিলে পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরে বেড়াতেন। আর দেখুন, আমি ধাঁ করে গেলুম আর সাঁ করে আসল কাজটা সেরে এলুম!

মুণ্ড। তুমি যে বুদ্ধিমান সে আমি আগেই জানতুম।

সুগ্রীব। শুধু বুদ্ধিমান বলেই শেষ করলেন? আরে মশাই, আমার মত বুদ্ধিমান আছে বলেই দৈত্যরাজ্যটা এখনো চল্‌ছে। যেদিন আমি হাল ছেড়ে দেব, সেদিনই শেষ!

মুণ্ড। এখানে আর অপেক্ষা না করে রাজধানীতে যাও।

সুগ্রীব। ও সামান্য কাজে আমায় যেতে হবে কেন, আপনি গেলেই ত চলবে।

মুণ্ড। তার অর্থ, তুমি সম্রাটের কাছে যাবে না!

সুগ্রীব। কেন মশাই, সম্রাট কি বাঘ না ভাল্লুক?

মুণ্ড। বেশ, আমি সম্রাটকে বল্‌ছি, কুমার সায়ন নৈমিষারণ্যে আছে বলে সুগ্রীব আমাদের মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে!

[প্রস্থানোদ্যত।

সুগ্রীব। ও মশাই দাঁড়ান—দাঁড়ান!

মুণ্ড। আর আমার সময় নেই।

সুগ্রীব। আরে মশাই, মাথা খান, দয়া করে একটু দাঁড়িয়ে যান।

মুণ্ড। কি বল।

সুগ্রীব। দেখুন, এই মাথার জোরেই বেঁচে আছি, সম্রাট কে ওসব কথা বলে তাঁর কড়া হাতের গোটা কয়েক রাম চাঁটি খাওয়ালেই মাথা বেচারার দফা-রফা হয়ে যাবে!

মুণ্ড। তবে আমার সঙ্গে রাজধানীতে চল।

সুগ্রীব। চলুন! যে পাপ করেছি, তার ফল ত ভুগতেই হবে।

মুণ্ড। তবে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত মহাজনের প্রবেশ

মহাজন। দাঁড়াও রক্তবীজ!

ঋষিবেশে চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। কে তুমি বৎস? কাকে ডাকছ?

মহাজন। আমাদের সেনাপতিকে!

চন্দ্র। তোমার পরিচয়?

মহাজন। আমি সম্রাট শুম্ভের ছেলে। নাম আমার মহাজন। ওরা কোন্ দিকে গেল বল্‌তে পাবেন?

চন্দ্র। ওই দিকে।

মহাজন। আমি বড় পিপাসিত, দয়াকরে আমায় একটু জল দিতে পারেন?

চন্দ্র। নিশ্চয়ই পারি। তুমি রাজপুত্র আমাদের মাননীয় অতিথি! আমি এখুনি তোমার আহারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

মহাজন। না—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি চাই শুধু পানীয় জল!

চন্দ্র। ঋষির আশ্রমে যখন এসেছেন তখন আহার্য্য গ্রহণ করতেই হবে! অতিথি যদি অনাহারে ফিরে যায়, তাতে আশ্রমবাসীর অকল্যাণ হয়।

মহাজন। কিন্তু আমার যে এখন সময় নেই ঋষি! এখুনি আমায় সেনাপতিদের সঙ্গে ভাইকে খুঁজতে যেতে হবে।

চন্দ্র। কিন্তু তুমি যে পিপাসিত!

মহাজন। পথে যেতে যেতে ঝরণার জল পান করবো!

চন্দ্র। তাতে তোমার পিপাসা মিটবে সত্য, কিন্তু আমরা যে আশ্রম ধর্ম্মে পতিত হব!

মহাজন। চলুন, আপনার আতিথ্য গ্রহণ শেষ করেই আমি যাব।

চন্দ্র। এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৈত্য রাজপ্রাসাদ

গীতকণ্ঠে দৈত্যকুমারীগণের প্রবেশ

দৈত্যকুমারীগণ। গীত

নিশীথ স্বপন ঘোরে
কে তুমি গো ডাক মোরে॥
কবে দেখা তোমার সনে,
কোন্ অতীতের পুণ্যক্ষণে ?
কোন্ জনমের বন্ধু তুমি,
ওগো ধ্যানের দেবতা,
কেমন করে রাখলে মনে
পুরাযুগের বারতা ?
সামনে এসো স্বপন পুরুষ,
ধোয়াই চরণ আঁখিলোরে।

চেতনার প্রবেশ

চেতনা। বন্ধ কর নৃত্য-গীত! যাও সবে। হ্যাঁ শোন, আচার্য্যকে পাঠিয়ে দাও। (নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।) আচার্য্যকে বন্দী করেছি আমি, তার বিচার আমাকেই করতে হবে।

আচার্য্যবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। মহারাণী আমায় ডেকেছেন!

চেতনা। আপনি অস্ত্রগুরু, আপনি জানেন না তাঁর সন্ধান!

ইন্দ্র। আমি অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ কি একটা শব্দ শুনে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল! উঠে দেখি কুমার নেই।

চেতনা। প্রতিদিনের মত কেন তাকে পাঠিয়ে দেন নি?

ইন্দ্র। ভুল হয়ে গেছে মা! বড় ভুল হয়ে গেছে।

চেতনা। আপনার এই ভুলের জন্য দৈত্যজাতির কত বড় ক্ষতি হল জানেন?

নিশুম্ভের প্রবেশ

নিশুম্ভ। আমাদের ক্ষতি করবার জন্যই উনি এসেছেন দেবি!

চেতনা। দেবর!

নিশুম্ভ। শুনলুম কুমার সায়ন রাজপ্রাসাদ থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ায় মহারাণী উত্তেজিত হয়ে আচার্য্যকে বন্দী করেছেন। তাই দেখতে এলুম কে সেই ব্রাহ্মণ!

ইন্দ্র। কি বললেন রাজভ্রাতা?

নিশুম্ভ। কিছু না! ও একটা খেয়াল! হ্যাঁ, তারপর আপনার শারীরিক কুশল?

ইন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিশুম্ভ। রাজবৃত্তি পাচ্ছেন?

ইন্দ্র। পাচ্ছি।

নিশুম্ভ। চমৎকার! যান নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন গে।

চেতনা। দাঁড়ান।

নিশুম্ভ। ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ হবে না মহারাণী।

চেতনা। রাজবৃত্তি পেয়েও উনি রাজকার্য্যে অবহেলা করেছেন।

নিশুম্ভ। তাই ত হয়! ভৃত্যকে বেতন দিচ্ছি মনে করে দম্ভ ভরে কাজ আদায় করতে গেলে কিছুই পাওয়া যায় না। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধে আদেশ পালন চলে, কিন্তু প্রাণ পাওয়া যায় না!

ইন্দ্র। বিশ্বাস করুন, আমি সযত্নে কুমারকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলুম।

নিশুম্ভ। সযত্নে সতর্ক দৃষ্টিও রেখেছিলেন, অথচ—

ইন্দ্র। বলতে চান, আমি কুমারকে লুকিয়ে রেখেছি?

চেতনা। যদি হ্যাঁ বলি।

নিশুম্ভ। না—না।

চেতনা। তুমি বুঝতে পারছ না দেবর! ওঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেই উনি নিজে এসে কুমারের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। আজ তাকে সরিয়ে দিয়ে সাধুতার ছদ্ম আবরণে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চান? তা হবে না ব্রাহ্মণ! যতক্ষণ না আমরা সায়নকে ফিরে পাব, ততক্ষণ আপনাকে মুক্তি দেব না।

ইন্দ্র। তাহলে নীরিহ ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করবেন?

নিশুম্ভ। না, আপনাকে সসম্মানে মুক্তি দেব।

চেতনা। না দেবর! ওঁকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

নিশুম্ভ। মুক্তি না দিলে, এর চেয়েও বেশী ক্ষতি স্বীকার করতে হবে মহারাণি!

চেতনা। তাই করব। যদি প্রয়োজন হয় সেই অসহায় মাতৃহারা বালকের জন্য আমি সর্ব্বস্ব দেব, তবু তাকে হারাতে পারব না। বলুন ব্রাহ্মণ, কোথায় আছে কুমার সায়ন?

(চক্ষু মুছিতে লাগিলেন)

নিশুম্ভ। একি মহারাণি! আপনার চোখেও জল? না—না, সতী নারীর এক ফোঁটা চোখের জলে এ দৈত্যরাজ্যটা প্রলয় প্লাবনে ভেসে যাবে।

চেতনা। তুমি পুরুষ, আমার মনের ব্যথা তুমি বুঝবে না। আমি তার মা নই সত্য, কিন্তু মায়ের মতই তাকে মানুষ করেছি! তাই মা হয়ে ছেলেকে বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তুমি নিষ্ঠুর সৈনিক, তাই ছেলের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে না?

নিশুম্ভ। কাঁদছে—কাঁদছে মহারাণি! কিন্তু বাইরে নয়—অন্তরে! মাঝে—মাঝে মনে হয় এই ব্রাহ্মণকে দৈত্যের সঙ্গে প্রতারণা করার ফল বুঝিয়ে দিই!

চেতনা। তাই যদি বুঝে থাক, তাহলে প্রতিশোধ নাও।

নিশুম্ভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেব! পুত্র হরণকারীকে আমি এমন সাজা দেব, যা দেখে ত্রিভুবন স্তম্ভিত হয়ে যাবে। শোন ব্রাহ্মণ, তোমার শাস্তি···ও! না—না, তুমি যাও—তুমি যাও।

চেতনা। দাঁড়ান ব্রাহ্মণ!

নিশুম্ভ। দয়া করে ওঁকে মুক্তি দিন। হ্যাঁ, শুনুন ব্রাহ্মণ। আপনাকে আমি চিনি, আর আপনি যা করেছেন তাও আমি জানি। আমরা দানব, শক্তিবলে বিশ্ব জয় করি। আপনাদের মত গুপ্তহত্যা করি না! ছেলেকে চুরি করে আপনি আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছেন, তার বিনিময়ে আমি আপনাকে দিলাম মুক্তি।

চেতনা। সত্য বল দেবর কে উনি?

নিশুম্ভ। দেবরাজ।

চেতনা। দেবরাজ!

নিশুম্ভ। যান দেবরাজ, আপনি মুক্ত।

ইন্দ্র। ধন্যবাদ!

[প্রস্থান।

চেতনা। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আমাদের প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন?

নিশুম্ভ। হ্যাঁ দেবী! দৈত্য সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দৈত্য জাতিকে ধ্বংস করতেই উনি এসেছিলেন! সম্রাট শুম্ভের দক্ষিণ হস্ত অনুজ নিশুম্ভ! তার পুত্রকে হরণ করলে সে ক্রোধে অন্ধ হয়ে সৃষ্টির বুকে অত্যাচার সুরু করবে, আর সেই সুযোগে ওঁরা নিজের সৌভাগ্য গড়ে নেবে!

চেতনা। কিন্তু সায়নের উদ্ধারের আর কি কোন চেষ্টা হবে না?

নিশুম্ভ। হবে, তবে এখন নয়, পরে।

চেতনা। দেবর,—

নিশুম্ভ। ক্রোধ মহাপাপ দেবি! তাই ক্রোধের বশবর্ত্তী হলেই আমায় অন্যায় করতে হবে। আর অন্যায় করলেই এ দৈত্যসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

চেতনা। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তুমি নিজের ছেলেকেও বলি দেবে?

নিশুম্ভ। একটা কেন দেবি? আমার যদি শত সহস্র পুত্র থাকত দেশের জন্য আমি তাও দিতে পারতুম।

[প্রস্থান।

চেতনা। তোমরা সবাই তাকে ভুলে গেলেও আমি ভুলতে পারব না।

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। মহারাণি!

চেতনা। সেনাপতি চণ্ড! নূতন সংবাদ এনেছ?

চণ্ড। কুমারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

চেতনা। কোথায়?

চণ্ড। নৈমিষারণ্যে—ঋষি রুদ্রের আশ্রমে।

চেতনা। অসম্ভব! তোমরা নিশ্চয়ই কোন প্রতারকের ছলনায় ভুলেছ।

চণ্ড। না মহারাণি, এ সংবাদ সত্য? একটা কথা জানবার জন্য আমি রাজধানীতে ছুটে এসেছি!

চেতনা। কি?

চণ্ড। যুবরাজ মহাজন কি রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছে?

চেতনা। না, সে কুমার সায়নের সন্ধানে গেছে।

চণ্ড। হিমালয় অভিযানের পর থেকে যুবরাজকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চেতনা। সেকি! তবে গেল কোথায়?

চণ্ড। সেই সংবাদ নেবার জন্যই আমি রাজধানীতে এসেছি। এখনও যখন দেখতে পেলুম না তখন আবার আমি হিমালয়ে ফিরে যাব! হ্যাঁ, সম্রাট রাজধানীতে ফিরে এলে তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে দেবেন। বিদায় মহারাণি।

[প্রস্থান।

চেতনা। দৈত্য সাম্রাজ্যের চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে! নারায়ণ, দীনবন্ধু, পতিতপাবন, প্রতিদিন তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার এই কি পরিণাম! ঠাকুর—ঠাকুর, এ তুমি কি করলে? না—না, তুমি কিছু করনি! আমি পাপী! আমিই অপরাধী! আমারই পাপে সব গেল! এ আমি কি করলুম—আমি কি করলুম।

ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। গীত

কিছুই করনা তুমি, সব কিছু করি আমি,
তুমি শুধু কর মোর পূজা ॥
মনের আবিলতা মুছে ফেল তব,
ভব ভাব ভুলে ভগবানে ভাব,
সেবার অমৃত ঢালি জুড়াতে ধরণী জনে হও তুমি সহস্রভুজা ॥

[প্রস্থান।

চেতনা। তাই করব ঠাকুর! আমার আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আমি তোমার পায়েই স্মরণ নেব। কিন্তু আমার ছেলে যে নিরুদ্দেশ! ছেলেকে আমার চাই! যাই, সম্রাটকে সংবাদ দিয়ে আসি। মহাজন নিরুদ্দেশ! এতেও কি পাপ? না না, এতে আর পাপ কি! যার মা হয়েছি, তাকে রক্ষা করাই যে মাতৃধর্ম্ম।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

শুম্ভের প্রবেশ

শুম্ভ। জ্বালা—জ্বালা! মায়ার যে এত জ্বালা তা যদি আগে জানতুম তবে সংসার করতুম না! পুত্র পরিবার কেউ কারো নয়! কে আমার সঙ্গী? কে আমায় মুক্তির পথ বলে দেবে?

শুভ্রার প্রবেশ

শুভ্রা। সম্রাট!

শুম্ভ। এই রূপ! এই রূপই বুঝি আজীবন খুঁজে বেড়িয়েছি! হাত ধর, নিয়ে চল আমায় সেই চির শান্তির দেশে।

শুভ্রা। পারব না সম্রাট।

শুম্ভ। পারতেই হবে! আমি বুঝতে পেরেছি আমায় মুক্তি দিতেই তুমি আমার প্রাসাদে এসেছ!

শুভ্রা। না সম্রাট, আমি এসেছি আমার পিতাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে।

শুম্ভ। কে তোমার পিতা?

শুভ্রা। ঋষি রুদ্রদেব! তিনি কি আপনার বন্দী?

শুম্ভ। না, তিনি মুক্ত। ঋষি, ব্রাহ্মণ দৈত্যজাতির চির পূজনীয়। তাঁদের কি আমি বন্দী করে রাখতে পারি?

শুভ্রা। দেবতাদের আশ্রয় দিয়ে তিনি যে বন্দী হয়েছিলেন?

শুম্ভ। তাঁর সেই মহত্ত্বের জন্যই আমি তাঁকে মুক্তি দিয়েছি !

শুভ্রা। বিদায় সম্রাট।

শুম্ভ। একটা কথা সুন্দরি—

শুভ্রা। বলুন।

শুম্ভ। তুমি মানবী না দেবী ?

শুভ্রা। আমি মানবী।

শুম্ভ। মিথ্যা কথা ! তুমি দেবী। মানবী এত রূপসী হতে পারে না ! কাছে এসো ; হাত ধর ! আমার অন্তরের তম নাশ করে এ অন্ধকার সংসার থেকে তুমি আমায় আলোর দেশে নিয়ে চল !

শুভ্রা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না সম্রাট। আমি চললুম আমার পিতার কাছে।

শুম্ভ। দাঁড়াও।

শুভ্রা। কেন ?

শুম্ভ। আমার বিনা হুকুমে এখান থেকে একপাও যেতে পারবে না !

শুভ্রা। কিন্তু আমায় যে যেতেই হবে।

শুম্ভ। না, তোমায় বন্দী করে রেখে দেব।

শুভ্রা। না সম্রাট আমায় ছেড়ে দিন।

শুম্ভ। না সুন্দরি, তোমায় আমি ছেড়ে দেব না! প্রতিটী সুন্দরীর মাঝে আমি সেই অমৃতময়ীর সন্ধান করেছি। তোমার মধ্যেই তাকে পেয়েছি, তাই তোমায় আর ছেড়ে দেব না।

শুভ্রা। আমায় স্পর্শ করবেন না সম্রাট, তাহলে আমার স্বামী আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

শুম্ভ। কে তোমার স্বামী ?

শুভ্রা। স্বপ্নে তাঁকে দেখেছিলুম, স্বপ্নেই তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছি !

শুম্ভ। দেখবো সেই শক্তিমান স্বপন পুরুষ কি করে তোমায় উদ্ধার করে নিয়ে যায় ? এসো আমার কাছে।

শুভ্রা। শত চেষ্টাতেও আপনি আমায় পাবেন না।

শুম্ভ। দেখি পাই কি না।

চেতনার প্রবেশ

চেতনা। পাবে না।

শুম্ভ। একি ! রাণি ! তুমি এখানে কেন ?

চেতনা। তোমার কবল থেকে ওই বালিকাকে উদ্ধার করতে চাই।

শুম্ভ। পারবে না।

চেতনা। পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করলে মাহাপাপ হবে।

শুম্ভ। পাপ পুণ্য জ্ঞান তোমার চেয়েও আমার বেশী আছে। এস সুন্দরি !

চেতনা। না—না, ও জ্বলন্ত আগুনে হাত দিও না, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শুম্ভ। আমার সাধনায় বাধা দিলে আমি তোমায় ক্ষমা করব না রাণি !

চেতনা। আমায় হত্যা না করে আমি কিছুতেই ওই বালিকার অঙ্গ স্পর্শ করতে পাবে না।

শুম্ভ। তাহলে তোমাকে হত্যা করেই আমি এই সুন্দরীকে লাভ করব।

চেতনা। স্বামি!

শুম্ভ। তুমি আমার স্ত্রী! তোমার জন্যই আমায় মায়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে! আজ আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছি, আর বিষকুম্ভ মুখে তুলব না। এইবার মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে আমি মুক্তির পথে চলে যাব। কে আছ?

মুণ্ডের প্রবেশ

মুণ্ড। আদেশ করুন সম্রাট!

শুম্ভ। বিদ্রোহিণী রাণীকে বন্দী কর।

মুণ্ড। মহারাণী বিদ্রোহিণী?

শুম্ভ। প্রশ্ন করবার অধিকার নেই! শুধু নির্ব্বিচারে আদেশ পালন করে যাও!

মুণ্ড। এতদিন মা বলে যাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছি, তাকে শৃঙ্খল পরাতে পারব না।

শুম্ভ। মনে রেখ, দাসত্ব করতে এসে বিচারক হওয়া যায় না।

মুণ্ড। আমায় ক্ষমা করুন সম্রাট! আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম। বুঝেছি কর্ত্তব্য যত কঠোরই হোক, তাকে পালন করাই দাসের ধর্ম্ম! আসুন মহারাণি।

চেতনা। আমায় হত্যা কর, তাতে দুঃখ নেই! শুধু এখান থেকে নিয়ে যেও না।

শুম্ভ। নিয়ে যাও বিদ্রোহিণী রাণীকে! রাজ্যে ঘোষণা করে দাও রাজ্ঞী বিদ্রোহিণী, তাই সম্রাট তাকে নির্ব্বাসন দিয়েছেন।

চেতনা। আমি নির্ব্বাসিতা!

শুম্ভ। আজ থেকে রাজপ্রাসাদে তোমার অধিকার থাকবে না। শোন সেনাপতি, রাজধানীর বাইরে নিয়ে গিয়ে একে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

……না—না, সেখান থেকে আবার ফিরে আসতে পারে।…ওকে নৈমিষারণ্যে নিয়ে যাও।…না—না, ওকে হত্যা করে আমায় রক্ত দেখিয়ে যাও।

মুণ্ড। আসুন মহারাণি! আমার অপরাধ নেবেন না। আমি প্রভুর দাস, প্রভুর আদেশ পালন করাই আমার ধর্ম্ম।

চেতনা। আমায় হত্যা কর। তবু এখান থেকে নিয়ে যেও না।

শুম্ভ। নিয়ে যাও।

মুণ্ড। আসুন মহারাণি!

[চেতনার সহিত প্রস্থান।

শুম্ভ। বাধা সবে গেল! এইবার এস সুন্দরী।

শুভ্রা। না সম্রাট! আমি কলঙ্কিণী হব না!

শুম্ভ। আমায় ভুল বুঝো না সুন্দরি! আমি তোমায়—

শুভ্রা। রাজরাণী সাজাবেন, না সম্রাট! এ মহাপাপ করবেন না।

শুম্ভ। শক্তির ভয় দেখিয়ে আমায় নিবৃত্ত করতে পারবে না নারি! এস, আমার হাত ধর, এ জ্বালার সংসার থেকে তুমি আমায় উদ্ধার কর!

শুভ্রা! কোথা—কোথাতুমি জগতের স্বামি, নিখিলরঞ্জন ছুটে এস—ছুটে এস! তোমার দাসী আজ দানব কবলে বিপন্না! তুমি আমায় রক্ষা কর দীননাথ! আমার লজ্জা, মান, অপমান সব যে তোমার পায়ে সমর্পণ করেছি! এস প্রভু এস। দুর্জ্জয় দৈত্যের কবল থেকে আমার রক্ষা কর!

শুম্ভ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এ দৈত্যের পাষাণপুরী! এখানে কেউ তোমার রক্ষা করতে আসবে না।

ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। গীত

আছে একজন!
যার পায়ে ও নিজেরে করেছে সমর্পন॥
শত রথী মহারথী দলিয়া,
সোহাগে লইব বুকে তুলিয়া,
শরণাগত জনে ভুলিনাক মনে বিপদে তরাই তারে আমি বিপদতারণ॥

শুম্ভ। তুমি এই রমণীর স্বামী?
তোমারেও বন্দী করি
রেখে দিব পাষাণ কারায়।

নিশুম্ভের প্রবেশ

নিশুম্ভ। কারে তুমি বন্দী কর দাদা?
ও যে বহুদিন বন্দী আছে
আমাদের অন্তর কারায়।
অন্ধ মোরা, তাই পাই না দেখিতে
ওই সত্য নিত্য নিরঞ্জন মূর্ত্তি মনোহর!
অপরাধ করিয়াছ দাদা
ও রাঙ্গা চরণ ধরি ক্ষমা চাও তুমি।

শুম্ভ। কার কাছে চাহিব রে ক্ষমা?
এই সে নির্দ্দয়,
মায়ার কারায় আমা সবে করিয়া নিক্ষেপ
অষ্টোপাশে বদ্ধ করি
ইচ্ছামত করিতেছে নিষ্পেষণ!

নিশুম্ভ।　　ওগো মহাভাগ !
　　　　　কৃপা করি আসিয়াছ যদি দীনের কুটিরে
　　　　　বলে যাও দেব,
　　　　　অন্তিমে ও রাঙ্গা চরণেতে
　　　　　পাই যেন ঠাঁই।
নারায়ণ।　　করি আশীর্ব্বাদ !
　　　　　আমা হতে উর্দ্ধলোকে
　　　　　অন্তিমে পাইবে স্থান।
　　　　　এস প্রিয়া সাথে মোর।

[শুভ্রাসহ প্রস্থান।

নিশুম্ভ।　　দাদা ! রাজ্ঞীরে তোমার
　　　　　নিজে তুমি মৃত্যুদণ্ড করিয়াছ দান ?
শুম্ভ।　　হ্যাঁ ভাই, বিদ্রোহিণী রাজ্ঞী,
　　　　　তাই যোগ্য দণ্ড দিয়াছি তাহারে।
নিশুম্ভ।　　অন্ধ তুমি দাদা,
　　　　　তাই হেলায় হারালে হেন অমূল্য রতন।
　　　　　যে মহীয়সী নারী
　　　　　দিবা নিশি তোমার মুক্তির তরে
　　　　　করিতেছে যপ-তপ ইষ্টের সাধনা ;
　　　　　তারে তুমি নিজ হাতে দিলে বিসর্জ্জন ?
শুম্ভ।　　ওরে যার মোহে বদ্ধ হয়ে
　　　　　দিবা নিশি জ্বলিতেছি আমি,
　　　　　তারে আজি দানিয়া বিদায়
　　　　　মুক্ত হয়ে যাব আমি মুক্তির সন্ধানে।

নিশুম্ভ। মায়া মোহে বদ্ধ হয়ে
যে পথ ধরেছ দাদা
তাতে চির রুদ্ধ হইয়াছে
মুক্তির দুয়ার তব।

শুম্ভ। ভুল যদি করে থাকি,
ওবে স্নেহেব অনুজ
হাত ধরে নিয়ে চল মোরে,
যাব আমি তোরই দেখানো পথে!

নিশুম্ভ। কোথা যাবে দাদা?
এ ঘোর সংসার হতে
মুক্তি পেতে রাজ্ঞীরে দিয়েছ বিসর্জ্জন,
আর পুত্র তব দৈত্যের নন্দন
চতুরঙ্গ সেনাদল হতে
নিরুদ্দেশ হইয়াছে গিরি হিমালয়ে!

শুম্ভ। পার কি বলিতে ভাই,
কার ছলে বারে বারে
প্রতারিত মোরা?

নিশুম্ভ। যাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করি
মহাসুখে ছিনু নিমগন,
তাহারাই করেছে হরণ
স্নেহের সায়ন আর মহাজনে!

শুম্ভ। সেই দেবজয়ী দুই ভাই মোরা
থাকিতে জীবিত
কার সাধ্য সাধিবে অনিষ্ট।

পার কি করিতে অনুমান
কোথা আছে স্নেহের সায়ন মহাজন ?

নিশুম্ভ। শুনেছি সায়ন আছে—
নৈমিষারণ্যে মহর্ষি রুদ্রের তপোবনে।

শুম্ভ। চল, এখুনি গিয়া
করি আক্রমণ
জ্বলন্ত অনলে ভস্মীভূত করি সেই
ঋষির আশ্রম
অভাগা সায়ন, মহাজন,
অবিলম্বে করিগে উদ্ধার।

নিশুম্ভ। যাও তুমি নৈমিষারণ্যের পথে
আমি যাব অন্যদিকে দাদা !

শুম্ভ। তুমি কোথা যাবে ভাই ?

নিশুম্ভ। যেই পথে আঁখি জল ফেলিতে ফেলিতে
রাজলক্ষ্মী নিয়াছে বিদায়,
সেই পথে আমি যাব দাদা।
না—না, মাতা,
ফেলিও না আঁখি জল !
ক্ষণেক অপেক্ষা কর
আমি দেব মুছাইয়া অশ্রু তব।
মন্দিরে বসায়ে পুনঃ
চরণে তোমার আমি দিব পুষ্পাঞ্জলি !

শুম্ভ। একাকী চলিতে পথে
যদি তব বিপদ ঘনায়ে আসে ?

নিশুম্ভ। বিপদে দলিত করি,
করি ব্রহ্মাণ্ড মন্থন
মায়ার সংসার হতে
উদ্ধার হইয়া মোরা
দুই ভায়ে একমনে
ব্রহ্মপদে হয়ে যাব লীন।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। ঋষি রুদ্রের আশ্রমে
আছে কুমার সায়ন ?
দেখি কোন্ শক্তিবলে
লুকাইয়া রাখে ঋষি দানব শিশুরে ?
আজি বিশাল বাহিনী সাথে লয়ে
নৈমিষারণ্য করি বিদলিত
সবলে আনিব তুলি সায়ন কুমারে।
যদি বাধা দেয় ঋষি
ব্রহ্মরক্তে রঞ্জিত হইবে তবে দানব কৃপাণ।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়

সায়নের প্রবেশ

সায়ন। কই মা? কোথা মা? দিবানিশি এত করে ডাকৃছি তবু তোর দয়া হল না পাষাণী। মহিষাসুরকে দেখা দিয়েছিলি, প্রহ্লাদকে দেখা দিয়েছিস্। আমায় দেখা দে মা—দেখা দে!

নীলাম্বরের প্রবেশ

নীলাম্বর। নিশ্চয়ই দেবে। তোমার ডাকে একদিন মাকে আসতেই হবে!

সায়ন। এত ডেকেও যখন দেখা পেলুম না, তখন আর মাকে ডাকব না!

নীলাম্বর। তাহলে যে এতদিনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে ভাই!

সায়ন। হোক ব্যর্থ! তবু সেই পাষাণীকে আর আমি ডাকবো না।

মহাজন। (নেপথ্যে) জল—জল!

সায়ন। কে—কে? চীৎকার করে জল চাইছে?

নীলাম্বর। তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি দেখে আসছি।

সায়ন। না—না, তুমি যেওনা! তুমি গেলে আমি একা থাকতে পারব না।

নীলাম্বর। তোমার কোন ভয় নেই, আমি যাব আর আসব।

[প্রস্থান।

সায়ন। কে ডাকলে? কেন চীৎকার করলে। যাই আমিও দেখে আসি।

[প্রস্থান।

মহাজনের প্রবেশ

মহাজন। আঃ, বড় পিপাসা! একটু জল তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কতদিন জল পাইনি! কে আছ, একটু জল—একটু জল দাও।

কমণ্ডলু হস্তে পুনঃ নীলাম্বরের প্রবেশ

নীলাম্বর। গুহার মধ্যে না গেলে জল পাবে না।

মহাজন। না; আর আমি গুহায় যাব না। তুমি আমায় একটু জল এনে দাও। (নীলাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া) না—না, তোমার হাতে জল খাবনা। সেদিন তোমার হাতে জল খেয়েই আমার মাথা ঘুরছিল, আমি চোখে অন্ধকার দেখছিলুম।

নীলাম্বর। আমি জল দিইনি যুবরাজ।

মহাজন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পিতার আদেশে সৈন্যদল নিয়ে আমি সায়নকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, হঠাৎ ওরা আমায় পরিত্যাগ করে চলে যায়। তারপর ঋষি আমায় জল খেতে দিলে, সেই জল খেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম! আর আমি এখানে থাকব না।

নীলাম্বর। সাবধান! পিতার আদেশ না পেলে আমি তোমায় যেতে দেবনা।

মহাজন। বিশ্বজয়ী সম্রাট শুম্ভের পুত্র আমি। আমি কারও আদেশ মানবো না!

নীলাম্বর। আমার আদেশ মানতেই হবে।

মহাজন। আমি রাজধানীতে ফিরে যাব! আমার সন্ধান না পেয়ে মা কত কাঁদছে। পিতা ও পিতৃব্যরা, আমায় খুঁজতে বেরিয়েছে। আমি যাব···আঃ, বড় পিপাসা!

নীলাম্বর। এই নাও, জল।

মহাজন। দাও—দাও! (জলপান করিলেন) আঃ, জ্বলে গেল! সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল! মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছি···আঃ। (পড়িয়া গেলেন)

সায়নের প্রবেশ

সায়ন। কে? কে চীৎকার করছে; কই কোথায়···এই যে তুমি! কে চীৎকার করছিল?

নীলাম্বর। চীৎকার শুনেই আমি ছুটে এলুম। কিন্তু কাউকে ত' দেখছি না! যাও কুমার! আমি চারিদিক ভাল করে দেখি! এ নিশ্চয়ই কোন ভৌতিক ব্যাপার।

সায়ন। কিন্তু কণ্ঠস্বর যে বড় পরিচিত মনে হলো! বলনা, সে কোন্ দিকে গেল?

নীলাম্বর। এই যে খুঁজছি! তুমি যাও মাকে ডাক।

সায়ন। চাইনা আমি মায়ের দেখা! বল কে চীৎকার করেছে।

নীলাম্বর। জানি না।

সায়ন। মিথ্যাকথা।

নীলাম্বর। সাবধান বালক।

সায়ন। আমরা দৈত্য জাতি! রক্ত চক্ষুকে ভয় করি না।

মহাজন। (উঠিতে লাগিলেন) আঃ জ্বলে গেল! জ্বলে গেল!

সায়ন। ওই আবার সেই চীৎকার।

নীলাম্বর। কই—কোথায়?

সায়ন। ওই যে।

মহাজন। কে আছ? আমায় রক্ষা কর, আমায় বাঁচাও।

সায়ন। কে? কে তুমি? (অগ্রসর)

নীলাম্বর। (সায়নকে বাধা দিলেন) ও কেউ নয়! তুমি যাও।

মহাজন। কে? কে কথা বল্‌লে।...ওকি, সায়ন?

সায়ন। দাদা—দাদা! (নীলাম্বরের বাধা অতিক্রম করিয়া মহাজনের নিকটে গেল)

মহাজন। সায়ন!

সায়ন। এখানে কেন দাদা?

মহাজন। তোকে খুঁজতে এসে—

নীলাম্বর। সাবধান! আর একটা কথা বল্‌লেই বিপদ ঘটবে।

মহাজন। সায়ন! এরা আমাদের হত্যা করবে।

নীলাম্বর। এসো সায়ন, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

সায়ন। না, আমি যাব না। আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার পিতা আমায় আটক রাখতে চান! আর আমি এখানে থাকব না। চল দাদা, আমরা বাড়ী ফিরে যাই।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। যাবার উপায় নেই!...একি! মহাজনকে কে নিয়ে এলো!

মহাজন। কেউ আনেনি, আমি নিজেই এসেছি! তোমরা জল বলে কি খাইয়ে দিলে মাথা জ্বলে উঠলো। সেই জ্বালাতেই আমি ছুটে এসেছি।

চন্দ্র। যাও, গুহার মধ্যে যাও।

মহাজন। যাব না! তোমরা নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, হৃদয়হীন! তোমরা বিষ খাইয়ে আমায় জড়, অপদার্থ, বিকলাঙ্গ করে দিতে চাও! আমার পিতা ও পিতৃব্য যেদিন এ সংবাদ শুনবে, সেদিন সৃষ্টির বুক থেকে তোমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে!

চন্দ্র। সেদিনের এখনও দেরী আছে কুমার! নীলাম্বর! এদের সরিয়ে দাও। এদের সন্ধান করতে দৈত্য সেনাপতি রক্তবীজ নৈমিষারণ্য আক্রমণ করেছে। সেনাপতি চণ্ড এদের সন্ধানে ঝঞ্চার মত ছুটে আসছে। এখুনি এদের সরিয়ে দিতে না পারলে সর্ব্বনাশ ঘটবে!

নীলাম্বর। (সায়নের হাত ধরিয়া) এসো কুমার।

সায়ন। না—না, আমি যাবনা।

মহাজন। যাস্‌নি ভাই! ওরা তোকে হত্যা করবে!

চন্দ্র। জোর করে নিয়ে যাও নীলাম্বর!

মহাজন। বাধা দেব।

চন্দ্র। বাধা দেবার শক্তি তোমার নেই।

মহাজন। তবু আমি চেষ্টা করব।

চন্দ্র। সাবধান। (অস্ত্র ধরিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন) যাও নীলাম্বর, সায়নকে নিয়ে যাও।

নীলাম্বর। চলে এসো কুমার।

মহাজন। সায়ন! সায়ন!

সায়ন। দাদা! দাদা!

[সায়নকে লইয়া নীলাম্বরের প্রস্থান।

চন্দ্র। চল। নতুবা তোমায় আমি হত্যা করব।

মহাজন। মরার ভয়ে আমি গুহার মধ্যে যাব না। যে নীচতার আশ্রয় নিয়ে আজ আমাদের বন্দী করেছ, আমরা অচিরেই প্রতিশোধ নেব।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। নীচতাব আশ্রয় নিয়ে আমরা কি অন্যায় করেছি, না—না, কে বলে অন্যায়? মাতৃভূমি স্বর্গমাতা আজ অসুর কবলে লাঞ্ছিতা। সেই মাতৃভূমির মুক্তিব জন্য যদি প্রয়োজন হয়, হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমরা আরও নীচে নেমে যাব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নৈমিষারণ্য—তপোবন

[নেপথ্যে দৈত্য সৈন্যগণ—জয় দানব সম্রাট শুম্ভের জয়]

শুভ্রার প্রবেশ

শুভ্রা । দৈত্যগণ আক্রমিছে
পূণ্য তপোবন ।
ঘোর কোলাহল,
কর্ণভেদী রণের হুঙ্কারে
গগন পবন কাঁপে ।
কোথা তুমি জগতের পতি ?
রক্ষা কর ঋষিগণে এ ঘোর সঙ্কটে ।

রুদ্রের প্রবেশ

রুদ্র । রক্তবীজ পরাক্রমে
শান্তি পূর্ণ তপোবন মাঝে
বয়ে যায় রক্তের প্লাবন ।

শুভ্রা । কেন পিতা রক্তবীজ
তপোবন করিয়াছে আক্রমণ !

রুদ্র । নিরুদ্দিষ্ট শুম্ভ নিশুম্ভের
পুত্রদের উদ্ধারের তরে ।

শুভ্রা। বলে দাও রক্তবীজে
নাহি হেথা দানব কুমার !

রুদ্র। বহুবার বলিয়াছি মাতা !
কিন্তু দম্ভ অবতার রক্তবীজ
উপেক্ষিয়া অনুরোধ মোর
দর্পভরে প্রবেশিল তপোবন মাঝে।

শুভ্রা। ডাক পিতা ইষ্টদেবে তব।
রক্ষিবারে দেবভক্ত ঋষিগণে
দেব সৈন্য লয়ে দেবগণ আসুক অচিরে।

রুদ্র। দেবভক্ত ঋষিগণে রক্ষিবার তরে
অগণিত দেব সৈন্য আসিয়াছে রণে।
দুই পক্ষে চলিতেছে তুমুল সংগ্রাম।
উল্কামুখী বাণে বাণে ব্যাপ্ত নভঃস্থল।
ডুবে গেছে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাদল।
অস্ত্রে অস্ত্রে জ্বলে উঠে কালাগ্নির শিখা।
ভীত ত্রস্ত ত্রিভুবন,
রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষিছে আসন্ন মরণ।

রক্তবীজের প্রবেশ

রক্তবীজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, পরাজিত দেবসেনা
ঘৃণ্য ফেরুপাল সম পলায়েছে সবে।

রুদ্রদেব। সেনাপতি রক্তবীজ !

রক্তবীজ। বল ঋষি কোথা আছে
দানবের নয়নের নিধি।

রুদ্রদেব। বলেছিত বহুবার,
নাহি হেথা দানবকুমার।

রক্তবীজ। মিথ্যাকথা! সত্যাশ্রয়ী ঋষি
মালব্য দিয়াছেন কর্ত্তা,
ঋষি রুদ্রের আশ্রমে আছে নিশুম্ভ তনয়।

রুদ্রদেব। মহর্ষি মালব্য যদি দিয়ে থাকে
এ সংবাদ, আর কিছু নাহি বলিবার!
ইচ্ছামত খুঁজে দেখ তুমি।

রক্তবীজ। সমগ্র নৈমিষারণ্য খুঁজিয়াছি আমি।
পাই নাই সন্ধান তাদের।
শুন ঋষি, চাহ যদি আপন মঙ্গল
ফিরে দাও নিশুম্ভ তনয়ে।

রুদ্রদেব। নাহি যাহা মম পাশে
কোথা হতে ফিরাইয়া দিব তারে?

রক্তবীজ। নাহি যদি ফিরে দাও নিশুম্ভ তনয়ে,
তবে অত্যাচার নির্য্যাতনে
বিমর্দ্দিত হবে তব পুণ্য তপোবন।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। সেই অত্যাচার নিবারিতে
দেবরাজ সম্মুখে তোমার।

রক্তবীজ। চমৎকার।
তোমারে ধরিতে কতদিন
সৃষ্টি মাঝে করেছি ভ্রমণ।

আজি স্বেচ্ছায় এসেছ যবে দানব সকাশে,
আর নাহি পাবে পরিত্রাণ !

ইন্দ্র । একবার পরাজিত করি
ভাবিয়াছ বুঝি, এই ভাবে
দেবের সর্ব্বস্ব লয়ে
মহাসুখে সৃষ্টি মাঝে করিবে ভ্রমণ ?

রক্তবীজ । চৌর ভাবে করি নাই
দেবতার সর্ব্বস্ব হরণ ।
বীর্য্যবলে পরাজিত করি দেবতায়
স্বর্গরাজ্য করিয়াছি লাভ ।

ইন্দ্র । কোন্ ন্যায় নীতি বলে
স্বর্গরাজ্য কর অধিকার ?

রক্তবীজ । শক্তিহীন দুর্ব্বলের করে
রাজদণ্ড শোভা নাহি পায় !
তাই শক্তিবলে স্বর্গরাজ্য
নিয়েছি কাড়িয়া ।
শক্তি যদি থাকে
থাকে যদি বীরত্বের অহঙ্কার,
পরাজিত করিয়া মোদের
স্বর্গরাজ্য কর অধিকার ।

ইন্দ্র । রে দাম্ভিক,
এই পুণ্য তপোবনে
দেবতা দানব বিবাদের হোক অবসান ।

(উভয়ের যুদ্ধ)

রুদ্রদেব। 　না-না অহিংসার বেদীতলে
জ্বালিও না হিংসার অনল।

ইন্দ্র। 　এই অস্ত্রাঘাতে বীরবর রক্তবীজ
মিশে যাও ধরণী ধূলায়!

রক্তবীজ। 　বিধাতার পাশে লভিয়াছি বর,
একবিন্দু রক্ত মোর পড়িলে ভূতলে
সহস্র সহস্র রক্তবীজ জন্মিবে আবার।

ইন্দ্র। 　কহি শেষ বার
মুক্তি দাও ঋষি রুদ্রদেবে,
নহে এই বজ্রাঘাতে
শত কোটি রক্তবীজ
মিশে যাবে অনন্ত অসীম। (বজ্র তুলিলেন

দ্রুতত্রিশূল হস্তে শুম্ভের প্রবেশ

শুম্ভ। 　নীথর হও বজ্র।
স্তব্ধ হও বজ্রধর।

রুদ্রদেব। 　সম্রাট শুম্ভ!

শুম্ভ। 　বল ঋষি
কোথা আছে নিশুম্ভ তনয়?

রুদ্রদেব। 　নাহি জানি সন্ধান তাহার—

শুম্ভ। 　মিথ্যাকথা!
দেবতা মানবে চক্রান্ত করিয়া
দানবে বিভ্রান্ত করি
দুজনের দুই পুত্রে করেছ হরণ।

রুদ্রদেব। হে রাজন!
জান তুমি সত্যাশ্রয়ী আমি!
কহি সত্য বাণী,
নাহি জানি
কোথা আছে নিশুম্ভ তনয়।

শুম্ভ। পুনঃ ছলনায় প্রতারিত করি
ভ্রান্ত পথে চালাইতে চাহ তুমি মোরে?
রক্তবীজ!
প্রজ্জ্বলিত কর হুতাশন।

রক্তবীজ। শিরোধার্য্য আদেশ সম্রাট।

রুদ্রদেব। রক্তবীজ, রক্ষা কর ব্রাহ্মণের অনুরোধ।

রক্তবীজ। হে ব্রাহ্মণ!
তোমাদের বিরচিত যত শাস্ত্র
চিরদিন আমাদের করিয়াছে ঘৃণা,
ঘৃণ্য যদি দানব সমাজ,
সৃষ্টিবুকে করে যাব নব অত্যাচার!
দেবতা মানবে মিলি দানবে দলিতে
যে চক্রান্ত করেছ সৃজন
আজি প্রতিশোধে তা'র
পুণ্য তপোবনে তব
জ্বালাইব প্রলয় অনল! [প্রস্থান।

রুদ্রদেব হে সম্রাট!
ত্রিদিব ঈশ্বর তুমি!
একি তব অনাচার?

শুভ্রা। দানব প্রধান,
করজোড়ে করি নিবেদন
তপোবনে জ্বেলো না অনল।

ঋষিগণ। (নেপথ্যে) আগুন! আগুন!

ইন্দ্র। হে রাজন!
দেবতার রাজা আমি
সকাতরে করি অনুরোধ,
নিবারিত কর তুমি প্রলয় অনল।

শুম্ভ। না—না, নির্ব্বাপিত হবে না অনল!
আজি হতে এই ভাবে সৃষ্টি বুকে
অত্যাচার নির্য্যাতন চলিবে অবাধে।

রুদ্রদেব। হে রাজন! রাজা তুমি
প্রজার পালক।
স্থির ভাবে দেখ বিচারিয়া,
কোন অপরাধ করি নাই মোরা,
তবু কেন ঋষিগণে পুত্রকন্যাসহ
সাধ তব করিতে বিনাশ?

শুম্ভ। ধার্ম্মিকের বুকে পদাঘাত না করিলে,
অধার্ম্মিক আমি
কিসে হবে প্রমাণ তাহার?

রুদ্রদেব। রাজা! রাজা!

শুম্ভ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
বীর্য্যবলে ত্রিভুবন করি অধিকার
শান্তিরাজ্য করিয়া স্থাপন

দুই ভায়ে ছিনু মোরা
ধ্যানে নিমগণ।
কেন সে শান্তির রাজ্যে
অশান্তি সৃজিতে,
সুরক্ষিত দৈত্যপুরী হতে
অন্তর্হিত হয়ে গেল নিশুম্ভ তনয় ?
কোথা গেল পুত্র মহাজন ?
মায়াপাশে বন্দি করি
মুক্তি পথ ভুলাইয়া
যেই ভাবে জ্বালাইতে চাহ আমাদের
ত্রিভুবন জ্বালাইব আমরাও
তেমনি অনলে।

শুভ্রা। হে সম্রাট !
তব পদতলে বসি
সকাতরে জানাই মিনতি,
প্রলয় অনল জ্বালি
ভস্মীভূত করিও না পুণ্য তপোবন !

শুম্ভ। দূর হও মায়াবিনি। (শুভ্রাকে পদাঘাত)

শুভ্রা। এত স্পর্দ্ধা তব রাজা,
সতী অঙ্গে কর পদাঘাত ?
জান নাকি সতী রোষানলে
পলকেতে হতে পার ভস্মে পরিণত ?

শুম্ভ। জানি, কিন্তু কোথা সেই সতী ?

শুভ্রা। আছে এই অন্তরের মাঝে।

শুম্ভ। যদি শক্তি থাকে
আন তারে বাহিরে টানিয়া,
দেখি কত শক্তিময়ি সতী!

ইন্দ্র। নির্ব্বোধ সম্রাট!
সতী ঋষি কুমারারে
করি পদাঘাত কি ফল লভিলে তুমি,
কহ দেখি শুনি।

শুম্ভ। সমুদ্র মন্থন করি
কি ফল লভিল দেবগণ,
সে কথা কহ ত দেবরাজ।

ইন্দ্র। মৃত্যুঞ্জয়ী সুরা তারা করেছিল লাভ।

শুম্ভ। তাই অত্যাচার অনাচারে
সৃষ্টিটা মন্থন করি
মুক্তি সুধা আমিও তুলিতে চাই।

ইন্দ্র। হে সম্রাট!
এই ধ্বংস যজ্ঞ বন্ধ করি
বন্দি করি মোরে
ইচ্ছা মত কর নির্য্যাতন।

শুম্ভ। ভিখারীরে রাজা কভু করেনা বন্ধন।

রুদ্রদেব। ওগো মহাভাগ,
ব্রাহ্মণের রাখিতে মর্য্যাদা,
কৃপাকরি রক্ষা কর ঋষিগণে তুমি।

শুম্ভ। সাধনায় সমাধিস্থ আমি
সকরুণ সুর তব

পশিবে না শ্রবণে আমার।
শুধু অত্যাচার অনাচারে
হয়ে নিমগন চাই আমি
সেই শক্তিময়ী…না—না,
কিছুই চাহি না আমি।
খেলা—খেলা এই মোর
জীবনের আগুনের খেলা।

[প্রস্থন।

শুভ্রা। পিতা, ব্রহ্মের সাধক তুমি!
তুমি কি পারনা
দৈত্য কর হতে রক্ষিবারে ত্রিভুবনে?

রুদ্রদেব। আত্মহারা আমি, মাতা
অসুরের নির্য্যাতনে
মাঝে মাঝে মনে হয়
অভিশাপে ভস্মীভূত
করে দিই দুরন্ত দানবে।
…না না ক্ষমা হি পরমো ধর্ম্মঃ!
ব্রাহ্মণ হইয়া কেমনে ভুলিব মাতা
সেই সে পরম বিধি?

ইন্দ্র। তবে কি দুরন্ত কবল হতে
উদ্ধারের নাহিক উপায়?

মেধসের প্রবেশ

মেধস। নিরুপায় মাঝে উপায় করিতে পারে
আদি মাতা বিশ্বমাতা!

ইন্দ্র। তবে দেবতা মানবে মিলে
ডাক ঋষি সেই মহিষমর্দ্দিনী মাতা ঈশানীরে।

রুদ্রদেব। কেমনে সম্ভব তাহা?
কোন্ রূপ ধ্যানে
করিব আমরা বল মায়ের সাধনা?

ইন্দ্র। পরমা প্রকৃতি সতী
কন্যায় তোমার
মহাশক্তি প্রতিমূর্ত্তি করিয়া কল্পনা
ওই রূপধ্যানে
করিব আমরা সবে মায়ের সাধনা।
এসো মাতা, দাঁড়াও সম্মুখে;
ভাব মনে মহাসতী তুমি
আদি মাতা বিশ্ব প্রসবিনী।

(শুভ্রা সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, দেবতা ও মানবে
সকলে তাঁর পদতলে বসিলেন)

ইন্দ্র। নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্ ॥

রুদ্রদেব। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

মেধস্। গীত

জাগো মা!
দুর্জ্জনে দেখাও তব মহিমা ॥
অসুর পীড়নে নিপীড়িত জনগণ,
তব পদতলে মাগো নিয়েছে শরণ,
জাগো চণ্ডি চন্দ্র চূড়া দেখাও দীপ্ত গরিমা ॥

৬

রৌদ্রা রূপে কর রুদ্রে দলন,
মাতৃরূপে কর সন্তান পালন,
আঁধারের বুক চিরে প্রকাশিত হক তব চির ভাস্বর অরুণিমা ॥

সকলে। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

(সকলের প্রণাম)

মহামায়ার আবির্ভাব

মহামায়া। শান্ত হও পুত্রগণ !
বল কেন সবে মিলে !
আমারে করিলে আবাহন ?

ইন্দ্র। শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য রক্তবীজ করে
পরাজিত নির্য্যাতিত মোরা
তব অধম সন্তান।
দম্ভ ভরে শুম্ভ,
দেব ঋষিগণে করি নির্যাতন
সতী অঙ্গে করি পদাঘাত
বীরদর্পে ধরাপরে করে বিচরণ !
প্রতিশোধ নিতে তার
অপরাধ করিয়াছি মাগো চরণে তোমার
কিন্তু মাতা অসুর পীড়নে ত্রিভুবনে
উঠিয়াছে আকুল ক্রন্দন।
তাইগো জননী
তোমারে জানায়ে আবাহন
তব পদ তলে মোরা লইনু শরণ।

মহামায়া। ওরে দৈত্য ভয়ে ভীত পুত্রগণ !
আর নাহি ভয়
অভয়া এসেছে আজ সম্মুখে তোদের !
দেব ঋষিগণে করি নির্য্যাতন
সতী অঙ্গে করি পদাঘাত
অপমান করিয়াছে আমারে অসুর।
রক্ষিতে সন্তানে
রক্ষিতে সতীর মান,
রক্ষিতে এ সৃষ্টির নিয়ম,
মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করি,
দুরন্ত দানব শুম্ভ নিশুম্ভে আমি
বধিব নিশ্চয়। [অন্তর্দ্ধান]

সকলে। বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
সুরাসুর-শিরোরত্ন নিঘৃষ্ট চরণাম্বুজে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

শুভ্রা। পিতা ! পিতা !
কেন মোর সর্ব্ব অঙ্গ
কাঁপে থরথর ?

রুদ্র। মাগো, তোর মাঝে
এসেছিল আদি মাতা শিবের শিবাণী।
পরমা প্রকৃতি তুমি সতী।
আজীবন তোরে কভু
পুরুষে করে নি পরশন,

তাইগো জননী মানবী হইয়া
আজি হতে "কৌমারী দেবী" নামে
হও পরিচিত।

[প্রস্থান।

শুভ্রা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমারে চিনেছি আমি।
আমি মাতা, আমি কন্যা,
আমি জায়া, আমি ভগ্নী,
আমি হই সৃষ্টি স্থিতি লয়!
আমাব আমিত্ব ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচরে।

ইন্দ্র। মহর্ষি মেধস!
অবিরাম কর তুমি মাতৃ আরাধনা।
আমি যাই ব্রহ্মা বিষ্ণু পাশে
দিতে এই শুভ সমাচার!

[প্রস্থান।

[পূর্ব্বগীতাংশ গাহিতে গাহিতে শুভ্রাকে লইয়া মেধসের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হিমালয় উপত্যকা

মহাজনের প্রবেশ

মহাজন। গহ্বরের মুখ থেকে পাথর সরে গেছে! আলো—আলো! আরও আলো! এই আলোতেই উপত্যকা পার হয়ে যাব! সায়ন! সায়ন কোথায়? তাকে কি ডাকবো? না—না, আমিই যাই!

নীলাম্বরের প্রবেশ

নীলাম্বর। যেতে পারবে না।

মহাজন। না—না, আর আমায় আটকে রাখতে পারবে না।

নীলাম্বর। ভুলে যাচ্ছ, তুমি নিরস্ত্র?

মহাজন। আমরা দৈত্য! প্রয়োজন হলে জীবন আহুতি দিই, তবু ছলনা করি না।

নীলাম্বর। পশুপ্রবৃত্তিতে তোমাদের জন্ম, তাই পাশবিকতায় তোমরা শক্তিশালী!

মহাজন। ওটা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র!

নীলাম্বর। আমি তর্ক করতে আসিনি। আমি জানতে চাই, তুমি গুহায় যাবে কিনা?

মহাজন। না, যাব না! আমি পিতার কাছে ফিরে যাব।

নীলাম্বর। আমার হাতে অস্ত্র থাকতে এখান থেকে একপাও যেতে পারবে না। (অস্ত্র তুলিলেন)

রক্তবীজের প্রবেশ

রক্তবীজ। অস্ত্রের গর্ব, অস্ত্রাঘাতেই ধুলিসাৎ হয়ে যাক।

নীলাম্বর। সাবধান। (উভয়ে যুদ্ধ ও নীলাম্বরের পরাজয়)

মহাজন। রক্তবীজ! এসেছ বন্ধু?

নীলাম্বর। রক্তবীজ!

মহাজন। ওই নিষ্ঠুর দেবতাদের কবল থেকে সায়নকে উদ্ধার কর ভাই!

রক্তবীজ। কোথায় সায়ন?

মহাজন। ওই পাষাণ গুহায়।

রক্তবীজ। প্রতিটি পাষাণ গুহা তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করেছি, কোথাও তাঁর সন্ধান পাইনি।

মহাজন। পাষাণ গুহায় সায়ন নেই?

রক্তবীজ। না! বল দেবকুমার, কোথায় সায়ন?

নীলাম্বর। জানি না।

রক্তবীজ। মিথ্যা কথা। সত্য বল কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ?

নীলাম্বর। আমরা দেবতা, হীন দানবের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই!

রক্তবীজ। চমৎকার! এই হীন দানবেরই পায়ের তলায় তোমার পিতাকে একদিন হাত জোড় করে বসতে হয়েছিল। তোমরা এত স্বার্থপর যে সময়ে পায়ে ধর, আবার সুযোগ পেলেই গলা টিপে ধর।

মহাজন। এখনও বল দেবকুমার কোথায় সায়ন?

নীলাম্বর। বলব না।

মহাজন। বলবেনা। বেশ, তোমাকেও বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার পিতা যতক্ষণ না মুক্ত করে নিয়ে আসে, ততক্ষণ আমরাও তোমায় মুক্তি দেব না!

রক্তবীজ। প্রয়োজন নেই যুবরাজ! বাহুবলেই আমরা সায়নকে উদ্ধার করব!

মহাজন। তার আগেই যদি হত্যা করে?

রক্তবীজ। তার প্রতিশোধে দেবতার নির্য্যাতনে ত্রিভুবন কেঁপে উঠবে। এস আমরা রাজধানীতে ফিরে যাই। [প্রস্থান।

মহাজন। বিদায় বন্ধু! অনেকদিন একসাথে ছিলুম আছ বিদায় দিতে নিশ্চয়ই মন খারাপ হবে। কি করব? এছাড়া আর অন্য উপায় নেই। [প্রস্থান।

নীলাম্বর। রক্তবীজ! তোমাদের দম্ভ আর বেশীদিন চলবে না! মা মহামায়ার আবির্ভাব হয়েছে। এইবার তোমাদের দর্পের খেলা শেষ হয়ে যাবে! কে? কে ওই উপত্যকায় দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসলে? ওকি? ওযে মা মহামায়া। আর ভয় নাই! মাভৈঃ—মাভৈঃ।

[প্রস্থান।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। হা-হা-হা! রে অসুর!

আমারে লভিতে যদি এত সাধ তোর
ত্বরা করি আয় তবে সম্মুখে আমার!

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। নাহি চাই তোমারে সুন্দরি!

মহামায়া। তবে কি কারণ আসিয়াছ হেথা!

চণ্ড। নিশুম্ভ তনয়ে খুঁজিতে আসিয়া
দেখিনু তোমায়!
অপূর্ব্ব সুন্দরী তুমি,
তাই কহি বরাননে
সম্রাট শুম্ভ কিংবা নিশুম্ভে বরিয়া
ধন্য কর জীবন তোমার।

মহামায়া। কেবা সে শুম্ভ-নিশুম্ভ?

চণ্ড। ত্রিদিব ঈশ্বর শুম্ভ
অনুজ তাহার মহাবল নিশুম্ভ দানব।
কথা শোন, ভজ তুমি যারে তব সাধ।
তব যোগ্য স্থান দানবের সুরম্য প্রাসাদ।

মহামায়া ঠিক বলিয়াছ তুমি!
একা একা ঘুরে মরা
ভাল নাহি লাগে।
তব মুখে দানবের গুণ গান শুনি
বড় ইচ্ছা হইতেছে
দানব ঘরণী হতে!
কিন্তু মাঝখানে তুচ্ছ এক অন্তরায়
বাধায়েছে মহাগণ্ডগোল।

চণ্ড। বাহুবলে অপসৃত করি অন্তরায়
লয়ে যাব আমি তোমা দানব আলয়ে।

মহামায়া। কিন্তু আমি যে করেছি পণ,
সম্মুখ সমরে যেবা পরাজিত করিবে আমায়
তাহারেই স্বামীরূপে করিব বরণ।

চণ্ড। এ কি অসম্ভব কথা
শুনি তব মুখে।
রমণীর সাথে রণ কেমনে সম্ভব ?

মহামায়া। বিশ্বাস না হয় যদি কথায় আমার
তুমি মোরে সম্মুখ সমরে কর পরাজিত,
তোমারেই স্বামী রূপে করিব বরণ !

চণ্ড। দাস আমি সম্রাট শুম্ভের !
আদেশ ব্যতীত তাঁর করিব না রণ।

মহামায়া। সুন্দরীরে নাহি চাও তুমি ?

চণ্ড। নিজে আমি নাহি চাই তোমারে সুন্দরি !
প্রভু মোর ত্রিদিব ঈশ্বর।
তাহার ঘরণী বলি বারেক যখন
কল্পনা করেছি তোমা,
মাতৃসমা পূজনীয়া তুমি।
অপরাধী করোনা আমায়।
চল যাই সম্রাটের পাশে।

মহামায়া। বড় ইচ্ছা যেতে মোর
সম্রাট সকাশে।

চণ্ড। নাহি চিন্তা তোমার জননি।
অচিরেই বাধা মুক্ত করি
নিয়ে যাব দৈত্যপুরী মাঝে !
তিলেক অপেক্ষা কর।

মহামায়া। কোথা যাবে তুমি !

চণ্ড। সম্রাটে সংবাদ দিতে।

মহামায়া। বলো গিয়ে প্রভুরে তোমার,
বড় ভালবাসি তারে !
তাই ইচ্ছা হয় দেখিতে তাহারে।
মাত্র তিনদিন থাকিব হেথায়।

চণ্ড। প্রতি কথা তব
বর্ণে বর্ণে বলিব সম্রাটে
বিদায় জননি।
দেখা হবে সমর প্রাঙ্গণে।
কর্ম অঙ্গে হয়ত করিতে হবে কত অস্ত্রাঘাত।
তার আগে পদধূলি নিয়ে যাই শিরে।
অধমের অপরাধ ক্ষমিও জননি। [প্রস্থান।

মহামায়া। এইবার লীলাখেলা সুরু হবে মোর।
শান্তিরাজ্য করিতে স্থাপন
দুর্জ্জনে দলন করি সুজনে রক্ষিতে
নব নব রূপ ধরি প্রকাশিব আমি।
ব্রহ্মা বরে হয়ে বলিয়ান
শুম্ভ আর নিশুম্ভ দানব
সৃষ্টিমাঝে বিভীষিকা সৃজি
মহাদম্ভে করে বিচরণ।
মায়া মোহ মুক্ত করি
অবোধ সন্তানে
দেখাইব মুক্তির আলোক।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্য পথ

চেতনা ও মুণ্ডের প্রবেশ

চেতনা। ক্ষণেক অপেক্ষা কর দানব-সেনানি,
জীবন সায়াহ্নে শুনে যেতে চাই শুধু
কোথা আছে স্নেহের সায়ন।

মুণ্ড। শুনিয়াছি রক্তবীজ মুখে
রুদ্রের আশ্রমে আছে
কুমার সায়ন।

চেতনা। চল সেনাপতি,
নিয়ে চল মোরে সেই
ঋষির আশ্রমে,
কতদিন দেখিনি তাহারে!
মাতৃহারা অভাগা সন্তান
হয়ত বা মোর তরে
ফেলে আঁখি জল!

মুণ্ড। জান মাতা রাজার আদেশ?

চেতনা। জানি পুত্র, হত্যা করি মোরে
তপ্তরক্ত নিয়ে যেতে হবে তোমা
সম্রাট সকাশে।

মুণ্ড। রাজ আজ্ঞা করিয়া পালন
এখুনি ফিরিতে হবে
রাজধানী মাঝে।

চেতনা। একবার শুধু তারে দেখিয়া নয়নে
তোমার খড়্গের তলে
হাসি মুখে দিব আমি আত্ম বলিদান।

মুণ্ড। ক্ষমা কর মাতা।
রাজআজ্ঞা পালনের
সময় অতীত প্রায়।
এ সময় তব অনুরোধ
পারিব না রক্ষিতে জননি!
কঠোর আদেশ তার করিতে পালন
শত শেল বিদ্ধ হোক অন্তরে আমার।
তবু নাহিক উপায়!
দাস আমি,
বিচারের নাহি অধিকার।
শুধু নমস্কার করি প্রভুর চরণে
নত শিরে পালিব আদেশ।

চেতনা। শুন সেনাপতি!
এতদিন পুত্র সম গণিয়াছি তোমা।
তুমিও আদেশ মোর
করেছ পালন।
আজি তব জননীর
শেষ অনুরোধ রক্ষা কর তুমি।

মুণ্ড।　　নিরুপায় আমি মাতা।
　　সত্য করি সম্রাট চরণে
　　দাসত্ব বন্ধন যবে করেছি বরণ
　　আজীবন আজ্ঞা তাঁর কবিব পালন।

চেতনা।　　স্নেহের কি নাহি প্রতিদান?

মুণ্ড।　　মাতা,—

চেতনা।　　ভেবে দেখ সেনাপতি।
　　আত্মাসনে প্রশ্ন করি
　　দেখ বিচারিয়া।

মুণ্ড।　　আত্মা যার বিকায়েছে
　　প্রভুর চরণে। কোথা তার
　　বিচার শকতি মাগো?
　　বিচার বিবেক সব দিয়া বিসর্জ্জন
　　সার করিয়াছি শুধু দাসত্ব আমার।
　　ক্ষমা কর আমারে জননি,
　　এই অস্ত্রাঘাতে শেষ হোক
　　জীবন তোমার।

নিশুম্ভের প্রবেশ

নিশুম্ভ।　　স্থির হও সেনাপতি।

মুণ্ড।　　একি নিশুম্ভ রাজন?

চেতনা।　　তুমি কেন আসিলে দেবর?

নিশুম্ভ।　　ফিরাইতে দানবের রাজলক্ষ্মী
　　ছুটিয়া এসেছি আমি গভীর বিপিনে।

মুণ্ড। রাজাদেশে,
পুত্র হয়ে নির্মম ঘাতক সম
মাতৃহত্যা করিতে এসেছি আমি।
ক্ষম মোরে মতিমান।

নিশুম্ভ মাতৃ হত্যা মহাপাপ হতে
রক্ষিতে তোমারে—
নব আজ্ঞা শিরে লয়ে
মহারাণী চেতনারে
ফিরাইতে আসিয়াছি আমি।

মণ্ড। রাণীরে ফিরায়ে নিতে
দিয়াছেন আদেশ সম্রাট?

নিশুম্ভ। হ্যাঁ সেনাপতি।
মুক্ত তুমি কঠোর কর্ত্তব্য হতে।
যাও ত্বরা,
রাজধাণী মাঝে জানাও সংবাদ
রাজরানী আসিছেন
রাজপুরী মাঝে।

মুণ্ড। তব আজ্ঞা করিতে পালন
বায়ু বেগে ছুটে য'ব রাজধানী মাঝে
যদি করে থাকি অপরাধ মাগো,
নিজ গুণে ক্ষমা করো অধম সন্তানে।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। অভিমান ত্যাগ করি
চল মাতা রাজপুরী মাঝে।

চেতনা। দেবর ! স্ত্রী নহে পুরুষের
খেলার পুতলী !
পুরুষ প্রকৃতি হয় স্রষ্টার সৃজন।
সৃষ্টি রক্ষা তরে একে অপরের
সম প্রয়োজন ! সেই প্রকৃতিরে
অবহেলে দলিয়াছে যেবা,
তার পাশে নাহি যাব আমি।

নিশুম্ভ মোহে ভ্রান্ত আজি অগ্রজ আমার,
তোমারে বিদায় দিয়া
ফেলে আঁখি জল !
ক্ষমা কর ভাগ্যহীনে মাতা,
দানবের দুর্য্যোগের দিনে
কৃপা করি ফিরে চল ঘরে।

চেতনা। দুর্য্যোগ ! কিসের দুর্য্যোগ !

নিশুম্ভ। একদিকে দেবেন্দ্র আদেশে
অসুর বিনাশ তরে
ঋষি রুদ্র করিতেছে শক্তির সাধনা,
অন্যদিকে কোথা হতে
ষোড়শী সুন্দরী আসি
বসিয়াছে হিমালয় বুকে !
রাজাদেশে ধূম্র লোচন বীর
গিয়াছে ধরিতে তারে।
অহরহঃ ওই চিন্তা
উন্মাদ করেছে মাগো অগ্রজে আমার।

পত্নী তুমি, কর্ত্তব্য তোমার,
দুর্দ্দিনে পতির পার্শ্বে করা অবস্থান,
শান্তির প্রলেপ দিতে উত্তপ্ত ললাটে।

চেতনা। অসুর বিনাশ তরে
ঋষি রুদ্র করিতেছে শক্তির সাধনা?
চল গো দেবর,
নিয়ে চল মোরে সেই
ঋষির আশ্রমে,
জিজ্ঞাসিব তারে,
কোন্ অপরাধে চান তিনি
অসুরের করিতে বিনাশ।

নিশুম্ভ। তার আগে চল যাই
দানবের রাজধানী মাঝে।

চেতনা। দেবর—দেবর,—অপমান চাহ তুমি মোর!

নিশুম্ভ। শুনিব না কোন কথা
মানিব না কোন বাধা আর।
এসো গো জননি—
কিসের মা অপমান পতির সকাশে?
অপমান, তিরস্কার পুষ্পাঞ্জলি বনিতার কাছে।
চল মাতা, চল—চল,
মঙ্গলাচরণ করি লয়ে যাই তোমা
লক্ষ্মীহারা দৈত্য রাজ্যে
পুনরায় রাজলক্ষ্মী করিতে প্রতিষ্ঠা।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা

রক্তবীজ ও রুদ্রদেবের প্রবেশ

রুদ্রদেব। কহ সেনাপতি,—
কেন মোরে বন্দী করি আনিলে হেথায় ?

রক্তবীজ। উপেক্ষিয়া সম্রাট আদেশ
দৈত্যরাজ্যে করিয়াছ
শক্তি আরাধনা !

রুদ্রদেব। দানবের নির্য্যাতন হতে
রক্ষিবার দেবতা মানবে
করিয়াছি শক্তির অর্চ্চনা।

রক্তবীজ। এত স্পর্দ্ধা তব ?
যাঁর রাজ্যে কর বাস,
তাঁহারই ধ্বংসের তরে
শত্রুরে তাঁহার কর আবাহন ?

রুদ্রদেব। প্রজার রক্ষক হয়ে
যেবা করে নির্য্যাতন
ধ্বংস তার অনিবার্য্য গতি।

চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। দানবের প্রচণ্ড আঘাতে
ঘুরে যাবে সেই গতি বিপরীত দিকে।

রুদ্রদেব। সত্যের পালক আমি
ধর্ম্মের সেবক,
তাই মিথ্যা কভু নাহি হবে
সাধনা আমার।

মুণ্ডের প্রবেশ

মুণ্ড। আজি হতে দানব কারায় বসি
কর ঋষি সাধনা তোমার।

রুদ্রদেব। করি নাই কোন অপরাধ;
কি কারণ কারাবাস করিতে হইবে?

শুম্ভের প্রবেশ

শুম্ভ। বিদ্রোহী তুমি!
রাজ-আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
দৈত্যরাজ্যে করিয়াছ শক্তির অর্চ্চনা?

রুদ্রদেব। ঋষি আমি—সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ!
জগতের মঙ্গল কারণ
পূজা উপচার মম জীবনের ব্রত।
রাজা তুমি, শক্তিবলে বন্দী করি
বন্ধ করে দিতে চাও ধর্ম্ম-কর্ম্ম মোর?

শুম্ভ। প্রজা যদি করে অবিরাম
নৃপতির অশুভ কামনা,
বল ঋষি, সে প্রজার প্রতি
কোন্ ব্যবহার কর্ত্তব্য আমার?

রুদ্রদেব　　করে নাই কেহ রাজা
　　অশুভ কামনা।
　　ঈশ্বর বিশ্বাসী মোরা
　　তাই অত্যাচারী শাসকের
　　নির্য্যাতন হতে মুক্তির লাগিয়া
　　দেবগণে যথারীতি যজ্ঞ ভাগ দানি
　　শক্তিপূজা করিয়াছি আমি !

শুম্ভ।　　পরাজিত দেবগণ।
　　যজ্ঞ ভাগ পূজা উপাচারে
　　নাহি তার কোন অধিকার।
　　দেব ভোগ্য যজ্ঞীয় আ৮ার
　　নিবেদন কর ঋষি দানবের পায়।

রুদ্রদেব।　　এ জীবনে আর পারিব না তাহা !
　　যেই হস্তে নিবেদন করিয়াছি
　　দেবতার পায়, সেই হস্তে
　　করিব না দানবের পূজা !

রক্তবীজ।　　মরতের সর্ব্ব ঋষি
　　যজ্ঞভাগ করিয়াছে নিবেদন
　　সম্রাটের পায় ! তুমি কেন
　　যজ্ঞভাগ দিবে না সম্রাটে ?

রুদ্রদেব　　দিতে পারি যজ্ঞভাগ
　　রাজার চরণে,
　　রাজা যদি দেয় স্থান
　　মৃত্যু পরে শান্তি নিকেতনে।

নিশুম্ভের প্রবেশ

নিশুম্ভ। অশান্তি অনল মাঝে করিয়া নিক্ষেপ
নিজে তুমি চাহ স্থান শান্তি নিকেতনে?

রুদ্রদেব। সাক্ষ্য রাখি নারায়ণে,
সাক্ষ্য রাখি অন্তর্য্যামী দেব-দিবাকরে,
কহিতেছি আমি
করি নাই অশান্তি সৃজন।

শুম্ভ। শাস্ত্রবিদ্ তুমি ঋষি।
বল সুরক্ষিত দৈত্যপুরী হতে
কোথা গেল নিশুম্ভ তনয়?

রুদ্রদেব। নিশুম্ভের পাপে
সুরক্ষিত দৈত্যপুরী হতে
অন্তর্হিত তনয় তাহার।

নিশুম্ভ। কোন পাপে পুত্ররত্নে হারাইনু আমি?

রুদ্রদেব। পশুভাবে বিলাসিনী অঙ্গনায়
দিয়া আলিঙ্গন,
গর্ভে তার সৃজিয়া সন্তান
করিয়াছ যেই মহাপাপ
সেই পাপে পুত্রহারা তুমি।

শুম্ভ। বল ঋষি এ জীবনে
আর তাকে পাব নাক ফিরে?

রুদ্রদেব। জীবনের শেষ দিনে
ফিরে পাবে তারে।

শুম্ভ।　বল ঋষি কোথা আছে
কুমার সায়ন ?

রুদ্রদেব।　দেবতা আশ্রয়ে।

শুম্ভ।　কোথা সেই দেবের আশ্রয় ?

রুদ্রদেব।　বলিব না তাহা।

নিশুম্ভ।　স্ব-ইচ্ছায় যদি নাহি বল ঋষি,
দানবের নির্যাতনে
বাধ্য হবে করিতে প্রকাশ।

রুদ্রদেব।　ঋষি আমি ব্রহ্মের সাধক
সর্ব্বস্ব অর্পিয়া ইষ্টের চরণে
কামনা বাসনা হীন সেবক তাঁহার।
সেই ইষ্টদেবে স্মরি
হাসিমুখে সয়ে যাব শত নির্য্যাতন।

চণ্ড।　দেহ ঋষি যজ্ঞভাগ সম্রাটের পায়।

রুদ্রদেব।　দেব ভিন্ন যজ্ঞভাগে
আর কারো নাহি অধিকার।

মুণ্ড।　বল ঋষি, রাজ আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন,
কেন তুমি দৈত্যরাজ্যে
করিয়াছ শক্তি আরাধনা ?

রুদ্রদেব।　আপন ইচ্ছায় করিয়াছি
শক্তি আরাধনা।

নিশুম্ভ।　এই কশাঘাতে
হোক তব ঔদ্ধত্যের চির অবসান।
(রুদ্রদেবকে কশাঘাত করিলেন)

রুদ্রদেব। কোথা ইষ্টদেব,
কোথা তুমি অন্তর্য্যামী দেব নারায়ণ !
অন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া
দেখ তব সৃষ্টির নিয়ম।
ব্রহ্ম অংশজাত স্বাত্বিক ব্রাহ্মণ
তব তরে সহ্য করে দানব পীড়ন।

সকলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রুদ্রদেব। কোথা ওগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারি
নেমে এস—নেমে এস
ভক্তেরে রক্ষিতে।

নিশুম্ভ। হে ব্রাহ্মণ ! আজি আমাদের
ধ্বংসের কারণ
নিরাকারে সাকারে আনিয়া
সৃষ্টি মাঝে শ্রেষ্ঠ হতে চাও ?

শুম্ভ। নাহি হবে তাহা।
আমাদের ধ্বংসের কারণ
করিয়াছ বৃথা আয়োজন !
আমাদের ধ্বংসের লাগিয়া
আমরাই পঞ্চভূত হতে
আকর্ষিয়া আনিব তাহারে।

রুদ্রদেব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পার যদি করে যাও
সাধনা তাঁহার—

নিশুম্ভ। অত্যাচার নির্য্যাতনে
সুরু হবে সাধনা মোদের।

এতদিন করিয়াছি পূজা,
তবু পাই নাই দেখা।
এইবার পদাঘাত করি ব্রহ্মর্ষির গায়
দেখি পাই কিনা দরশন তাঁর।

(রুদ্রদেবকে পদাঘাত করিলেন)

শুম্ভ। রে নিশুম্ভ—
নহে পদঘাত।
কেড়ে নিয়ে ব্রাহ্মণেব যজ্ঞ-উপবীত
শত ছিন্ন কবি ফেলে দাও ধরণী ধূলায়।

রুদ্রদেব। এত স্পর্দ্ধা তব,
কেড়ে নেবে ব্রাহ্মণেব যজ্ঞ-উপবীত ?
সত্য যদি হই আমি ব্রাহ্মণ কুমার,
সত্য যদি হই আমি স্বাত্বিক ব্রাহ্মণ,
তবে ওগো নাবায়ণ,
দুর্জ্জনে দেখাও প্রভু
মহিমা তোমার ?

নিশুম্ভ। দানব হুঙ্কারে নারায়ণ লুকায়েছে
পর্ব্বত গুহায়।

পূর্ণরূপে নারায়ণের আবির্ভাব

নারায়ণ। স্বত্বগুণী ব্রাহ্মণে রক্ষিতে
সদা জাগরিত পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।

সকলে। নারায়ণ !

গীতকণ্ঠে মেধসের প্রবেশ

মেধস্ । গীত

নহে শুধু নারায়ণ,—
ও যে একমেবা দ্বিতীয়ম্ ॥
দৈত্য দলনে শিষ্ট তরণে,
বারে বারে নামে ভূভার হরণে,
বিশ্ব রক্ষিতে সদা জাগরিত বিশ্ববিমোহন ॥
পাপী তাপি তরাতে,
যুগে যুগে ধরাতে,
আসিযাছে দীননাথ পতিত পাবন ॥

শুম্ভ । নারায়ণ ! রে নিশুম্ভ !
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে এসো ত্বরা ।

নারায়ণ । রে শুম্ভ-নিশুম্ভ ।
অন্তরের ব্যথা বুঝিয়াছে অন্তর্য্যামী ।
ঋষি ব্রাহ্মণ নির্য্যাতনের
নাহি প্রয়োজন,
অচিরেই ইচ্ছা হইবে পূরণ ।
এসো দ্বিজ হিমালয় উপত্যকা মাঝে,
হেরিবে সেথায়
সিংহবাহিনী মাতায় অপরূপ রূপে ।

[রুদ্রদেব ও মেধসসহ প্রস্থান ।

শুম্ভ । হিমালয়ে যাও নারায়ণ ।
হেরিবে সেথায়,
মহাবীর ধূম্রলোচন করে

সিংহসহ মাতা তব
দৈত্যের বন্দিনী !

দ্রুত সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। হে সম্রাট !
পড়িয়াছে ধূম্রলোচন
দেবী অস্ত্রাঘাতে !

শুম্ভ। বলহে সুগ্রীব, আর কিবা দুঃসংবাদ
আনিয়াছ তুমি ?

সুগ্রীব। একা নহে ধূম্রলোচন বীর,
দেবীব বাহন সিংহের বিক্রমে
সমস্ত দানব সেনা পড়েছে সেথায় ।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। এত স্পর্দ্ধা ধরে মোহিনী মূরতি !
ধূম্রলোচন বীরে করিয়া নিহত
বীরাঙ্গনা রূপে বিরাজে ধরায় ?
রে নিশুম্ভ ! রক্ষিবারে রক্ষ রাজধানী
আমি যাব, দেখিব তাহারে,
কোন্ শক্তিবলে শক্তিমতী নারী ।

রক্তবীজ। যতদিন মোরা রয়েছি জীবিত,
ততদিন নাহি শোভে
তব রণ অভিযান !
হে সম্রাট, দেহ অনুমতি,
আমি যাব সম্মুখ সমরে
নারীরে করিতে সম্ভাষণ ।

চণ্ড। দাস মোরা, এতদিন
তব অন্ন করেছি গ্রহণ,
আজি সেই ঋণ পরিশোধ তরে
রণক্ষেত্রে করিব সংগ্রাম
কৃপা করি দাও অনুমতি।

শুম্ভ। তাই যাও, দুই ভায়ে
কর আক্রমণ।
বন্ধন কিংবা কেশ আকর্ষণে
ত্বরা করি ধরে আন তারে।

চণ্ড। প্রভু আজ্ঞা করিতে পালন
বায়ুবেগে যাব মোরা
সে দুরন্ত রমণীরে করিতে বন্ধন,
নাহি যদি পারি,
তবে প্রভুর কারণ
এ জীবন দিব বিসর্জ্জন। [প্রস্থান

মুণ্ড শুন রাজা! শুন রাজভ্রাতা!
তোমাদের তৃপ্তির কারণ
এ সমরে করিনু বরণ।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। রক্তবীজ!

রক্তবীজ। যাব আমি শেষবার সায়নে খুঁজিতে।

নিশুম্ভ। তাই যাও—তাই যাও,
শেষবার ত্রিভুবনে কর অন্বেষণ।
বড় সাধ শেষবার দেখিতে তাহারে।

রক্তবীজ। 　ওগো মহাভাগ।
কুমারের অন্বেষণে
দুর্ব্বার গতিতে ত্রিভুবন করিব ভ্রমণ।
পাই যদি আনিব তাহারে,
আর নাহি পাই যদি,
সমর অঙ্গনে পশি
অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন করি মায়া সৈন্যগণে
কেশে ধরি তুলে আনি তারে
তব চরণেতে দিয়ে যাব
জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। 　[প্রস্থান।

শুম্ভ। 　নিশুম্ভ—

নিশুম্ভ। 　নাহি চিন্তা দাদা।
শক্তিমান অনুজ তোমার
যতদিন রহিবে জীবিত,
ততদিন কোন আশা
অপূর্ণ রবে না তব।
হয় যদি প্রয়োজন
আদি জননীরে
এনে দিব সম্মুখে তোমার। 　[প্রস্থান।

শুম্ভ। 　বেজেছে কালের ভেরী ভৈরব গর্জ্জনে
দিগন্ত কম্পিত কবি অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যস্থলে
বাজিতেছে ধ্বংশের বিষান।
হও যত বীর্য্যবান, নাহি পরিত্রাণ,
বিধির বিধান মরিতে হইবে সবে। 　[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

নীলাম্বরের প্রবেশ

নীলাম্বর। সায়ন! সায়ন! কি আশ্চর্য্য, এখান থেকে সে গেল কোথায়?

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। নীলাম্বর! তোমার পিতার আদেশ, মহাজনকে নিয়ে তুমি শীঘ্র বিন্ধ্যাচলে চলে যাও!

নীলাম্বর। তাঁর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। সে এখন ভাবনা চিন্তার বাইরে!

চন্দ্র। কোথায়?

নীলাম্বর। রক্তবীজ তাকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে!

চন্দ্র। কি করে সে সন্ধান পেলে?

নীলাম্বর। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই তাকে সে সন্ধান দিয়েছে!

চন্দ্র। তোমার কাছে বন্দী ছিল, তুমি তাকে মুক্তি দিলে কেন?

নীলাম্বর। স্বর্গ রাজ্যটাও ত আপনাদের অধিকারে ছিল, আপনারা তাকে দানবের হাতে তুলে দিলেন কেন?

চন্দ্র। তুমি অপদার্থ—

নীলাম্বর। কিন্তু কাপুরুষ নই!

চন্দ্র। সাবধান কুমার।

নীলাম্বর। কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে না! যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, ছলনায় তাদের নিষ্পাপ শিশুদের ভুলিয়ে নিয়ে এসে তিলে তিলে শুকিয়ে মারতে চান! চমৎকার আপনাদের দেবত্ব!

চন্দ্র। তুমি কি তোমার পিতার কাজেরও সমালোচনা করতে চাও?

নীলাম্বর। সত্য চিরদিনই সত্য! তার কাছে পিতা পুত্রের বিচার নেই।

চন্দ্র। তুমিই তাহলে মহাজনকে মুক্তি দিয়েছ?

নীলাম্বর। দিইনি! যদি দিতুম, তাহলেও কোন অন্যায় করতুম না!

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। নীলাম্বর! মনে রেখ চন্দ্রদেব তোমার গুরুজন! ওঁকে অপমান করা তোমার উচিত নয়!

চন্দ্র। আপনার বন্দীকে নীলাম্বর বিনা আদেশে মুক্তি দিয়েছে।

ইন্দ্র। সেকি! কুমার সায়ন মহাজন মুক্ত?

চন্দ্র। মহাজনকে রক্তবীজ মুক্ত করে নিয়ে গেছে, সায়ন কোথায় জানি না?

ইন্দ্র। তোমার কি মনে হয় দৈত্যরাই তাকে নিয়ে গেছে?

নীলাম্বর। না পিতা, আমার মনে হয়, সে এইখানেই আছে।

ইন্দ্র। যাও, ভাল করে খুঁজে দেখ। মহাজন গেছে যাক! কিন্তু সায়নকে আমার চাই! তাকে আটকে রাখতে না পারলে দুরন্ত শুম্ভ-নিশুম্ভের কবল থেকে মুক্তি পাব না।

নীলাম্বর। মা মহামায়া নিজেই শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করবেন।

ইন্দ্র। সত্য, কিন্তু শুম্ভ-নিশুম্ভ যদি মায়ের কাছে আত্মসমর্পন করে, মা তাদের আদর করে বুকে তুলে নেবে। আর যদি তারা সায়নকে ফিরে না পায় দুর্জ্জয় অভিমানে মাকে আক্রমণ করে নিজেদের মরণ ডেকে আনবে। যাও খুঁজে দেখ কোথায় সায়ন?

চন্দ্র। আমার মনে হয় দেবরাজ, একাজে নীলাম্বরকে না পাঠিয়ে অন্য কাউকে পাঠালেই ভাল হত!

নীলাম্বর। স্বার্থের মোহে এত নীচে নেমে গেছেন যে, ভাল আপনাদের কোন দিনই হবে না!

ইন্দ্র। নীলাম্বর!

নীলাম্বর। প্রতারণার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না বাবা।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। দেবরাজ, একটা বালকের এই ঔদ্ধত্য—

ইন্দ্র। নিজ গুণে ক্ষমা কর চন্দ্রদেব! মনে রেখ, দুর্য্যোগ যখন আসে, তখন বিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন। যাও তুমি নীলাম্বরকে সাহায্য কর।

চন্দ্র। আপনি কোথায় যাবেন?

ইন্দ্র। ঋষি রুদ্রের আশ্রমে।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। ইন্দ্র পুত্রের এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি এখুনি দিতে পারতুম, কিন্তু—

দ্রুত সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। (পিছন দিক হইতে সহসা চন্দ্রদেবকে ধরিয়া ফেলিলেন) কোথায় যাবে সুন্দরি? আর তোমার পরিত্রাণ নেই।

চন্দ্র। আরে ছাড়।

সুগ্রীব। অনেক কষ্ট করে তোমায় ধরেছি, আর ছাড়ছি না সুন্দরি!

চন্দ্র। ছেড়ে দিয়ে দেখ আমি তোমার সুন্দরী কিনা।

সুগ্রীব। (ছাড়িয়া দিলেন) হা আমার বরাত! সুন্দরী রমণীর পেছু পেছু ছুটে এসে, শেষে ধরে ফেল্‌লাম কাঠখোট্টা গুপো পুরুষকে!

চন্দ্র। কেমন, এবার বিশ্বাস হল ত?

সুগ্রীব। না, আমার এখনও মনে হচ্ছে তুমিই আমার সুন্দরী! আমায় ছলনা করতে টপ্‌ করে রূপ বদলে মেয়ে থেকে পুরুষ হয়ে গেছ!

চন্দ্র। না—না, আমি বরাবরই পুরুষ আছি!

সুগ্রীব। হতেই পারে না! তুমি আমায় ছলনা করছো! আমি তোমার সাধনা করিনি, তাই তুমি স্বরূপে আমায় দর্শন দিচ্ছনা! এইবার আমি সাধনা করবো, দেখি তুমি আমায় দর্শন দাও কিনা।

চন্দ্র। তোমার ব্যাপার কি বলত।

সুগ্রীব। হিমালয়ে একজন সুন্দরী এসেছে। আমাদের সম্রাট তাকে বিয়ে করতে চান। তাই সেনাপতি ধূম্রলোচন তাকে ধরতে গিয়ে যমের বাড়ী গেছে! এবার আসছে সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ড! তাই ঠিক করেছি, চণ্ড মুণ্ডের আগে আমি যদি সেই সুন্দরীকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে প্রচুর পুরস্কার ত পাবই, এমন কি রাজ্যটাও যৌতুক পেতে পারি। তাই আমি এখানে এসেছি!

চন্দ্র। সেই সুন্দরীকে তুমি দেখেছ?

সুগ্রীব। তাকে দেখেই তার পেছু পেছু ছুটে এলাম!

চন্দ্র। কই এখানে সুন্দরী আসেনি ত।

সুগ্রীব। আর কেন ছলনা করছ দয়াময়ি? দয়া করে আমায় দর্শন দাও।

চন্দ্র। আমি তোমার সুন্দরী নই।

সুগ্রীব। তবে দাঁড়াও আমি সাধনায় এখুনি তোমায় পুরুষ থেকে স্ত্রীলোকে পরিণত করে দিচ্ছি। (বলিলেন) ওগো করুণাময়ি দেবি! এ অধম দাসকে দয়া করে দর্শন দাও। আমার সঙ্গে আর ছলনা না করে, দয়া করে তুমি ওই শুঁপো পুরুষ থেকে সুন্দরী রমণীতে পরিণত হও! আমি জানি, তুমিই পুরুষরূপে দুরন্ত মধুকৈটভকে বধ করেছ! তুমিই অপরূপ রূপসী রূপে মহিষাসুরকে বিনাশ করেছ! তুমিই পুরুষ তুমিই স্ত্রী! তুমিই সৃষ্টির আদি ও অন্ত! (প্রণাম করিলেন)

চন্দ্র। যা ব্যাটা পাগল বসে বসে বক্ বক্ কর। আমি চলি আমার কাজে। ও কে? ওই যে সায়ন! আর যাবে কোথায়? এইবার ঠিক ধরে ফেলব।

[প্রস্থান।

সুগ্রীব। ওগো করুণাময়ি! আমায় দয়া কর, আরে সে শুপো কোথায় গেল? পালিয়েছে, পালিয়ে তুমি যাবে কোথায় সুন্দরি? আমি তোমায় ঠিক ধরে ফেলব।

[প্রস্থান।

সায়নের প্রবেশ

সায়ন। কে—কে, পাষাণ গুহার দ্বার খুলে আমায় বাইরে নিয়ে এলো? কে—কে তুমি?

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। আমি মা!

সায়ন। মা? কার মা?

মহামায়া। জগতের মা, তোমার মা!

সায়ন। আমার মা যদি, তাহলে তোমার করুণা পাইনা কেন?

মহামায়া। তোমাকে করুণা করতেই তো আমার আগমন পুত্র, বল কি চাও!

সায়ন। চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে গেছে মা, শুধু মনে জেগে আছে দেখার বাসনা।

মহামায়া। দেখার বাসনা চরিতার্থ করতেই তো এসেছি সন্তান! বাইরের দেখা তোমার শেষ ক'রে, অন্তর মন্দিরে আমাকে দেখ!

সায়ন। আমিও তো তাই চাই মা! বল কিসে তোমার ওই মাতৃরূপ দিবা নিশী দেখতে পাব?

মহামায়া। বাইরের চাওয়া পাওয়ার বাসনার সমাধি দিয়ে অন্তরে জাগিয়ে তোল কুলকুণ্ডলিনি মাকে, শতদল পদ্মের মাঝে জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হয়ে আমি দিবা নিশী তোমার চোখে ভেসে থাকব।

সায়ন। মা—মা!

মহামায়া। ডাক—ডাক, ওরে ব্যথিত দলিত সন্তান, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমাকে ডাক!

সায়ন।　　　　　　গীত

আমি অন্তর দিয়ে ডাকিব তোমারে তুমি হৃদয় কমলে এস জননী।
পূজা উপাচার সাজাব তোমার মানষ অর্ঘ বাসনার খনি॥
চাওয়া পাওয়া মোর শেষ হয়ে গেছে,
বাহিরের দেখা সমাধি নিয়েছে,
মন মন্দিরে দীপটি জ্বলেছে শতদলে দাঁড়াও কুলকুণ্ডলিনী॥

[সায়ন প্রণাম করিলে মহামায়ার প্রস্থান।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। এস দৈত্যকুমার, আমার সঙ্গে চলে এস !

সায়ন। কে আপনি ?

চন্দ্র। আমি তোমার হিতকামী, এস শীঘ্র চলে এস !

সায়ন। না—না, আমি যাব না।

চন্দ্র। যেতেই হবে !

সায়ন। কেন আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যেতে চাইছেন ?

চন্দ্র। কেন ? দৈত্যবংশধর তুমি, তোমাকে এখন থেকে দমন করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অনুতাপ করতে হবে।

সায়ন। আপনার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

চন্দ্র। বুঝতে চেষ্টা করোনা, এখন চলে এস।

সায়ন। না—না, এই নিরাপদ স্থান ছেড়ে আমি কোথাও যাব না !

চন্দ্র। তোমার কথার উপর সব কিছু নির্ভর করে না, চল চল আমার সঙ্গে। (হাত ধরিল)

সায়ন। হাত ছেড়ে দিন, হাত ছেড়ে দিন !

চন্দ্র। না কিছুতেই ছেড়ে দোব না, এস—এস শীঘ্র চলে এস !

(আকর্ষণ)

সায়ন। মা—মা, এ আবার কি পরীক্ষা তোর।

চন্দ্র। মায়ের পরীক্ষা ? হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[সায়নকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয় উপত্যকা

মহামায়া। (নেপথ্যে) হাঃ-হাঃ-হাঃ।

উন্মুক্ত অসি হস্তে চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ড। হাঃ-হাঃ-হাঃ,
কোথা যাবে তুমি ?
পালাবার পথ নাহি আর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল করি তোলপাড়
ধরিয়া আনিব তোমা সম্মুখে আমার।
ভুবন ভোলানো মূরতির তব
পেয়ে'ছি দর্শন।
এসো লো কামিনি ত্বরা সম্রাট সকাশে

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। যারে তুমি খুঁজিছ নিয়ত
সেই আজি সম্মুখে তোমার।

চণ্ড। কেন তবে এত ছলা ?
কাছে এসো হাত ধর
রথোপরি তুলি তোমা
লয়ে যাই দৈত্যপুরী মাঝে।

মহামায়া চণ্ডাসুর! প্রিয় পুত্র মোর
মহাসাধনায় অষ্ট পাশ মুক্ত হয়ে
আমারে ধরিতে হয়।

চণ্ড। পুনর্বায় কব যদি ছলনা আমায়,
অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী করিব তোমারে।

মহামায়া। কি করিব বল?
ইচ্ছা মোর ধরা দিতে তোমা,
কিন্তু তুমি যে পারনা কভু
ধরিতে আমায়।

চণ্ড। অপূর্ব্ব সুন্দরী তুমি।
তাই বহুক্ষণ সহিয়াছি বাচালতা তব।
ধরা যদি নাহি দাও,
মর তবে এই অস্ত্রাঘাতে।
(মহামায়াকে অস্ত্রাঘাত করিলেন)

মহামায়া। (ঢাল দিয়া বাধা দিলেন)
মরণের ইচ্ছা নাই মোর।
অজেয় অমর হয়ে
সৃষ্টি মাঝে ঘুরি অবিরাম।
খেলাছলে খেলাঘর পাতি
অবিরত সৃষ্টিসনে খেলা করি আমি।
সত্য যদি চাহ মোরে
কাছে এসে বন্দী কর তুমি!

চণ্ড। ছলনায় ভুলিব না আমি।
অস্ত্রাঘাতে বিক্ষত করিয়া

বন্দী করি লয়ে যাব তোমা
সম্রাট সকাশে !

মুণ্ডের প্রবেশ

মুণ্ড। শান্ত হও দাদা।
সুন্দরী রমণী অঙ্গে
করিও না অস্ত্রের আঘাত।
সুচারু আনন
সুতনু কোমল অঙ্গ
বিকলাঙ্গ কর যদি অস্ত্রের আঘাতে
তবে কার তরে এত শ্রম দাদা ?
ঠিক ওই রূপে ওই ভাবে
বন্দী করি নিয়ে যাব ওরে
দানবের রাজধানী মাঝে।

মহামায়া। দানবেরে ভালবাসি আমি।
প্রতিক্ষণে মনে হয়
চিরদিন বাঁধা থাকি
দানবের ঘরে।
কিন্তু করেছি প্রতিজ্ঞা
যুদ্ধে মোরে যে করিবে জয়,
তারি গলে বরমাল্য করিব অর্পণ।

চণ্ড। সম যোদ্ধা দুই ভাই মোরা !
যুদ্ধ করি বন্দী করে লয়ে যাব তোমা
দানবের পুরে।

মহামায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মুণ্ড। এসো দাদা—
দুই ভায়ে আকর্ষিয়া বেণীর বন্ধন
লয়ে যাই চল ওরে
দানবের দেশে।

চণ্ড। তাই যা—তাই যা ভাই,

(চণ্ড মুণ্ড মহামায়াকে ধরিতে উদ্যত)

মহামায়া। দেখিয়াছ সুন্দরীই শুধু;
দেখ নাই ভীমা ভয়ঙ্করী রূপ।
রিপু দাস হয়ে আসিয়াছ কামিনী ধরিতে।

চণ্ড। নাহি আর পরিত্রাণ।
এইবার ধরা দিতে হইবে তোমায়!

মহামায়া। এত যদি কামিনী ধরিতে সাধ,
ধর এইবার, জাগো জাগো
অন্তর নিহিতা কর্ম্মময়ী
ভীষণ বদনা পাশ খড়্গ প্রহরণা,
ভীমা ভয়ঙ্করী কালী।

কালীর আবির্ভাব

কালী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মহামায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

কালী। তৃষিতা ক্ষুধিতা আমি,
রক্ত চাই,—রক্ত চাই।

রক্ত বিনা মিটিবে না
ক্ষুধা তৃষ্ণা মোর।

চণ্ড। একি হেরি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সুভীষণা!
কোথায় লুকালো সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী?

মুণ্ড। যেথা যায় যাক!
আগে ধ্বংস করি ওই ভীষণা মূরতি
ছলনাময়ীর শেষে করিব সন্ধান।

কালী। আয় আয় ওরে দুরন্ত অসুর,
দোঁহার চিরিয়া বক্ষ
রক্ত তৃষা মোর করি নিবারণ।

[কালীর সহিত চণ্ড মুণ্ডের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। রণমদে মাতি নাচিতেছে কালী
প্রলয় নর্ত্তনে।
ভীত ত্রস্ত চণ্ড মুণ্ড
ভয়ঙ্করী কালী সাথে করে মহারণ।
কর্ম্মময়ী কালী সংহারিণী মূর্ত্তি ধরি
কালরূপী দৈত্য সেনাগণে
অবিরাম করিছে বিনাশ।
ওই মুণ্ড পড়ি শিলাতলে
চিরতরে লভিল বিশ্রাম।
ওই—ওই পুনঃ চণ্ড সাথে বাঁধিল সংগ্রাম।
কেশে ধরি চণ্ডাসুরে

মহা খড়্গাঘাতে
দেহচ্যুত করি শির
বাম করে কালী করিল ধারণ।

ছিন্নমুণ্ডহস্তে কালীর প্রবেশ

কালী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—
চণ্ড মুণ্ড মহাসুর
কালের কবলে লভিল বিরাম।

মহামায়া। লোভ মোহরূপী মহাসুর
চণ্ড মুণ্ডে করিয়া বিনাশ
সাধিয়াছ সৃষ্টির মঙ্গল।
তাই আজি হতে ত্রিভুবনে
চামুণ্ডা নামেতে তুমি
খ্যাত হও কলয়তি কালী।

গীতকণ্ঠে মেধসের প্রবেশ

মেধস। গীত

কালী করাল বদনা বিনিস্ক্রান্তা সিপাসিনী।
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা,
অতি বিস্তার বদনা জিহ্বাললন ভীষণা॥
নিমগ্না রক্ত নয়না নাদা পুরিত দিঙমুখা॥
কালী কালী মহাকালী কালিকে পাপহারিণি!
বরাভয় প্রদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

কালী। তোমার আদেশে দেবি
দানব সংহার কার্য্য
হয়ে গেছে শেষ।
এইবারে আমারে বিলীন কর
অন্তরে তোমার।

মহামায়া। দানব সংহার কার্য্য হয় নাই শেষ।
ওই চেয়ে দেখ
চণ্ড মুণ্ড বিনাশের সাথে
দর্পী রক্তবীজ
দর্প ভরে রণাঙ্গনে করিল প্রবেশ।
শুন কালী কর্ম্মময়ী
করাল বদন তব করিয়া বিস্তার
পান করি দৈত্যের শোণিত
রক্ত তৃষা কর নিবারণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

গুহাদ্বার

মহাজনের প্রবেশ

মহাজন। হে সুগ্রীব!
পাষাণ গুহাব দ্বার করিয়া বিদীর্ণ
চারিদিকে কর অন্বেষণ
কোথা আছে কুমাব সায়ন।

সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। নাহি হেথা কুমার সায়ন!
মহাজন। আমি নিজে দেখেছি তাহাবে।
দানবেবে করি প্রতারিত
তস্কর দেবত।
চুরি করি আনিয়া সায়নে,
বন্দী করি রাখিয়াছে পাষাণ গুহায়।
যাও খুঁজে দেখ—
সুগ্রীব। কোথায় খুঁজিব যুবরাজ?
আঁকা বাঁকা পাথরের দেশ,
কোথা হতে কোথা গিয়ে
হয়ত পড়িব গিয়া যমের সম্মুখে।

মহাজন। 　মৃত্যু ভয়ে এত যদি ভীত তুমি
ফিরে যাও রাজধানী মাঝে।

সুগ্রীব। 　সেও বড় সোজা কথা নয়।
একা একা যেতে গিয়ে,
পড়ি যদি দেবতাব হাতে
ব্যস্, তখনি হইয়া যাবে জীবনের শেষ!

মহাজন 　বীর্য্যবান সেনাদল বহিযাছে সাথে।
তবু কেন এত ভয় তব?

সুগ্রীব। 　ত্রিদিবের কোন জনে কবিনাক ভয়!
ভয় শুধু দেবতাব কৌশলের কাছে!
জেনে রেখ যুববাজ,
উর্দ্ধ মানী নীচ যদি হয়
নীচতায় হয় তারা চণ্ডাল অধম।

মহাজন 　জানি ভাই পবাজিত দেবগণ
ছলনার লভিয়া আশ্রয়
চাহে তারা হৃতরাজ্য
করিতে উদ্ধাব।
কিন্তু সেই ছলা দেবতার ভয়ে
স্নেহের সায়নে ভুলি
কেমনে রহিব বল?
তুমি যদি নাহি যাও,
ভয়ে যদি নাহি যায় সেনাগণ,
একা আমি যাব,
সায়নেরে করিতে উদ্ধার।

সুগ্রীব। না--না যুবরাজ
একা যেতে নাহি দিব তোমা।
তব মূল্যবান জীবন রক্ষিতে
হয় যদি প্রয়োজন
নিজ প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
তবু দানবের নয়নের মণি
দেবতার খড়্গাতলে
দিব নাক বলিদান কভু।

[প্রস্থান।

মহাজন। সায়নে খুঁজিতে জননীর সাথে আসি
একি হল ঘোর পরমাদ।
অতর্কিতে দেবগণ
করে যদি আক্রমণ
কেমনে রক্ষিব তবে মাতাবে আমার।
কই কোথা মাতা ?

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। ভুলে যাও মাতারে দানব।

মহাজন। একি চন্দ্রদেব !
তস্করের মত আসিয়াছ
আমারে করিতে অস্ত্রাঘাত ?

চন্দ্র। রক্তবীজ পরাক্রমে
দেবের চক্রান্ত ভেদি
পাষান গহ্বর হতে
পালায়েছ তুমি !

দেখি এইবার
কোন্ শক্তি রক্ষা করে তোমা !

(মহাজনকে অস্ত্রাঘাত করিলেন)

মহাজন। অতর্কিতে শত্রু বক্ষে করি অস্ত্রাঘাত
কর তুমি বীরত্বের অহঙ্কার ?
জগতের পূজনীয় দেবতা হইয়া
চৌর্য্যবৃত্তি করি দৈত্যপুরী হতে
চুরি করি আনিয়া সায়নে
বন্দী করি রাখিয়াছ পাষাণ গুহায়।
ওগো পূজনীয়
চমৎকার পরিচয় দিয়াছ দেবের।

চন্দ্র। পিতা ও পিতৃব্য তব
দেবতার সর্ব্বস্ব হরিয়া
মহাসুখে আছে নিমগন,
আর স্বরগের ন্যায্য অধিকারী যারা
ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়া
ফেরে তারা মরতের দ্বারে।
আপন সম্পদ উদ্ধারিতে
দারিদ্র্য কবল হতে রক্ষিতে জীবন,
রক্ষিবারে দেব শিশুগণে
এই ভাবে অন্যায় সমরে
দৈত্যকুল করিব নির্ম্মূল।

(পুনঃ অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

চেতনা। (নেপথ্যে) মহাজন !

মহাজন। মাতা! সবাহিনী এসো মাতা!

চন্দ্র। সবাহিনী জননী তোমার
আসিছে এ পার্ব্বত্য পথে!
কিছুক্ষণ তরে বেঁচে গেলে তুমি!

মহাজন। চন্দ্রদেব! ছলনায় হয়তোবা
হতে পার জয়ী,
কিন্তু দেবতার কলঙ্ক কাহিনী
লেখারবে চিরদিন জ্বলন্ত অক্ষরে।

চন্দ্র। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে
পরিব ললাটে কলঙ্ক তিলক।
তবু জন্মভূমি তুলে দিয়া দানবের করে
পারিব না মহত্ত্ব দেখাতে।

[অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রস্থান।

মহাজন। সায়ন! সায়ন!
ওরে ভাই, কত আশা লয়ে
ছুটে এসে হিমালয় বুকে
শেষ হল জীবন আমার

চেতনার প্রবেশ

চেতনা। মহাজন! মহাজন
ছুটে আয়, পেয়েছি সায়নের খোঁজ।

মহাজন। কোথা মাতা ভাই সায়ন আমার?

চেতনা। [মহাজনকে দেখিয়া] একি!
সুকোমল অঙ্গে তব
কে করিল অস্ত্রের আঘাত?

মহাজন। নিষ্ঠুর দেবতা মাগো
করিয়াছে অস্ত্রের আঘাত!

চেতনা। মহাজন!

মহাজন। বিন্দুমাত্র দুঃখ নাহি মোর!
"জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে?"
কিন্তু তুমি মাতা,
সায়নের পেয়েছ সন্ধান,
আমি তার ভাই হয়ে
নিশ্চল বসিয়া আছি হেথা।
হাত ধর, নিয়ে চল মোরে
সায়নের কাছে!

চেতনা। ওরে অভাগা সন্তান!
সায়নেরে ফিরে দেওয়া
ইচ্ছা যদি থাকিত ধাতার
তবে মহাজন পড়িত না
দেবতার করাল গ্রাসে।

মহাজন। পায়ে ধরি মাতা,
একবার নিয়ে চল মোরে
পিতার সকাশে।
জীবনের শেষ দিনে
সায়নের উদ্ধারের তরে
শেষ অনুরোধ
করে যাব তাঁরে।

সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। যুবরাজ যুবরাজ !
আসিয়াছে রক্তবীজ।
ওকি—ওকি সুকোমল শিশু অঙ্গে তব
কে করিল অস্ত্রের আঘাত ?

চেতনা। স্বার্থবাদী দেবতার দল
মুক্তি পেতে দৈত্য কর হতে
অস্ত্রহীনে করিয়াছে অস্ত্রের আঘাত !

সুগ্রীব। না—না, আমারি ভুলের ফলে
ধরাতলে লুটাইল
দানবের নয়নের মনি।
গিয়েছিনু সায়নের খোঁজে,
তাই মাগো দেবতার অস্ত্রাঘাতে
রক্তধারা ঝরিছে অঝোরে !

মহাজন। দুঃখ করিওনা ভাই !
জনমের সনে ছায়া রূপে
মৃত্যু ফেরে জীবের পশ্চাতে !
মরণেতে শান্তি পাব আমি
পার যদি সায়নেরে ফিরায়ে আনিতে।

সুগ্রীব। কোথা আছে মাতা সায়ন কুমার ?

চেতনা। ঋষি রুদ্র বলেছেন মোরে
বিন্ধ্যাচলে আছে নাকি কুমার সায়ন !

সুগ্রীব। সায়নে আনিতে
বায়ুবেগে ছুটে যাব বিন্ধ্যাচলে আমি !

চির বিদায়ের কালে
শুনে যাও যুবরাজ,
মম জীবনের বিনিময়ে
সায়নেরে করিব উদ্ধার !
তোমারে হারায়ে
করিয়াছি যেই মহাপাপ
আজি বক্ষ রক্তে প্রায়শ্চিত্ত
করিব তাহার।

[প্রস্থান।

মহাজন। হাত ধর মাতা।
ত্বরা করি নিয়ে চল মোরে
পিতার সকাশে।
চির বিদায়ের কালে
নিয়ে যাব শেষ পদধূলি !

চেতনা হ্যাঁ-হ্যাঁ যাব, যাব দৈত্যপুরে !
শুধু জিজ্ঞাসিব তাঁরে
কোন পাপে মাতা হয়ে মোরে
পুত্রে মোর তুলে দিতে হ'ল চিতায় শয়নে ?

(রণ দামামা বাজিয়া উঠিল)

মহাজন ওই—ওই শোন মাতা
উঠিয়াছে রণ কোলাহল !
রক্তবীজ সনে বুঝি
রমণীর বেধেছে সমর।

চেতনা। দৈত্য বংশে বাতি দিতে
কেহ না রহিবে।
আয়—আয়, ওরে স্নেহের দুলাল,
মহান এ সন্ধিক্ষণে লুকাইয়া ফেলি তোরে
ঘনঘোর আঁধারের যবনিকাপারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। রক্তবীজ পরাক্রমে
পরাজিতা যোগিনীনিকর
সভয়ে করিছে পলায়ন। যতবার—
শিরে তার করি শূলাঘাত
যত বিন্দু রক্ত তার পড়ে ভূমিতলে,
ততবার তার সম
কোটী কোটী বীর
চারিদিক হতে
আক্রমণ করিছে আমারে।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ত্বরা করি কর মাতা
রক্তবীজ বধের উপায়।

মহামায়া। নাহি দেখি দেবরাজ
রক্তবীজ বধের উপায়।
অসীম শকতি লয়ে
রক্তবীজ আসিয়াছে সমর প্রাঙ্গনে।

ইন্দ্র। জানি মাতা ব্রহ্মা বরে
মহাবলা রক্তবীজ।
তুমি মাতা আদ্যা শক্তি
বেদমাতা ভূবন বিদিতা!
তুমি যদি নাহি পাব,
রক্তবীজে করিতে বিনাশ,
তবে অনাচারী দৈত্যেব বিক্রমে
তোমাব সাধের সৃষ্টি
ধ্বংস গর্ভে ডুবিবে অচিবে।

মহামায়া প্রতি বিন্দু রক্তে যার
শত লক্ষ অসুর উদয়
বল দেবরাজ,
কেমনে বিনাশ আজি সম্ভব তাহার?

কালীর প্রবেশ

কালী। অসম্ভব বিনাশ তাহার।
রক্তবীজ রক্ত হতে শত শত মহাসুর

লভিয়া জনম,
ছুটে আসে তোমারে গ্রাসিতে !

মহামায়া। এত শক্তি রক্তবীজ করেছে সঞ্চয়।
মূঢ়মতি আমারে ধরিতে চায়।
স্পর্দ্ধা তার উঠিয়াছে চরম শিখরে।

ইন্দ্র। তুমি যদি নাহি পার
বিনাশিতে তারে
তবে তোমারে বন্ধন করি
লয়ে যাবে নিশুম্ভের পাশে।
জ্ঞানরূপা, বুদ্ধিরূপা,
শক্তিরূপা, তুমি জগন্মাতা।
হৃদিপদ্ম জাগরিত করি
দুরন্ত অসুরে বধি
তোমার সাধের সৃষ্টি
রক্ষা কর তুমি।

মহামায়া। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরসহ
তেত্রিশ কোটি দেবতা
সুন্দরী রমণী রূপে
নিজ নিজ অস্ত্র করে
অচিরে নামিয়া এসো সমর প্রাঙ্গনে।
এক সঙ্গে রক্তবীজে
কর শূলাঘাত।
এস তুমি চামুণ্ডারূপিনী,
করাল বদন বিস্তারিয়া তব

রক্তবীজ রক্ত করি পান
রক্ত তৃষা কর নিবারণ।

ইন্দ্র। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

প্রস্থান।

মহামায়া। যাও গো, চামুণ্ডা
অট্টহাস্যে দিগন্ত কম্পিত করি
রক্তবীজে কর আক্রমণ।

কালী। তোমারি আদেশে মাতা,
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরি,
যাব আমি রক্তবীজ পাশে।
সাথে রবে চৌষট্টি হাজার
তৃষিতা যোগিনী! এইবার
এক বিন্দু রক্ত তার
পড়িবেনা ভূমিতলে আর।

[প্রস্থান।

রক্তবীজ। (নেপথ্যে) হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মহামায়া। গর্ব্বী রক্তবীজ!
এইবার দর্প তব হবে অবসান।

রক্তবীজের প্রবেশ

রক্তবীজ। পূর্ব্বে তার তোমারে বন্ধন করি
উপহার দিয়ে যাব প্রভুর চরণে।

মহামায়া। আমারে ধরিতে যদি এত সাধ তব,
তোমারে লুটিতে হবে চরণে আমার।

রক্তবীজ। কারে ভয় দেখাও সুন্দরি,
ভয়ে যার পলায়িতা চামুণ্ডা রাক্ষসী,
হুঙ্কারে যাহার
তেত্রিশ কোটি দেবতা
কাঁপে থর থর,
তারে তুমি কি দেখাও ভয় ?
থাকে যদি জীবনের সাধ,
নত শিরে বরণ করহ তুমি প্রভুরে আমার।

মহামায়া। চরণ বন্দনা করি মোর
কর জোড়ে কর আবাহন,
সদা জাগরিতা জননীর সম
চিরদিন আমি রব
প্রভুর শিয়রে তব।

রক্তবীজ। না—না, দাসীরূপে
পদতলে ব'সি দিবানিশি
পদসেবা করিবে তাঁহার !

মহামায়া। ওরে অবোধ সন্তান।
মাতা কভু নাহি থাকে
সন্তানের পদতলে।
মাতৃ পদরজ শিরে নিয়ে
ধন্য হয় জীবন তাহার !

রক্তবীজ। দিতি সুত মোরা।
দিতি ছাড়া অন্য কোন জনে
করিব না পূজা।

অপূর্ব্ব সুন্দরী তুমি।
বাহুবলে বন্দী করি তোমা
বসাইয়া প্রভু অঙ্কে মোর
সার্থক করিব আজি
দাসত্ব আমার।

মহামায়া। আমারে ধরিতে চাও?
ধর, দেখি কত শক্তি তব?

রক্তবীজ। ছলনায় পরিত্রাণ
নাহি পাবে আর।
এইবার বন্দী করি তোমা
লয়ে যাব দৈত্যপুরী মাঝে।

মহামায়া। কোথায় ব্রহ্মাণী?

ব্রহ্মাণীর আবির্ভাব

ব্রহ্মাণী। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রক্তবীজ। একি! অপূর্ব্ব মূরতি!
রক্তরাঙ্গা রবি ছবি সম্মুখে আমার!
এই শক্তি বলে রক্ষিবে তোমায়ে তুমি?
(ব্রহ্মাণীকে আক্রমণ)

মহামায়া। কোথায় বৈষ্ণবী?

বৈষ্ণবীর আবির্ভাব

বৈষ্ণবী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রক্তবীজ। একি—একি!
মহাচক্র করে ভীষণা রূপিণী
আমারে করিল আক্রমণ!

মহামায়া। কোথা—কোথা মহেশ্বরী ?

মাহেশ্বরীর প্রবেশ

মাহেশ্বরী। হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ।

রক্তবীজ। বুঝিয়াছি মায়ার খেলায়
চারিদিক হতে ছুটে আসে
অসংখ্য রমণী,
আমারে করিতে আক্রমণ !
কর আক্রমণ,
একসঙ্গে নাশিব সবারে !

মহামায়া। মাতৃ-দেবীগণ !
এক সাথে দুরন্ত অসুরে
চারিদিক হতে করি আক্রমণ
করহ বিনাশ !

রক্তবীজ। আমারে বধিতে পাবে
হেন শক্তিমান জন্মে নাই কেহ।
যতক্ষণ রক্তশূন্য নাহি হব আমি
ততক্ষণ নাহি হবে মরণ আমার।

মহামায়া। ওরে দর্পিত অসুর।
দাম্ভিকের দর্প চূর্ণিবার তরে
অযোনি সম্ভবারূপে
বিশ্বমাঝে বিরাজিতা আমি বিশ্বমাতা !
মাতৃদেবীগণ ! রক্তবীজে কর আক্রমণ।
করালিনি ! লোল জিহ্বা তব করি প্রসারিত

রক্তবীজ রক্ত করি পান
রক্ত তৃষা মিটাও তোমার।

(রক্তবীজের সহিত ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরীর যুদ্ধ।
একে একে সকলের প্রস্থান।]

রক্তবীজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ- !
পরাজিত মাতৃদেবীগণ।
এইবার কোথায় লুকাবে নারি !

কালীর আবির্ভাব

কালী। হাঃ-হাঃ হাঃ !

রক্তবীজ। (স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কালীকে দেখিতে লাগিলেন)
একি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি !
তৃষিতা ক্ষুধিতা
কেবা তুমি বামা ?

কালী। পিপাসিতা আমি।
রক্ত চাই—রক্ত চাই !

রক্তবীজ। রক্তবীজ রক্ত করি পান
রক্ত তৃষা কর নিবারণ।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

মেধসের প্রবেশ

মেধস। রক্তবীজ সনে তে'ত্রিশকোটি মাতৃকার
বেঁধেছে সমর।
করালিনী বিস্তারিয়া করাল বদন
অবিরত রক্তবীজ রক্ত করে পান।

সম্বর—সম্বর রোষ মাতা।
নহে সৃষ্টি যাবে রসাতলে !

পুনঃ মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া হাঃ হাঃ-হাঃ !
রক্তশূন্য রক্তবীজ লুটায় ধরণীতলে।
আকণ্ঠ শোণিত করি পান
নৃত্য করে মহাকালী সমর প্রাঙ্গনে।

মেধস। গীত

ওঁ দুর্গে শিবং ভয়ে মাযে নারায়ণী সনাতনি।
জয়মে মঙ্গলং দেহি নমস্তে সর্ব্ব মঙ্গলে ॥
জয় দেবি জগন্মাতঃ জগদানন্দ কারিণি।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব ॥
আনন্দকান্দ সম্ভূতং জ্ঞানানলে সুশোভিতম্।
ত্রাহি মাং সংসারাম্ভোবাৎ দিব্যজ্যোতি নমোঽস্তুতে ॥

[প্রস্থান

কালীর পুনঃ প্রবেশ

কালী। হাঃ-হাঃ-হাঃ !
রক্তবীজ রক্ত করি পান
রক্ত তৃষা মিটিল না মোর।
রক্ত চাই—আরও রক্ত চাই।

মহামায়া। শান্ত হও—শান্ত হও কালি কপালিনী।
কর্ম্মময়ি তুমি,
কর্ম্ম তব হয়ে গেছে সমাপণ !

নিষ্ঠুরতা করি ত্যাগ
অফুরন্ত করুণা বিলাতে,
আজি হতে হও তুমি
করুণা রূপিনী জগৎ জননী
কালী কৈবল্যদায়িনী ।

কালী । না—না, রক্ত চাই—রক্ত চাই,
রক্ত বিনা মিটিবে না
রক্তভৃষা মোর ।

রুদ্রদেবের প্রবেশ

রুদ্রদেব । সম্বর—সম্বর রোষ মাতা !
নহে সুবিশাল সৃষ্টি
তোমার করাল গ্রাসে
চিরতরে হইবে বিলীন ।

কালী । রক্ত চাই—রক্ত চাই—

রুদ্রদেব । শান্ত কর মাতা দেবি চামুণ্ডায় !
নহে মিটাইতে রক্ত তৃষা তার
তোমার সাধের সৃষ্টি গ্রাসিবে কঙ্কালি ।

কালী । রক্ত দাও—রক্ত দাও ।

রুদ্রদেব । এত যদি রক্ত তৃষা তব,
তবে হে জননী !
সৃষ্টি রক্ষা তরে
নিজ বক্ষ পাতি দিনু সম্মুখে তোমার ।
ওগো রক্ত পিপাসিতা

আকণ্ঠ ব্রহ্ম রক্ত করিয়া পান
রক্ত তৃষা কর নিবারণ।

কালী। রক্ত বিনা শান্তি নাহি মোর।
রক্ত দাও—রক্ত দাও ঋষি।

রুদ্রদেব। রক্ত নাও রক্ত নাও মাতা,—

মহামায়া। তব রক্ত পানে
রক্ত তৃষা মিটিবে না দেবী চামুণ্ডার।
বিশ্ব তৃষা জাগিয়াছে অন্তরে তাহার।
ওই তৃষ্ণা নিবারিতে
নিজ হস্তে নিজমুণ্ড করিয়া ছেদন
তপ্ত রক্ত করি পান,
ছিন্ন মস্তা নামে হও প্রচারিত।

কালী। তোমারি কারণ, ব্রহ্মময়ি
নিজ হস্তে কাটি নিজ শির
ছিন্নমস্তা নামে
হবে পরিচিত।

[প্রস্থান।

মহামায়া। ঋষি—ঋষি! সৃষ্টির মঙ্গল তরে
আমারে আনিয়া বিশ্বে
যে শক্তির পরিচয় দিয়াছ মানবে,
তার তরে তব নাম
আপ্রলয় ধরাধামে রহিবে অমর।
যেই মন্ত্রে নিরাকারে
এনেছ সাকারে

সেই মন্ত্র তব রুদ্র চণ্ডী নামে
হইবে প্রচার।

রুদ্রদেব। তোমারি কৃপায় মাতা
রুদ্র ঋষি নাম মোর হইবে অমর।
কিন্তু ওগো কল্যাণি জননী,
বাকি যে রহিয়া গেল
তব দুরন্ত সন্তান শুম্ভ আর নিশুম্ভ দানব?

মহামায়া। চিন্তা কিবা ঋষি,
অভিমানি পুত্রগণে মায়া মুগ্ধ করি—
নিজ বক্ষে করিব ধারণ।

[প্রস্থান।

রুদ্রদেব। ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কাল রাত্রি নমোঽস্তুতে॥
জয়ন্তি মঙ্গলা কালি ভদ্রকালি কপালিনি।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

দৈত্যপুরী—নারায়ণ মন্দির। বেদীর উপর ঘট স্থাপিত ছিল।

পুষ্প পাত্রহস্তে শুম্ভের প্রবেশ

শুম্ভ। সারা নিশি চলেছে দুর্য্যোগ।
এ ঘোর ঝঞ্ঝায়
ভেঙ্গে পড়ে বুঝি প্রাসাদ আমার।
ওগো ইষ্টদেব—শ্রীমধুসূদন!
যদি অপরাধ করে থাকি চরণে তোমার
কৃপা করি ক্ষমা কর প্রভু।
পূজা নাও, নাও হে অঞ্জলি,
তৃপ্ত হও,—শান্ত হও তুমি!

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। মাতৃমন্ত্র জপ কর অভাগা সন্তান,
সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমি
সানন্দে তোমারে বক্ষে করিব ধারণ

শুম্ভ। কেবা তুমি সুন্দরী ললনে?

মহামায়া। আমি মাতা তব।

শুম্ভ। না—না, সুন্দরী রমণি তুমি!
তৃষিত অন্তরে তব তৃপ্তি দিতে শুধু
কাছে এসো হাত ধর মোর!

মহামায়া। ওই ফুলে আগে পূজা দাও মোর।
তারপর হাত ধরে
দিব্যলোকে নিয়ে যাব তোমা!

শুম্ভ। যেই ফুল আনিয়াছি
ইষ্টদেব নারায়ণে পূজিবার তরে
সেই ফুল নাহি দিব রমণীর পায়।

মহামায়া। কিন্তু ইষ্টদেব তব
তেত্রিশ কোটি দেবতার সনে
নিতিই অঞ্জলি দেয় আমার চরণে!

শুম্ভ। কিন্তু বমণীরে আমি কভু
করিব না পূজা।

মহামায়া। দেবতারা পূজা করে যারে
তারে তুমি করিবে না পূজা?

শুম্ভ আমি ত' নহিক দেব,
সমুদ্রমন্থনে আমিতো পাইনি সুধা!
অজ্ঞান অধম আমি ঘৃণিত দানব!
দেবতার সম নাহি মোর বিচার পদ্ধতি,
রমনীরে জানি শুধু বিলাস সঙ্গিনী!

মহামায়া একবার—শুধু একবার পূজা দাও মোরে।

শুম্ভ। পূজা নয়—পূজা নয়,
সুন্দরী রমণি তুমি,
তাই আমি দিব তোমা প্রেম আলিঙ্গন।

মহামায়া। মায়ে কর প্রেম নিবেদন,
এত নীচ তুমি?

শুম্ভ। নীচ যেবা, তার পাশে উচ্চ ভাব
কেমনে পাইবে! সরে যাও
ইষ্টপদে দিতে দাও অঞ্জলি আমার।

মহামায়া। কোথা তব ইষ্টদেব?

শুম্ভ। ওই ঘটে বিরাজিছে
রাজ-রাজেশ্বর পতিত পাবন।

মহামায়া। সৃষ্টি মাঝে নাহি আর কেহ নারায়ণ।
দেবতার সর্ব্ব শক্তি লয়ে
সর্ব্বভূতা আমি
নিরাকারে আছি তব ইষ্টের মন্দিরে।

শুম্ভ। মিথ্যা—মিথ্যা।
সত্য নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ
ভুবন মোহনরূপে বিরাজিছে
পূজার দেউলে।

মহামায়া। নাহি নারায়ণ,
আছে শুধু বিগ্রহ তাহার।

শুম্ভ। আছে নারায়ণ।
সত্য মিথ্যা প্রমাণ দানিতে
এখনি উঠিবে জাগি ভক্তের সে ভগবান।
জাগ—জাগ নারায়ণ
কৃপা করি নাও প্রভু দীনের অঞ্জলি।
(ঘটে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন)

মহামায়া। (ঘটের কাছে গিয়া তাহার উপর এক পা দিয়া শুম্ভের অঞ্জলি পায়ে নিলেন)

দেখ রাজা—
শ্রদ্ধা ভক্তি মিশ্রিত অঞ্জলি তব
মম পদে করিলে অর্পণ !

শুম্ভ। এ কি ! পদাঘাত কর তুমি
মম ইষ্ট ঘটে।

মহামায়া। ইষ্টদেব নারায়ণ তব
সদাই করিছে মোর চরণ বন্দনা।
পূজা তব করেছি গ্রহণ
এইবার দাও রাজা প্রণাম আমায়।

শুম্ভ। না—না, রমণীর পায়ে
মাথা নত করিব না কভু।

মহামায়া। কিন্তু অঞ্জলি দিয়াছ তুমি রমণীর পায়।

শুম্ভ। ওরে মায়াবিনি,
ইষ্ট পূজা পণ্ড করি
ছলনায় চাও তুমি পূজা নিতে মোর ?
পূজিব না, দিব না প্রণাম।
কেশে ধরি পদাঘাতে
বিতাড়িত করে দিব প্রাসাদ হইতে।

মহামায়া। মঙ্গলঘটে দিয়াছ যে অঞ্জলি।
সে অঞ্জলি পড়িয়াছে আমার চরণে।

শুম্ভ। পদাঘাতে ভাঙ্গি এই অপবিত্র ঘট
নব ঘট করিব স্থাপন।

(ঘটে পদাঘাত)

মহামায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ —

নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। কি করিলে অবোধ রাজন?
সাধনায় যেই সিদ্ধি লভেছিলে তুমি
আজি পদাঘাতে বিতাড়িত
করিলে তাহারে?
শুম্ভ। না—না, জনার্দ্দন
তোমারে তো করিনি আঘাত
রমণীর পদরজে অপবিত্র ঘট
তাই তারে অপসৃত করি
নব ঘটে তব পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
নারায়ণ। সত্য যদি চাহ করুণা আমার
একবার মায়ে তুমি করহ প্রণাম।
শুম্ভ। এ জীবনে পারিব না তাহা।
নারায়ণ। শুন রাজা অনুরোধ মোর।
শুম্ভ। না—না, শুনিব না কোন অনুরোধ
রমণীর পায়ে কভু দিবনা প্রণাম!
নারায়ণ। এতদিন হৃদি মাঝে রাখি
আজি মোরে দিতেছ বিদায়?
শুম্ভ। আমি তোমা দিইনি বিদায়।
নিজে তুমি মন্দির হইতে মোর
লয়েছ বিদায়! ওগো নারায়ণ,
শুম্ভের মরণ যদি এত কাম্য তব,
হাত পেতে ভিক্ষা চাও তুমি,

এই দণ্ডে নিজ হস্তে কাটি নিজ শির
অঞ্জলি দানিব তব ও রাঙা চরণে।

নারায়ণ। অভিমান ত্যাগ কর রাজা।

শুম্ভ। কার তরে হবে অভিমান?
সর্ব্বস্ব অসার ভাবি
সার করেছিনু শুধু ইষ্টের চরণ,
সেই ইষ্টদেব চাহে যদি মরণ আমার,
বল দীননাথ
আর কিবা প্রয়োজন জীবনে আমার?

নারায়ণ। এখনো বাঁচিতে পার,
যদি মাতৃ পদে জানাও প্রণাম।

শুম্ভ। ত্রিদিব ঈশ্বর আমি দানব সম্রাট
উঁচু মাথা নীচু করি
বাঁচিবার নাহি সাধ মোর।

নারায়ণ। আত্মহত্যা মহাপাপ জানিও রাজন।

শুম্ভ। আত্মহত্যার নাহিক বাসনা আমার।
সম্মুখ সমরে ওই রমণীরে করি আক্রমণ
দেখিবারে চাই, কোন শক্তি বলে
নারায়ণ শিরে করে পদাঘাত?

নারায়ণ। করি আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হোক মনসাধ তব।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। না—না, আশীর্ব্বাদে আর নাহি প্রয়োজন!
ওগো নারায়ণ!

এতদিন তোমারে রাখিয়া শিরে
করিয়াছি পূজা। বিনিময়ে তার
শিরে মোর দিয়ে যাও তীব্র অভিশাপ!

সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। মহারাজ!

শুম্ভ। এসো এসো হে সুগ্রীব।
বড় সুসময়ে আজি আসিয়াছ তুমি,
দেখ দেখ নিজ পদাঘাতে
ইষ্টের মঙ্গল ঘট ভাঙ্গি,
চির তরে তারে আমি দিয়াছি বিদায়।
আজি এ প্রাসাদে কর
উৎসবের আয়োজন!
পুত্র পরিজন একসাথে
সবে মিলি সুখ নিশা করিব যাপন!
যাও যাও ত্বরা করি
ডেকে আনো পুত্র মহাজনে।

সুগ্রীব। মহাজন আসিবে না রাজা!
মৃত্যু তারে করেছে গ্রহণ।

শুম্ভ। গেছে—গেছে মহাজন!
সুরু হয়ে গেছে তবে খেয়ালি নাচন।
প্রবৃত্তিতে মত্ত হয়ে নিবৃত্তি তেয়াগি
সোনার সংসার গড়ি
কি সুখ লভেছি আমি?
সায়নের মরণ সংবাদ আনো নাই তুমি?

সুগ্রীব। সায়নের পাইনি সন্ধান।

শুম্ভ। ত্বরা করি রক্তবীজে লয়ে
খুঁজে আনো স্নেহের সায়নে।

সুগ্রীব। মহারাজ! সেনাপতি রক্তবীজ
কালীর করাল গ্রাসে হয়েছে বিলীন।

শুম্ভ। রক্তবীজ! রক্তবীজ!
একবিন্দু রক্তে যার
শত শত অসুর হইত উদয়
সেই রক্তবীজ পড়েছে সমরে?

সুগ্রীব। রক্তবীজ রক্ত আকণ্ঠ করিয়া পান
অট্ট হাস্যে দিগন্ত কাঁপায়ে
নৃত্য করে মহাকালী সমর প্রাঙ্গণে।

শুম্ভ। কালী! কালী!
দেখিব সে কত শক্তিময়ী,
যাও—যাও ত্বরা করি সায়নে উদ্ধার কর!
অসহায় শিশু একা রবে
অসার সংসারে—
মরণেতে শান্তি নাহি পাব।

সুগ্রীব। সায়নেরে লয়ে
দেবগণ বিন্ধ্যাচলে লয়েছে আশ্রয়।

শুম্ভ। তাই বুঝি একা যেতে ভয়?
ওরে মূঢ়, মরণ শিয়রে যার
দেয় করতালি,
কেন তার মৃত্যু ভয় এত?

সুগ্রীব। মৃত্যু ভয়ে নহিক চঞ্চল ?
ভয় শুধু সায়নের উদ্ধারের আগে
হয় যদি মরণ আমার
কেমনে আদেশ তব করিব পালন ?

শুম্ভ। নির্ভয়ে আদেশ মোর করহ পালন !
বিশাল বাহিনী সাথে
নিশুম্ভে পাঠাব ! তারপর
সবে মিলি মরণ সাগর মথি
চিরতরে অমর অমৃত লোকে
চলে যাব মোরা !

[প্রস্থান।

সুগ্রীব। বুঝিতে না পারি ওগো নারায়ণ।
এত যদি অসার সংসার
কেন তারে সার ভাবি জীবকুল
বাঁচিবার তরে করে আকিঞ্চন ?
কি খেলা খেলিছ হরি
কেহ নাহি জানে !
শুধু তব নাম স্মরি
চলে যাব জীবনের পারে !

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দৈত্যপুরী

দ্রুত নিশুম্ভের প্রবেশ

নিশুম্ভ। কোথা যাও সুন্দরি রমণি ?
ধরা দাও মোরে।
কই কোথায় সুন্দরী ?
একি সত্য ! কিম্বা
স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন নয়ন ?
স্বপ্ন ? হয়তবা তাই।
একি—একি সর্ব্ব দেহ
কাঁপে থর থর,
ঘুম আসে আঁখি পাতে নামি।

(আসনে উপবেশন করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন)

কামবালার প্রবেশ

কামবালা। গীত

আয়—আয়—আয়
প্রেম নিবি যদি আয়॥
প্রেম দিতে প্রেমিক জনে,
ঘুরি আমি আপন মনে,
মায়া নেশায় মাতাল হলে আমায় চেনা দায়॥

কেন তুই আপন ভুলে,
পড়ে আছিস মায়ার ছলে,
সব ছেড়ে তুই আয়না চলে আমার চরণ ছায় ॥

নিশুম্ভ। (উঠিয়া) এসলো কামিনি,
কাছে এসো, ধরা দাও মোরে।
(ধরিতে উদ্যত)

কামবালা। (সরিয়া গেল) হাঃ-হাঃ-হাঃ—
ধরা নাহি যায় মোরে।
আসি যাই অবিরত,
তবু কেহ নাহি পারে ধরিতে আমায়।

নিশুম্ভ। বাঁচিবার সাধ যদি থাকে
ধরা দাও মোরে।
নহে কালের কবলে তোমা করিব নিক্ষেপ।

কামবালা। মহাকালে পদতলে রাখি
আমি যে রে সাজিয়াছি কালী।

নিশুম্ভ। যেই হও তুমি,
পশিয়াছ দানব আলয়ে
ফিরে যেতে নাহি দিব আর।
বাহুর বন্ধনে করিয়া আবদ্ধ
চির তরে বন্দী করি রেখে দেব তোমা।

কামবালা। পদ নখে চন্দ্র সূর্য্য লুটায় যাহার
বন্দী তুমি কেমনে করিবে তারে ?

নিশুম্ভ। কেবা তুমি অপূর্ব্ব সুন্দরী ?
দাও পরিচয়!

কামবালা।　আমি অগ্নি, আমি বায়ু,
আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু,
আমি মহেশ্বর! আমি সৃষ্টি,
আমি স্থিতি, আমিরে প্রলয়।
আমারে দেখিবি যদি
অষ্ট পাশ মুক্ত হয়ে
আয় চলে আয়।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ।　যাব—যাব লো রূপসি!
মহাধ্বংসী মহাকালরূপে
যাব আমি তোমারে দেখিতে।

শুম্ভের প্রবেশ

শুম্ভ।　কোথা যাবে ভাই?

নিশুম্ভ।　কালীরে দেখিতে।

শুম্ভ।　দেখিবার কিছু নাই দাদা।
সম্মুখ সমরে শত্রুরূপে
ভেটিব দুজনে।
দেখিব, কোন শক্তিবলে
শক্তিময়ী রক্তবীজে করেছে বিনাশ।

নিশুম্ভ।　দানব সাম্রাজ্য করি অন্ধকার
একে একে চলে যায় দানবীর চমূ।
চণ্ড মুণ্ড গেল,
রক্তবীজ লভিল বিশ্রাম।

আর কেন দাদা, এইবার
অনুমতি দাও মোরে।
আমি যাব সম্মুখ সমরে
তারে করিতে বিনাশ।

শুম্ভ। আত্মস্বার্থে এত অন্ধ তুমি ;
ভুলিয়াছ আত্মজে তোমার ?

নিশুম্ভ। না—না, ভুলি নাই সায়নে আমার।

শুম্ভ। কোথা তব স্নেহের সায়ন ?

নিশুম্ভ। শত্রু কারাগারে সেথা রয়েছে আবদ্ধ।

শুম্ভ। আগে কর উদ্ধার তাহার।

নিশুম্ভ। তাই হবে দাদা !
আগে করি সায়নে উদ্ধার
তারপর করিব সে রণ-অভিযান।

শুম্ভ। দানবেরে করি প্রতারিত
পুত্রে তব যেইজন করেছে হরণ
হোক্ শত্রু, হোক্ মিত্র
নাহি তার ক্ষমা।
পাও যদি শত্রুর সন্ধান
পদতলে বিমর্দ্দিত
করিবে তাহারে।

নিশুম্ভ। না—না, বন্দী করি তারে
এনে দিব তব পদতলে।
রাজা তুমি ! বিচার করিয়া
ইচ্ছা মত দণ্ড দিও তারে।

শুম্ভ। না ভাই, পুত্রে তব যেই জন করেছে হরণ,
নিজে তুমি দণ্ড দিও তারে।

নিশুম্ভ। নহিক সম্রাট আমি,
কোথা মোর বিচারের অধিকার?

শুম্ভ। ধর শিরে রাজার মুকুট।

(নিশুম্ভকে মুকুট দান)

আজি হতে রাজা তুমি,
আমি তব আজ্ঞাবাহি দাস।

নিশুম্ভ। দাদা! হৃদে মোব
নব শ ক্ত হয়েছে সঞ্চয়।
হ্যাঁ—হ্যাঁ, আজি বিচারক সাজি
বিচাব কবিব আমি
শত্রুর আমাব।
পুত্রেবে হবণ করি
যে অনল জ্বালায়েছ হৃদয়ে আমাব,
সে অনলে বিশ্বব্যাপী
জ্বালাইয়া প্রলয় অনল
আমার শোণিতে
আমি নির্ব্বাপিত করে যাব তায়।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। নিশুম্ভ! নিশুম্ভ!
ওরে মোর স্নেহের অনুজ,
...না—না, শত্রু—শত্রু পরম অরাতি মোর।
স্ত্রী, পুত্র, ভাই, আত্মীয়-স্বজন

সবে মিলি অষ্টপাশে বন্দী করি
রেখেছিল মোরে।
আজি মুক্ত আমি
মুক্তি পথে মহা যাত্রা মোর।
বাজারে—বাজারে শঙ্খ,
বেজে ওঠ্ মুরজমুরলী,
নারীগণ উলুধ্বনি দাও,
শান্তির সন্ধানে মহাযাত্রা মোর আজি,
সোণার নিগড়ে মোরে বেঁধেছিল যারা,
একে একে সব চলে গেল !
মহাসিন্ধু পার হতে কে আমারে
করে আবাহন !
যাব—যাব, কোথা মুক্তি,
কোথা শান্তি, কোন্‌দিকে পথ !

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল

সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। সায়ন! সায়ন!…ওই চন্দ্রদেব সায়ন কে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে!…ছোটরাজা এইদিকে আসুন! এইবার আমরা সায়নকে উদ্ধার করব।

দ্রুত চন্দ্রদেবের প্রবেশ

চন্দ্র। আর সায়নকে উদ্ধার করতে হবে না।

সুগ্রীব। পথ ছেড়ে দাও।

চন্দ্র। ছাড়ব না! আর তোমাকেও যেতে দেব না।

সুগ্রীব। কেন নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার ইচ্ছা আছে নাকি? বেশ আয়োজন কর, আমি আসছি।

চন্দ্র। সাবধান! আর এক পা অগ্রসর হলে, এখুনি জীবন দিতে হবে!

সুগ্রীব। আমরা দৈত্য, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই আমাদের ধর্ম্ম।

চন্দ্র। তবে মরবার জন্য প্রস্তুত হও—[উভয়ে যুদ্ধ] তুমিই প্রথম সায়নকে দেখেছ! তাই আর আমি তোমায় বাঁচতে দেবনা।

(পরাজিত সুগ্রীবকে আঘাত করিল)

সুগ্রীব। আমাকে মারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে ভেবেছ? আমি মরেও তোমাদের রেহাই দেব না!

চন্দ্র। এইবার তোমার ইহলীলা শেষ হয়ে যাক। (পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত)

সুগ্রীব। আঃ—সায়ন! সায়ন! সাড়া দাও! তোমার পিতা তোমায় নিতে এসেছেন।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ। এ জগতের আর কেউ তার সন্ধান পাবে না।

নিশুম্ভ। (নেপথ্যে) সায়ন,—

দ্রুত সায়নের প্রবেশ

সায়ন। কে? কে ডাকলে? কে বল্‌লে আমার পিতা আমায় খুঁজতে এসেছে? কই, কোথায় পিতা?

চন্দ্র। কই, কেউত নেই।

সায়ন। তবে পিতা যে আমায় ডাক্‌লেন।

চন্দ্র। ও তোমার মনের ভ্রম! তোমার পিতা এখানে আসবেন কেন

সায়ন। নিশ্চয়ই এসেছেন, আমি যে স্পষ্ট শুনতে পেলুম তাঁর কণ্ঠস্বর। পিতা! পিতা!

নিশুম্ভ। (নেপথ্যে) সায়ন,—

সায়ন। পিতা,—

চন্দ্র। চুপ। (সায়নের হাত ধরিলেন)

সায়ন। হাত ছেড়ে দিন।

চন্দ্র। এসো, আমার সঙ্গে চলে এসো।

সায়ন। পিতার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যাব না।

চন্দ্র। যেতেই হবে।

সায়ন। না—না।

চন্দ্র। সায়ন,—

সায়ন। ও ছলনায় আর আমায় ভোলাতে পারবেন না! পিতা,—পিতা!

চন্দ্র। তোমার পিতা যদি একথা জান্‌তে পারে, তাহলে আবার আমাদের দৈত্যের নির্য্যাতন সহ্য করতে হবে! ওই বিশাল বাহিনী নিয়ে নিশুম্ভ এইদিকেই আসছে!

সায়ন। পিতা,—

চন্দ্র। চুপ। (সায়নের গলা টিপিয়া ধরিলেন)

সায়ন। ছেড়ে দিন! দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন!

চন্দ্র। না বালক তোমায় ছাড়ব না! তুমি দেব-শত্রু দৈত্য বংশধর! তুমিও বড় হয়ে আমাদের উপর নির্য্যাতন করবে! তাই এইখানেই তোমার ইহলীলা শেষ হয়ে যাক। (গলা টিপিয়া সায়নকে হত্যা করিল)

সায়ন। পি—তা,—

দ্রুত ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। চন্দ্রদেব! সায়নকে নিশুম্ভের হাতে ফিরিয়ে দাও। ওকে আটকে রাখবার আর প্রয়োজন নেই!

চন্দ্র। সায়ন ইহজগতে নেই দেবরাজ?

ইন্দ্র। নেই!

চন্দ্র। না। আমি তাকে হত্যা করেছি! ওই তার মৃতদেহ।

ইন্দ্র। সায়ন! সায়ন! এ কি করলে চন্দ্রদেব? সায়নকে ফিরে না পেলে পুত্রহারা নিশুম্ভ যে বিশ্ববক্ষে প্রলয় সৃষ্টি করবে!

চন্দ্র। ওকে ফিরে পেলেও নিশুম্ভ রেহাই দিতনা!

ইন্দ্র। চুপ কর জল্লাদ! যাকে পুত্রের চেয়েও ভালবেসেছিলাম, তাকে হত্যা করে তুমি আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছ!

নিশুম্ভ। (নেপথ্যে) সায়ন,—

ইন্দ্র। ওই নিশুম্ভ এসে পড়েছে! তুমি পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও!

চন্দ্র। আসুক নিশুম্ভ, আর আমি তাকে ভয় করবো না।

ইন্দ্র। তাকে ভয় না করতে পার, কিন্তু তার নিষ্পাপ শিশুপুত্রকে হত্যা করে যে মহাপাপ করেছ, সেই পাপমুখ আর তাকে দেখিও না! যাও—যাও, চলে যাও—

চন্দ্র। যাচ্ছি! দেব নির্য্যাতনের চরম প্রতিশোধ নিয়েছি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। মূর্খ চন্দ্রদেব! এই দুধের বালককে হত্যা করে দেবতার মুখে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেছ সপ্তসাগরের জলেও সে আর ধোয়া যাবে না! কেন আমি সায়নকে ফিরিয়ে দিলাম না? যদি পারতাম বাহুবলে আমি আমার রাজ্য রাজমুকুট উদ্ধার করতাম!

নিশুম্ভের প্রবেশ

নিশুম্ভ। রাজমুকুট তোমার সামনে দেবরাজ।

ইন্দ্র। কে? একি! নিশুম্ভ?

নিশুম্ভ। সায়ন? আমার সায়ন কোথায়?

ইন্দ্র। ওই যে।

নিশুম্ভ। সায়ন, সায়ন, নিঃশ্বাস পড়ছে না। কে হত্যা করলে এই নিষ্পাপ শিশুকে ?

ইন্দ্র। আমি।

নিশুম্ভ। তুমি! দেবরাজ! বাঃ, চমৎকার! যে রাজমুকুটের জন্য তুমি এই নিষ্পাপ বালককে হত্যা করেছো, এই নাও দেবরাজ, তোমার সেই রাজমুকুট।

ইন্দ্র। স্বর্গের রাজমুকুট তোমার কাছে!

নিশুম্ভ। আজ আমি রাজা! আমার অগ্রজ সেনাপতি! নাও, গ্রহণ কর রাজমুকুট!

চেতনার প্রবেশ

চেতনা। সায়ন—সায়ন! কই কোথায় তুমি, সাড়া দাও!

নিশুম্ভ। সায়ন আর সাড়া দেবেনা।

চেতনা। আমার সায়ন কোথায় ?

নিশুম্ভ। ওই যে— (মাটির দিকে দেখাইয়া দিলেন)

চেতনা। একি! সায়ন মৃত! কে—কে এই নিষ্পাপ শিশু হত্যা করলে ?

ইন্দ্র। আ—আ—মি!

চেতনা। তুমি ? তুমিই হত্যা করেছ দেবরাজ, তবে তোমার চোখে জল কেন ? সত্য বল কে এই দুধের বালককে হত্যা করেছে ?

ইন্দ্র। আমি। চোখে জল নির্য্যাতনের ভয়ে।

চেতনা। দেবর! এই মুহূর্ত্তে তোমার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নাও।

নিশুম্ভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চাই প্রতিশোধ! আমার শিশুপুত্রকে ভুলিয়ে এনে যে তাকে হত্যা করেছে, তার উপর আমি এমন প্রতিশোধ

নেব, যা দেখে জগৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে ! প্রস্তুত হও ঘাতক ! গ্রহণ কর তোমার অপরাধের শাস্তি এই জ্বালাময় রাজমুকুট ! (ইন্দ্রের মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন)

চেতনা। দেবর ! দেবর—

নিশুম্ভ। সবই যখন গেল, তখন যাবার সময় বৃথা আর এ ভার বয়ে বেড়াই কেন ? তাই যার ভার তাঁর মাথাতেই তুলে দিলাম !

চেতনা। প্রতিশোধ নেবে না।

নিশুম্ভ। একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে যারা, তাদের শাস্তি যে কোন শাস্ত্রে লেখা নেই দেবি। যে শাস্তিই দিই আমার মহামূল্য সায়নমণির তুলনায় তা তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ, তাতে শুধু তার অপমানই হবে, ক্ষতি পূরণ হবে না। যাক যাক, একদিন ত যেতই দুদিন আগে আর পরে।

ইন্দ্র। একটা কথা নিশুম্ভ।

নিশুম্ভ। আর কথা নয় দেবরাজ। যার লোভে তুমি আমার পুত্র হত্যা করেছ, সেই রাজমুকুট মাথায় দিয়ে আপ্রলয় তুমি সৃষ্টির বুকে অশান্তি ভোগ কর ! সায়ন—সায়ন, ওরে অভাগা সন্তান ! না—না, ও আমার কেউ নয় ! ও শুধু সংসার চক্রের নাগপাশ ! ব্যস্, আজ আমি মুক্ত ! এইবার মহামায়ার মাহাচক্র ভেদ করে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাব। বিদায় দেবরাজ।

[প্রস্থান।

চেতনা। ওরে হতভাগ্য ! তোর জন্মদাতা আজ তোকে ফেলে মায়ামুক্ত হয়ে গেল্ ! আমি তোকে বুকে করে মানুষ করেছি, আমি তোকে ফেলে যেতে পারব না ! তোর মৃতদেহটা বুকে নিয়ে

সৃষ্টির দ্বারে দ্বারে আমি ঘুরে বেড়াব জিজ্ঞাসা করব সকলকে, কার পাপে সৃষ্টির বুকে এই অসহায় শিশু হত্যা হয়ে গেল।

[সায়নকে লইয়া প্রস্থান।

ইন্দ্র। চন্দ্রদেব! স্বার্থের মোহে সায়নকে হত্যা করে দেবতার উঁচু মাথা দানবের পায়ের তলায় লুটিয়ে দিলে। শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে আমাদের জয় করেতে পারেনি, জয় করেছে বিনা যুদ্ধে আমায় রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে! এ রাজমুকুট নয়! এ পুত্রহারা পিতার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া।   মায়াবী নিশুম্ভ
মায়াজাল করিয়া বিস্তার,
আমারে করেছে আক্রমণ।
অবোধ সন্তানে
দেখাইতে হবে মোরে জ্ঞানের আলোক!

নিশুম্ভের প্রবেশ

নিশুম্ভ।   ঘন আঁধারের মাঝে

ত্বরা করি জ্বাল তুমি জ্ঞানের আলোক ।
নহে এই দণ্ডে কেশ ধরি তোমা
পাষাণে আছাড় মারি করিব বিনাশ ।

মহামায়া । শক্তি কোথা তব আমারে নাশিতে ?
এসেছিল মধু ও কৈটভ,
এসেছিল মহিষ অসুর,
মহাদম্ভে পশিয়া সমরে
চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ
আমার চক্রের তলে
হয়ে গেছে লীন ।

নিশুম্ভ । দেখ নাই নিশুম্ভ প্রতাপ
পাও নাই শক্তি পরিচয় তাঁর
একমাত্র সন্তানে আমার
যেবা করিয়াছে গ্রাস,
তারে আমি মাতা বলি
করিব না ক্ষমা ।

মহামায়া । মরে নাই পুত্র তব !
মাতৃহারা মাতৃবক্ষে লভেছে আশ্রয় ।
বৃথা কেন শোক ? এসো তুমি,
তোমারেও প্রীতি দিয়ে
সমাদরে করিব গ্রহণ ।

নিশুম্ভ নাহি চাই স্নেহ ভালবাসা ।
চাই শুধু রূপ সুধা করিবারে পান ।

মহামায়া একি কথা কহরে দানব ?

নিশুম্ভ। জঘন্য দানব বলি
চিরদিন অবজ্ঞেয় মোরা,
তাই জঘন্যতার চরম পরিচয়
দিয়ে যাব মোরা! লো রূপসি,
অঙ্কে বসি মোর সার্থক করহ আজি
জীবন তোমার।

(মহামায়াকে ধরিতে উদ্যত)

মহামায়া। এখনও সতর্ক হয়ে নিশুম্ভ অসুর।

নিশুম্ভ। স্ব-ইচ্ছায় না আসিলে
বলে ধরি আনিব তোমায়।

মহামায়া। পারিবে না।

নিশুম্ভ। শক্তি বলে বন্দী আমি করিব তোমায়।

মহামায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
দেখ তুমি কেবা আমি
বহুরূপে সম্মুখে তোমার।

[প্রস্থান।

সহসা কালীর আবির্ভাব

কালী। হাঃ-হাঃ হাঃ!

নিশুম্ভ। একি ভয়াল মূরতি!
গলে দোলে মুণ্ডমালা
বদনে রক্তের ধারা!
ক্ষীণা শীর্ণা
কেবা ওই ভীমা ভয়ঙ্করী?

মেধসের প্রবেশ

মেধস। 　　　　গীত

ওযে সৃষ্টি স্থিতি নাশিনী,
কালী সবাসনা করাল বদনা আদি মাতা জগৎ জননী॥

[কালীর অন্তর্দ্ধান

তারার আবির্ভাব।

তারা। 　　হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নিশুম্ভ। 　একি অপরূপ রূপ।
ত্রিনয়না ভীমা খড়্গ করে
সৃষ্টির সংহারে আজি হয়েছে উদ্যত!
বল ঋষি,
কেবা ওই ভীষণা কামিনী?

মেধস। 　　পূর্ব্বগীতাংশ

ওযে বিপদ তারিণী তারা,
দানব দলিতে নেমেছে মহীতে ভীমা ভয়ঙ্করী ত্রিনয়নী॥

[তারার অন্তর্দ্ধান]

ত্রিশূল হস্তে মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। 　হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নিশুম্ভ। 　ওকি! ওকি! মহাশূল করে
অট্ট হাস্যে দিগন্ত কাঁপায়ে
ছুটে আসে কেবা ওই ভীষণা রাক্ষসী?

মেধস। পূর্ব্বগীতাংশ

মা মহামায়া,
শক্তি মুক্তি দায়িনী,
রিপুদল দলনী ;
সনাতনী বিশ্ব জননী ॥

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। কই কোথা আদি-মাতা ?
কৃপা করি দেখা দাও সম্মুখে আমার।

মহামায়া। এই আমি সম্মুখে তোমার।

নিশুম্ভ। না—না, নহ তুমি মাতা মোর।
মায়াবিনী মায়া বলে নানারূপ ধরি
প্রতারিত করিয়াছ মোরে।
লো সুন্দরী ! এই মহা অসির আঘাতে
খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমায়
ফেলে দিব শৃগাল কুক্কুর মুখে !

মহামায়া। এই দিব্য অস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া
দেখাব তোমারে
মহাশক্তি আমি আদিমাতা। (উভয়ের যুদ্ধ)

নিশুম্ভ। শান্ত হও শান্ত হও মাতা।
ভীষণা মূরতি তব কর পরিহার।
এতক্ষণে বুঝিয়াছি,
আদিমাতা তুমি যে গো জগৎ জননী।
অস্ত্রে তব তমো নাশি মোর
দেখাইলে জ্ঞানের আলোক !

ওগো কল্যাণি জননি,
তুমি যদি না করিতে কৃপা
চিররুদ্ধ থেকে যেত মুক্তির দুয়ার।
হে জননি সন্তান পালিনি,
এত কৃপা সন্তানে তোমার!
তবে শেষবার অস্ত্র ধরি
সৃষ্টি বুকে তুলি মহামার,
আমার মুক্তির রথ এনে দাও তুমি।

মহামায়া। রে দৈত্য। নিষ্কাম সাধনা করি
আমারে আনিয়া বিশ্বে
যেই ভাবে প্রচারিলে
মহিমা আমার,
সেই ভাবে আমাসনে
চিরদিন সৃষ্টিবুকে রহিবে অমর।

নিশুম্ভ। কথা নয়—কথা নয় মাতা।
রণ—রণ অবিশ্রান্ত দাও মোরে রণ।
বেজেছে কালের ভেরী
বাজাও ডমরু তব।
সৃষ্টি মাঝে ঘোর ঝঞ্ঝা করিয়া সৃজন
আমা সনে করি ভীম রণ,
ওগো রণ দেবি,
মহারিপু ক্রোধে তুমি দাও বলিদান।

[পুনঃ উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উপত্যাকা

শুম্ভের প্রবেশ

শুম্ভ। নিশুম্ভ ! নিশুম্ভ !
কোথা তুমি সাড়া দাও অনুজ আমাব।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। নিশুম্ভ মিশিয়া গেছে
পবমাত্মা সনে।

শুম্ভ। অনুজ নিশুম্ভ নাই !

মহামায়া। অনুজ তোমাব
আমার চরণ তলে লয়েছে আশ্রয়।

শুম্ভ। এত স্পর্দ্ধা তব
মহাবীর অনুজে আমার
বধিয়াছ তুমি ?

মহামায়া। আমি যে রে সৃষ্টি স্থিতি লয়।
বিশ্বমোর খেলাঘব,
ইচ্ছামত ভাঙ্গি গড়ি আমি।

শুম্ভ। একা তুমি পার নাই অসুরে নাশিতে !
কালী তারা চামুণ্ডার

সহায়তা নিয়ে
লভিয়াছ নাম তব অসুর নাশিনী।

মহামায়া। আমি কালী, আমি তারা,
আমি কর্ম্ম, আমি কর্ত্তা,
আমি দুর্গে দুর্জ্জ্ঞেয়া দুর্গতিহবা।
এসোরে সন্তান,
এই মহাসন্ধিক্ষণে আত্মপ্রাণ তব
আমার চরণ তলে কর সমর্পণ।

শুম্ভ। জানি শক্তিময়ী নারি!
কিন্তু রমনী না হয়ে
পুরুষ হইতে যদি
গর্ব্বিত মস্তক মোর
তব চরণেতে রাখি
অবসান করিতাম বিবাদের!

মহামায়া শুম্ভ! ওরে মোর দুরন্ত সন্তান
বর নেরে—বর নেরে তুই।

শুম্ভ। বর নাহি চাহি!
ওগো প্রাণ ময়ি
অপূর্ব্ব সুন্দরী তুমি!
তুমি শুধু কৃপা করে
ভালবাস মোরে।

মহামায়া। কৃপা আমি করিব তোমায়
শুধু বারেকের তরে
মা বলিয়া ডাক মোরে।

শুম্ভ। না—না, মা বলিয়া ডাকিব না তোরে।
বাহুরবন্ধনে চিরদিন
বেখে দিব আবদ্ধ করিয়া।

মহামায়া। রে শুম্ভ। আসুরিকভাব
করি পরিহার কাছে এসো মোর।
সমাদরে আমি তোমা দিব আলিঙ্গন।

শুম্ভ। না না, আসুরিক ভাব
নাহি দিব বিসর্জ্জন কভু।
লো সুন্দরী! ধরা দাও মোরে,
নহে নত শিরে
পরাজয় করহ স্বীকার!

মহামায়া। রে অসুর! মন্মচায় পরাজয়
কিন্তু সত্য চায় জয়।

শুম্ভ। জয় চাও? তবে শক্তি বলে
জয় কর মোরে।
সৃষ্টি মাঝে তুমি মহামায়া
তোমারে করিনু আক্রমণ!
(মহামায়াকে আক্রমণ)
তমোগুনে জন্ম মোর
পূর্ণ তমে করিয়া আশ্রয়
সাদরে করিনু আমি সমরে বরণ।

মহামায়া। তমোরূপী অসুর অন্তরে
জাগাইতে স্বত্ত্বের প্রভাব
মহারণে নামিব এবার! (উভয়ের যুদ্ধ)

(যুদ্ধ করিতে করিতে শুম্ভ সহসা অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া মহামায়াকে ধরিতে উদ্যত হইলেন। দেবী শুম্ভের কেশ ধরিয়া নিজ পদতলে ফেলিলেন।)

মহামায়া। ওরে মোর দুরন্ত সন্তান,
জুড়াইতে সকল সন্তাপ,
এই ভাবে আপ্রলয় থাক তুই
পদতলে মোব।

শুম্ভ। মহাশান্তি লভিবার তরে
আজীবন করিয়াছি কঠোর সাধনা !
মহাসুর শুম্ভ যাত্রা শেষ পথে
বক্ষ রক্ত চরণে অঞ্জলি দিয়া
মাতৃ মন্ত্রে তোমারে করিছে পূজা !
আজি হতে পূজনীয়া মাতা তুমি মোর !
ওগো অসুর নাশিনী,
নত শিরে রাতুল চরণে তব
জানাই প্রণাম।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

[দেবীকে প্রণাম করিলেন]

যবনিকা